২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য

ডিসেম্বর ২০১৬

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৬

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য

মুদ্রণে
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
ও
মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

প্রকাশনায়: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পুস্তিকা প্রকাশনা পর্ষদ

উপদেষ্টা: আনিসুল হক, এম,পি, মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিয়ষক মন্ত্রণালয় ।

সার্বিক তত্ত্বাবধান: মোহাম্মদ শহিদুল হক, সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ।

সমন্বয়ক: মোঃ ইসরাইল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব ।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের কার্যক্রম সংকলনের জন্য গঠিত কমিটি:

(১) ছায়েদ আহম্মদ, যুগ্ম-সচিব - আহ্বায়ক ।
(২) ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, উপ-সচিব - সদস্য ।
(৩) শাহানা সুলতানা, সিনিয়র সহকারী প্রধান - সদস্য ।
(৪) ড. খালেদা পারভীন, সিনিয়র সহকারী সচিব - সদস্য ।
(৫) রুমানা ইয়াসমিন ফেরদৌসী, সিনিয়র সহকারী সচিব - সদস্য ।
(৬) শর্মিলী আহম্মেদ, সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা - সদস্য ।
(৭) মাহবুব আলম, সহকারী প্রোগ্রামার - সদস্য ।
(৮) মোহাম্মদ আরিফুল কায়সার, উপ-সচিব - সদস্য-সচিব ।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কার্যক্রম সংকলনের জন্য গঠিত কমিটি:

(১) নরেন দাস, যুগ্ম-সচিব - আহ্বায়ক ।
(২) মোঃ শাহিনুর ইসলাম, উপ-সচিব - সদস্য ।
(৩) শাহানা সুলতানা, সিনিয়র সহকারী প্রধান - সদস্য ।
(৪) দীপংকর বিশ্বাস, সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা - সদস্য ।
(৫) মোঃ রাজীব হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব - সদস্য ।
(৬) মোঃ নাহিদ মিয়া, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার - সদস্য ।
(৭) মোঃ মাহবুবুর রহমান, উপ-সচিব - সদস্য-সচিব ।

মোঃ আবদুল হামিদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আনিসুল হক, এম,পি

মন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোহাম্মদ শহিদুল হক

সচিব

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিবসহ ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি, ফোন, ই-মেইল ও আবাসিক ঠিকানাঃ

মন্ত্রীর দপ্তর

	জনাব আনিসুল হক এম,পি	মন্ত্রী	৯৫৫০০১৬ (অফিস) ফ্যাক্স: ৯৫৭৭১১৭ minister@legislativediv.gov.bd	বাড়ি নং-২, রোড নং-১৯/এ, বনানী, ঢাকা।
	জনাব এম. মাসুম	মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব	৯৫**৭৬৬২৩** (অফিস) **৯১১২৩২৪**(বাসা) ০১৮১৯৪৮১২০০(মোবাঃ) md.masum51@gmail.com	বাসা নং: এন.এ.সি-৩, জাতীয় সংসদ উচ্চমান আবাসিক এলাকা, জাতীয় সংসদ ক্যাম্পাস, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
	জনাব মোঃ রাশেদুল কাওসার ভূঞা	মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৯৫৪৫৬৯৪ (অফিস) ৯৩৬০৮৪৪ (বাসা) ০১৭১৪৬১৯৯০২(মোবাঃ) apstomin@legislativediv.gov.bd	৩৫/সি, দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা।
	জনাব ড. মো. রেজাউল করিম	জনসংযোগ কর্মকর্তা	**৯৫১৪৪৩১** (অফিস) ০১৯১৩২৯৫৭১৮(মোবাঃ) rezaulki77@gmail.com senior.info@legislativediv.gov.bd	২৭৪/৩, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং		কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক	সচিব	৯৫৪০০৯৮(অফিস) ৫৮১৫৮৬৮৫(বাসা) ফ্যাক্স:৯৫৫৬৫৩৫ secretary@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট নং-৩, দোলনচাঁপা, গভঃ অফিসার্স কোয়ার্টার্স, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।
২.		বেগম নাসরিন বেগম	অতিরিক্ত সচিব	৯৫৪৫০৭৩(অফিস) ৯৬১৪১৫৯(বাসা) ফ্যাক্স:৯৫৬৬২২১ ০১৯২০৪৯৯০১৮(মোবাইল) nasreen@legislativediv.gov.bd	২৬৪, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
৩.		জনাব মোঃ ইসরাইল হোসেন	অতিরিক্ত সচিব	৯৫৬৩০০১(অফিস) ৯৮৯২৩৩০(বাসা) ফ্যাক্স:৯৫৭৬৬৪৮ ০১৭১১৫৯৪৩৪৪(মোবাইল) israil@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট নং-৩০২, হাউজ নং-৪, রোড নং-৩৬, গুলশান-২, ঢাকা।
৪.		বেগম সুলতানা নাসিরা খান	যুগ্ম-সচিব	৯৫৭৪৪৭৮(অফিস) ৫৮১৫৯৩৬০(বাসা) ফ্যাক্স:৯৫৪৫২০০ ০১৭৩৯৩৯২৪৪০(মোবাইল) nasira@legislativediv.gov.bd, sultanank24@yahoo.com	অজন্তা-এ/৫, বাড়ী নং-৩৫, রোড নং-১১(নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা।
৫.		বেগম সালমা বিনতে কাদির	যুগ্ম-সচিব	৯৫৪৯০৩৭(অফিস) ৯৬৭০৩৮৮(বাসা) ফ্যাক্স:৯৫৪০৫৭১ ০১৫৫২৩৩৩১৯০(মোবাইল) salma@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট নং-৪ বি, বাড়ী নং-৩৬/৩, রোড নং-৪, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৬.	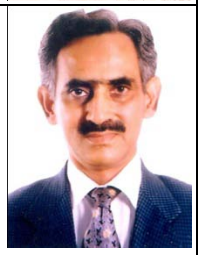	জনাব ছায়েদ আহম্মদ	যুগ্ম-সচিব	৯৫৭৭৪১৫(অফিস) ৫৮১৫৯৯৫৬(বাসা) ফ্যাক্স: ৯৫৭৩২৩৩ ০১৫৫০১৫০৬৩১(মোবাইল) sayed@legislativediv.gov.bd; sayedahmed60@yahoo.com	৯২, হাতেমবাগ রোড,রায়ের বাজার, ঢাকা।

৭.		জনাব নরেন দাস	যুগ্ম-সচিব	৯৫৭০৬৫৬(অফিস) ৪৭১১৩৭৭৭(বাসা) ০১৫৫৪৩০৩২৭৭(মোবাইল) naren@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট নং-৭০৫/৭০৬, ইলিশিয়াম ভবন, ১১, হাটখোলা রোড, টিকাটুলি, ঢাকা।
৮.		জনাব আবদুর রউফ	উপ-সচিব	৯৫৬৯১৪১(অফিস) ৯৫৬১১৫৯(বাসা) ০১৭১১৮৯৯৮৬৬(মোবাইল) zakir@legislativediv.gov.bd	শিলকর ভিলা, ৮/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৯.		জনাব মোঃ রমিজ উদ্দিন চৌধুরী	উপ-সচিব	৯৫৭৮৫১১(অফিস) ৮১৪৩৮৬৩(বাসা) ০১৭১৫৬৭২১৬২(মোবাইল) ramiz@legislativediv.gov.bd	বাসা নং-৫৭১ সড়ক নং-৮, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি (আদাবর), ঢাকা।
১০.		জনাব মোঃ মইনুল কবির	যুগ্ম-সচিব	৯৫১৩৭৯৯(অফিস) ৮৬৫৩২৬৯(বাসা) ০১৮১১৪১৬০০৫(মোবাইল) moinul@legislativediv.gov.bd	৬৬/ডি, আজিমপুর অফিসার্স কোয়ার্টার্স, আজিমপুর, ঢাকা।
১১.		জনাব হুমায়ুন ফরহাদ	যুগ্ম-সচিব	৯৫৫৮০৫৭(অফিস) ৫৫০৯৩২৬৬(বাসা) ০১৭৩২৯৮৮১০৪(মোবাইল) farhad@legislativediv.gov.bd	বাড়ি নং-৪৫, রোড নং-৯/ বি, সেক্টর-৫, উত্তরা, ঢাকা।
১২.		জনাব রেজা আলী	উপ-সচিব	৭১১৪৫০১(বাসা) ০১৫৫২৪৩৬৪১২(মোবাইল) reza@legislativediv.gov.bd	৩ পাতলাখান লেন, লক্ষ্মী বাজার, ঢাকা।
১৩.		জনাব হাফিজ আহমেদ চৌধুরী	যুগ্ম-সচিব	৯৫৫৭৭৯১(অফিস) ৭১১৪৩৫৩(বাসা) ০১৫৫২৩১৫২৬৮(মোবাইল) hafiz@legislativediv.gov.bd hafizchowdhury@yahoo.com	৭৯/এ, আর,কে মিশন রোড, ঢাকা।

১৪.		জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম	যুগ্ম-সচিব	৯৫৭০৬৫২(অফিস) ৯৩৫৭৭০৩(বাসা) ০১৮১৩১১৭৬৮৬(মোবাইল) shahinur@legislativediv.gov.bd	৪২, নিউ সার্কিট হাউজ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
১৫.		ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন	যুগ্ম-সচিব	৯৫৭০৬৫৩(অফিস) ৯৩৩৪৪৯৭(বাসা) ০১৭১৬৭৮৯৪৫৭(মোবাইল) mohiuddin@legislativediv.gov.bd dmuddin@gmail.com	১০/৩, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
১৬.		জনাব কাজী আরিফুজ্জামান	যুগ্ম-সচিব	৯৫৭০৬৫১(অফিস) ৯৩৩৬৩৯৫(বাসা) ০১৭২৪৭১৪৮৯০(মোবাইল) arifuzzamankazi@yahoo.com	২/২০, বেইলী গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
১৭.		ড. মোঃ জাকেরুল আবেদীন	উপ-সচিব	৯৫৪০১১০(অফিস) ০১৭১১৯৭৪৭০৭(মোবাইল) jakerul@legislativediv.gov.bd jakerul_abedin@yahoo.com	৬/৫, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
১৮.		জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	উপ-সচিব	৯৫৭০৬৫৫(অফিস) ৫৮৩১৩৫৪১(বাসা) ০১৮১৭৫৪৯৫৫৫(মোবাইল) rafiq_minlaw@yahoo.com	৬/৯, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
১৯.		জনাব তানভীর আহমেদ	সচিবের একান্ত সচিব	৯৫৬৯৪৮৭(অফিস) ৯৬৭১৬৯৫(বাসা) ০১৭৭৪৯৭৯৮৭৬(মোবাইল) pstosecretary@legislativediv.gov.bd	৩৭২, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
২০.		জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান	উপ-সচিব	৯৫৭৫৩৭২(অফিস) ৯৬৭৩০৭৯(বাসা) ০১৭১১৫৮৮৩০৭(মোবাইল) mahbubur@legislativedev.gov.bd mahabub375@yahoo.com	৩৭১, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

২১.		বেগম মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস	উপ-সচিব	৯৫৪০১১৬(অফিস) ৯৩৩৬১১৩(বাসা) ০১৭১২০৯৪৭০৫(মোবাইল) jannatul@legislativediv.gov.bd	২/২১, বেইলী গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
২২.		জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান	উপ-সচিব	৯৫৪৫৭৫৯(অফিস) ৯৬৭৫১৭৪(বাসা) ০১৭১২৬৮১৮১৩(মোবাইল) munir@legislativediv.gov.bd mjamanlaw@yahoo.com	৬৮/সি, আজিমপুর অফিসার্স কোয়ার্টার্স, আজিমপুর, ঢাকা।
২৩.		জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নূর	উপ-সচিব	৯৫১৪২২০(অফিস) ৯৩৩৩৮৪৫(বাসা) ০১৯১৬০৩৯০২৭(মোবাইল) asadnur13@gmail.com	৬/৩, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
২৪.		জনাব এস, এম, শাফায়েত হোসেন	উপ-সচিব	৯৫৪০৭৭৯(অফিস) ৯৩৩৬০৯৪(বাসা) ০১৭১১২৬৪১৫৭(মোবাইল) shafaet@legislativediv.gov.bd; shafaet.hossain@yahoo.com	১৫/৯, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
২৫.		জনাব জি. এম. আতিকুর রহমান জামালী	উপ-সচিব	৯৫১৩৬৫৫(অফিস) ৯৩৫৩৬৮০(বাসা) ০১৫৫২৩১৬৭৪৭(মোবাইল) zamaly@legislativediv.gov.bd; zamaly_law@yahoo.com	১৭৪/১ (৫ম তলা), ডাক্তার গলি, বড় মগবাজার, ঢাকা।
২৬.		ড. খালেদা পারভীন	উপ-সচিব	৯৫৪০০০৫(অফিস) ৯৩৪০৪৫৭(বাসা) ০১৭১৫০১৫২৩১(মোবাইল) khaleda@legislativediv.gov.bd khaleda_parven@yahoo.com	৮/৫, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
২৭.		জনাব মোহাম্মদ আরিফুল কায়সার	উপ-সচিব	৯৫৬৫৯০৯(অফিস) ৯১২৪৭৭৮(বাসা) ০১৯২২৫২৭২৬৫(মোবাইল) kaiser@legislativediv.gov.bd; kaiser.mol@gmail.com	ফ্ল্যাট নং-বি-১৮/ডি-৯, সোবহানবাগ সরকারী নিউ অফিসার্স কোয়াটার্স, ধানমন্ডি, ঢাকা।

২৮.		জনাব মোহাম্মদ আবদুল হালিম	উপ-সচিব	৯৫৪০৩১৯(অফিস) ৯৩৫৪৭৬১(বাসা) ০১৭১৬৫৫১০৯৩(মোবাইল) halim@legislativediv.gov.bd halim_minlaw@yahoo.com	১৭/২, প্রান্তিক সার্কিট হাউজ রোড, রমনা, ঢাকা।
২৯.		বেগম রুমানা ইয়াসমিন ফেরদৌসী	সিনিয়র সহকারী সচিব	৯৫৪০০৪১(অফিস) ০১৭৯০১০৭৯৬৯(মোবাইল) rumana@legislativediv.gov.bd	৫১, নিউ সার্কিট হাউজ, ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা।
৩০.		জনাব মোঃ রাজীব হাসান	সিনিয়র সহকারী সচিব	৯৫৪০০৪২(অফিস) ৯৩৪৭৯৮১(বাসা) ০১৭২৩৩৯০৩৮৪(মোবাইল) razib@legislativediv.gov.bd; mrhasan91@yahoo.com	৬/৫, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
৩১.		বেগম মাসুমা জামান	সিনিয়র সহকারী সচিব	৮৩৯৬৯৬৮(বাসা) ০১৭১৫২৩১৫৬৯(মোবাইল) masoma@legislativediv.gov.bd; masoma_zaman@yahoo.com	ফ্ল্যাট-A/U বাড়ী নং-৪, ব্লক-বি, মেইন রোড, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।
৩২.		জনাব মোঃ স্বপন চৌকিদার	সহকারী সচিব	৯৬৭২৯৫৪(বাসা) ০১৯১২২৭৬৬১৫(মোবাইল) shapan@legislativediv.gov.bd	বাড়ি নং- ৯০ বাদশা মিয়া ভবন, ভাগলপুর লেন, হাজারীবাগ, ঢাকা।
৩৩.		বেগম ফারজানা আক্তার	সহকারী সচিব	০১৭৪৩৭৭২৩৬৮(মোবাইল) farjana@legislativediv.gov.bd	১২/১০, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
৩৪.		জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম	সহকারী সচিব	০১৭১৭-৭৯৭৯৯৫ (মোবাইল) arif@legislativediv.gov.bd	৬৭/২, জিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৩৫.		মৌসুমী দাস	সহকারী সচিব	০১৯১১২২৩০৫৬(মোবাইল) mousumi@legislativediv.gov.bd	৩১৪/১, জি (২য় তলা), উলন রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা।
৩৬.		বেগম মেরিনা সুলতানা	সহকারী সচিব	০১৬৭১৫৮৯৩৮৮(মোবাইল) marina@legislativediv.gov.bd	২৭৭, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
৩৭.		বেগম জিহান বিনতে এনাম	সহকারী সচিব	০১৭১১৪৬১০২৩(মোবাইল) ap@legislativediv.gov.bd	২/২(নিচতলা), গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
৩৮.		বেগম মাবিয়া খাতুন	সহকারী সচিব	০১৭৩৪৪৩৬৬৯৬(মোবাইল) mabia1215@gmail.com	চন্দ্রিমা টাওয়ার, ১০২/এ/বি, শেওড়াপাড়া, ঢাকা।
৩৯.		জনাব মোঃ আবু রায়হান	সহকারী সচিব	০১৭১০৫০৭৯৪৭(মোবাইল) raihanlaw@gmail.com	সি-২, আজিজ গার্ডেন, মৌচাক মোড়, ঢাকা।
৪০.		জনাব মোঃ সাহিনুর রহমান	সহকারী সচিব	০১৯১২০৬৭৫৩৯(মোবাইল) shahindu2004@gmail.com	১৩৯ মালিবাগ বাজার রোড, মালিবাগ, ঢাকা।
৪১.		বেগম ফাহমিদা বেগম	সহকারী সচিব	০১৯৮০০৭৪৪৫২(মোবাইল) famo1302@gmail.com	১৯/এইচ,শেখ সাহেব বাজার, আজিমপুর, ঢাকা।
৪২.		জনাব মোঃ শরীফুর রহমান	সহকারী সচিব	০১৭১৭০৮৪৫২১(মোবাইল) sharif_pame@yahoo.com	৪২১/খ, দ্বিতীয় তলা, গুলবাগ মোড়, মালিবাগ, ঢাকা।

অনুবাদ দপ্তরের কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব নরেন দাস	প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৯৫৭০৬৫৬(অফিস) ৪৭১১৩৭৭৭(বাসা) ০১৫৫৪৩০৩২৭৭(মোবাইল) naren@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট নং-৭০৫/৭০৬, ইলিশিয়াম ভবন, ১১, হাটখোলা রোড, টিকাটুলি, ঢাকা।
২.		জনাব মুহঃ জাকির হোসেন	উপ-প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা	৯৫৭৫৮০১(অফিস) ৮১৪১৩৩০(বাসা) ০১৭১৮২৯৫৮৮৮(মোবাইল) zakir@legislativediv.gov.bd; zakir_hossain@yahoo.com	২/৮, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল, গ্রীণরোড, ঢাকা।
৩.		জনাব গাজী কালিমুল্লাহ	উপ-প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা	৯৫৭৩৭৯৯(অফিস) ৮১৪১৩৩২(বাসা) ০১৭৪৬৬৩০০০৬(মোবাইল) gazikalimullah@yahoo.com	১/৭, গেজেটেডড অফিসার্স হোস্টেল গ্রীণরোড, ঢাকা-১২০৫।
৪.		জনাব দীপংকর বিশ্বাস	সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা	৯৫৭৪১৩৮(অফিস) ৯১২২৬৭০((বাসা) ০১৯১৭০১৪৮৪৩(মোবাইল) dipankar_minlaw@yahoo.com	৫/১২, সোবহানবাগ সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার্স, শুক্রাবাদ, ঢাকা।
৫.		বেগম শর্মিলী আহম্মেদ	সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা	৯৫১৩৬৬০(অফিস) ৯১৩৫৫৩৩(বাসা) ০১৬৮৮৯২৮৬৩৬(মোবাইল) sharmily.ahmed@yahoo.com	১৪/৮, সোবহানবাগ সরকারি নিউ অফিসার্স কোয়ার্টার্স, শুক্রাবাদ, ঢাকা।
৬.		বেগম হালিমা খাতুন	অনুবাদ কর্মকর্তা	৭১২১৬২৬(অফিস) ৯৮৩২২২৩(বাসা) ০১৮১৮০১৯৫৩৮(মোবাইল) halima@legislativediv.gov.bd	১৩৪/১ পূর্ব কাফরুল, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

৭.		জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	অনুবাদ কর্মকর্তা	৯৫১৩৪৪৩(অফিস) ৫৫০৭৪৯৪৫(বাসা) ০১৬৭৩৭২০৫৭০(মোবাইল) shahjahan@legislativediv.gov.bd	বাড়ী-০৬, রোড-৩, ব্লক-সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা।
৮.		অপরাজিতা দাশ	অনুবাদ কর্মকর্তা	০১৮১২৮৫০২৬২(মোবাইল) aporajitadas1989@yahoo.com	৯/বি, নবাব বাগিচা, নাজিমুদ্দীন রোড, চানখারপুল, ঢাকা।
৯.		মোছঃ নাজমা খাতুন	অনুবাদ কর্মকর্তা	০১৭২১৫৪৪৭৩০(মোবাইল) nazma44a@gmail.com	১৭/এ, মাতব্বর পুকুরপাড়, পূর্ব কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।

আইসিটি শাখার কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
২১.		জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন	সিস্টেম এনালিস্ট	৪৭১১৮৩৫৩(অফিস) ৮৭১৩৯২৩(বাসা) ০১৭৪৯৬৯৯৪২১(মোবাইল) system.analyst@legislativediv.gov.bd	২/৩, সিগনাল গেইট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
২.		জনাব মাহবুব আলম	সহকারী প্রোগ্রামার	৯৫৪৫০১১(অফিস) ০১৯১১০৪৯৬৫২(মোবাইল) ap@legislativediv.gov.bd	হাউজ ৩১, রোড-২৫, ব্লক-ডি, সেকশন-১২, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।
৩.		জনাব মোঃ নাহিদ মিয়া	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১৬৭২৫১৯৭৭২(মোবাইল) Nahid34.DUET@gmail.com	৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

মুদ্রণ ও প্রকাশনা এবং সংশোধন ও অভিযোজন শাখার কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা)	৯৫১৪২২৭(অফিস) ৯২০৫১৮৫(বাসা) ০১৭১১৯৮৭৬৬৮(মোবাইল) delowarinlaw@gmail.com delowar@legislativediv.gov.bd	ই-১৫/১৮, টাকশাল, গাজীপুর ।

হিসাব শাখার কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব মোঃ জবেদ আলী দেওয়ান	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯৫১৪০৩২(অফিস) ০১৭১৫৩৯৮০০৫(মোবাইল) accounts@legislativediv.gov.bd	বাসা নং-৯২, রোড পশ্চিম ট্যাংড়া, সাবুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা ।

জনপ্রশাসন/অন্য মন্ত্রণালয় হতে ন্যস্ড/পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		বেগম শাহানা সুলতানা	সিনিয়র সহকারী প্রধান	৯৫৭০০৬৩(অফিস) ৮১৮১৪০২(বাসা) ০১৯১৮৩১৮০৩৮(মোবাইল)	বি-৩, ই-১২, আগারগাঁও নিউ কলোনী, শেরে বাংলানগর, ঢাকা ।
২.		জনাব মোঃ ফিরোজ খান	সহকারী সচিব (সংশোধন ও অভিযোজন)	৫৯১১৪৮৮৬	হোটেল সম্রাট ৩১২ নং কক্ষ তোপখানা রোড, ঢাকা ।
৩.		জনাব মোঃ আনিছুন নবী	সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩)	৯৫৮৮১৫১(অফিস) ৫৮৩১৪২৮৮(বাসা) ০১৭১৬৬২৭৬৫৩(মোবাইল) anisun@legislativediv.gov.bd	বাসা-এ৫৩৫৭/১১, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা ।
৪.		জনাব মোঃ জুলহাজ আলী সরকার	সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)	৯৫৪০৫৭৩(অফিস) ৯১১৫৬৩৬(বাসা) ০১৭২০০২২৬৭৮(মোবাইল) julhaz@legislativediv.gov.bd	১/৮, আগারগাঁও নিউ কলোনী, শেরেবাংলা নগর ঢাকা ।

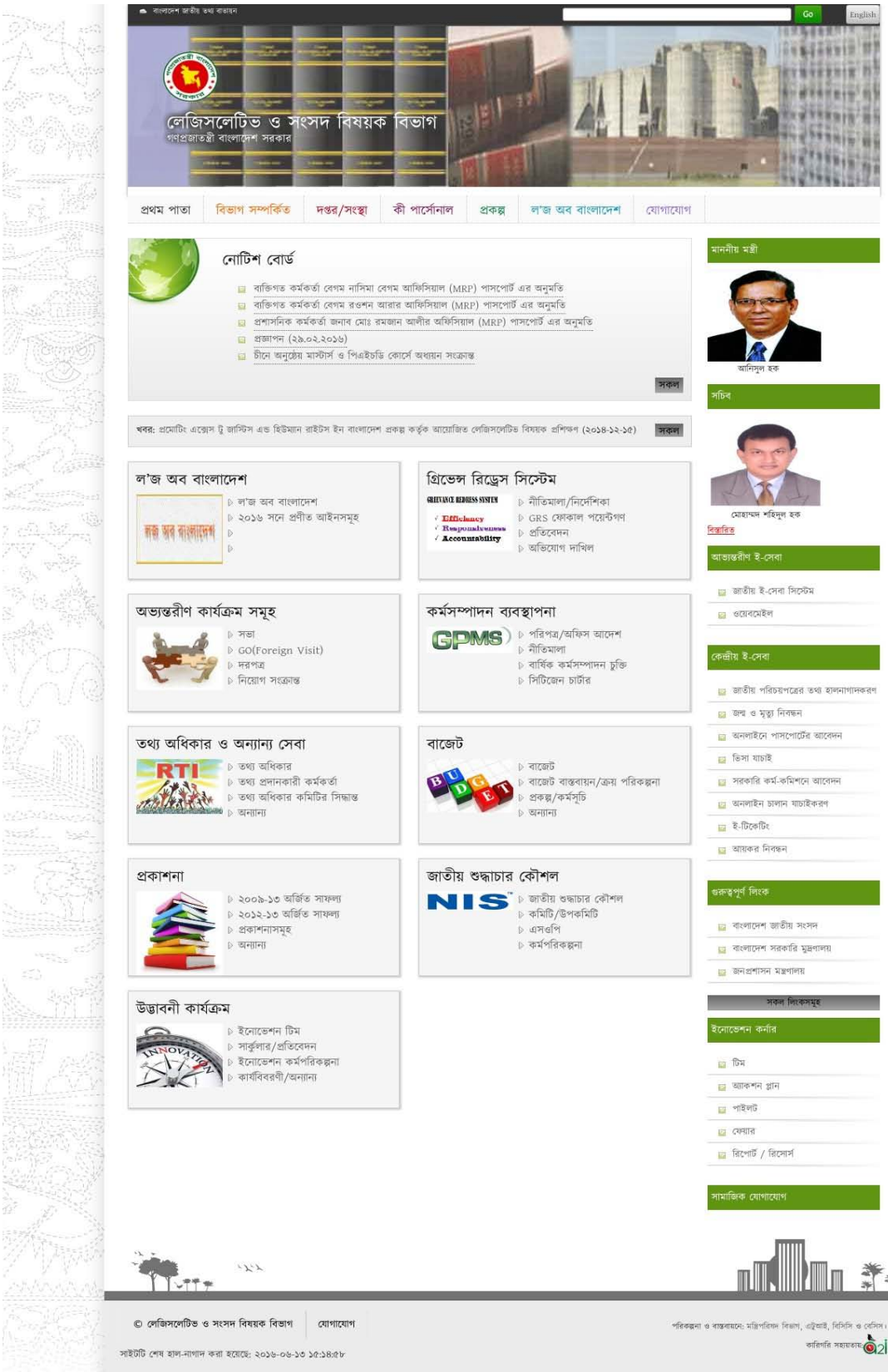

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের চিত্র।

ল'জ অব বাংলাদেশের ওয়েবসাইটের চিত্র ।

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোকচিত্র

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম,পি, এটুজে প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত Legislative Techniques" শীর্ষক Training Programme এ বক্তব্য রাখছেন ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম,পি, এবং বাংলাদেশ আইন কমিশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শাহ আলমের উপস্থিতিতে "বৈষম্য নিরোধ আইন, মানবাধিকার সুরক্ষায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ" শীর্ষক জাতীয় আলোচনা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সিডো (CEDAW) প্রতিবেদনের উপর পরামর্শ সভা।

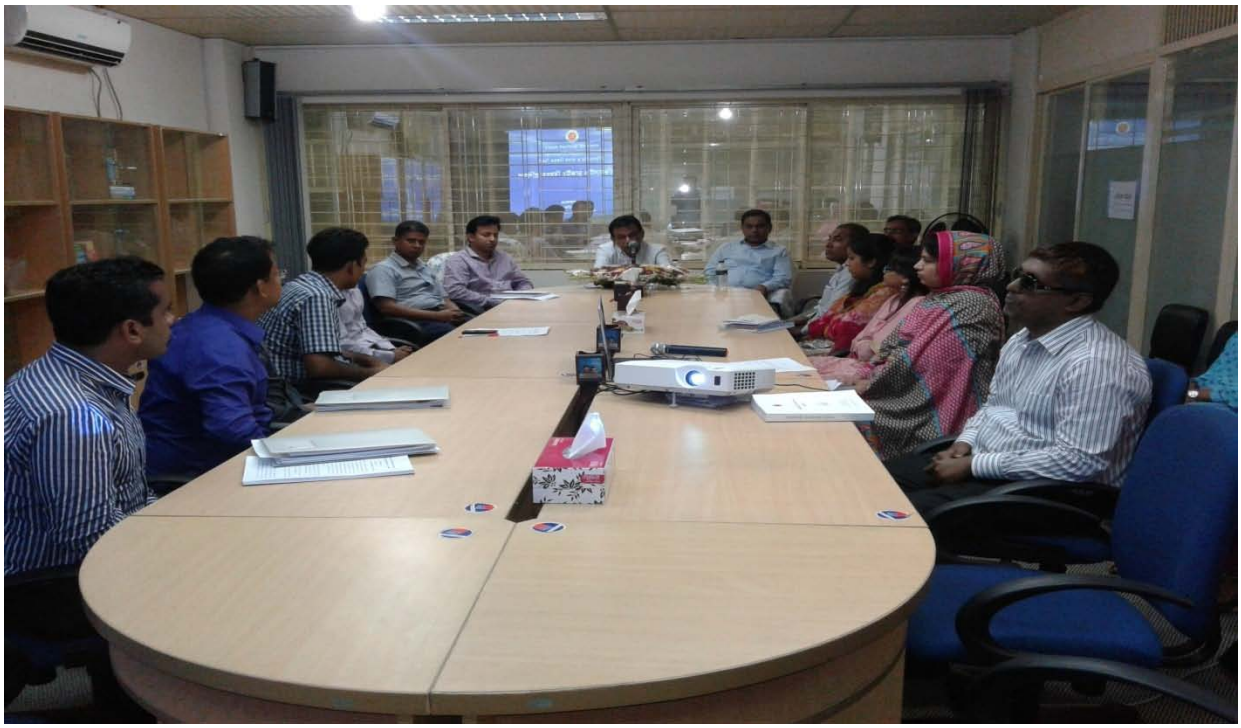

সচিব মহোদয় নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখছেন ।

অতিরিক্ত সচিব মহোদয় নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন ।

এটুজে প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত Legislative Techniques” শীর্ষক Training Programme এ প্রশি ©ারত কর্মকর্তাবৃন্দ ।

এটুজে প্রকল্প কর্তৃক নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশি ∂Y‡Kv‡m© AskMÖnYiZ Kg©KZ©vMY|

নবনিযুক্ত সহকারী সচিবগণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ শেষে সচিব মহোদয় কর্মকর্তাগণের উদ্দেশ্যে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করছেন ।

“পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন” শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক ইন্দোনেশিয়ায় আয়োজিত “জুভেনাইল জাস্টিস এন্ড কেয়ার ফর দি চিলড্রেন” শীর্ষক স্টাডি ট্যুরের অভিজ্ঞতা বিনিময় অনুষ্ঠান।

“পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শিশু অধিকার সনদ ও বিদ্যমান আইনের সাথে শিশু আইন, ২০১৩ এর গ্যাপ এনালাইসিসের লক্ষ্যে আয়োজিত সভা।

“পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন” শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক জুভেনাইল জাস্টিস এন্ড চাইল্ড কেয়ার বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ায় আয়োজিত শিক্ষাসফরে ইন্দোনেশিয়ার কর্মকর্তাদের সাথে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ ।

“পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন” শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক শিশু আইন, ২০১৩ এবং শিশু বিচার ব্যবস্থার উপর প্রশি ক্ষকদের জন্য গাজীপুরে অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণ ।

মানবাধিকার দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলে ∂ Av‡qvwRZ †mwgbvi।

মানবাধিকার দিবস ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি ।

উপক্রমণিকা

উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের জন্য সুসংহত আইনি কাঠামো অপরিহার্য । সরকারের আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সরকারকে সহায়তা প্রদান করে বিধায় উক্তরূপ আইনি কাঠামো বিনির্মাণে এ বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ । সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমৃদ্ধ জাতি গঠনের জন্য আইনের শাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপরিহার্য । বিষয়ভিত্তিক নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইন যুগোপযোগী করা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার । লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইন সংশোধন করত যুগোপযোগী করার উদ্যোগকে অব্যাহত সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে ।

এ বিভাগের সহায়তায় ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সর্বমোট ৭২টি আইন, ৩টি অধ্যাদেশ, ২০৭টি চুক্তি এবং ৭২৮টি সংবিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপন প্রণয়ন করা হয়েছে । এছাড়া, আইনি ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা এবং

সকলের কাছে আইনের সহজবোধ্যতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণের জন্য এ বিভাগের অনুবাদ দপ্তর হতে ৪২টি আইন, বিধিমালা, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের নির্ভরযোগ্য অনূদিত পাঠ প্রনয়ন করা হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ বিভাগের সহায়তায় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে। রাজধানী ঢাকাতে বসবাসরত জনসাধারণকে যানজটের দুর্বিসহ ভোগান্তি থেকে মুক্তি দেয়ার নিমিত্ত মেট্রোরেল প্রচলনের লক্ষ্যে মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল বাংলাদেশে একটি প্রকট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এ সমস্যা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ প্রনয়ন করা হয়েছে। কৃষিতে বাংলাদেশে বিগত বছরগুলোতে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। কৃষিতে উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণা এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। কৃষিক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করার নিমিত্ত সরকার খুলনা ''কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫'' প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও তাদের জীবন-মান উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতের অবকাঠামো নির্মাণসহ সেবাখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণকল্পে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সৃষ্টির আইনি কাঠামো সৃষ্টি করার নিমিত্ত ''সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫'' প্রণয়ন করা হয়েছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে আন্ত র্জাতিক মান ও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ''পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫'' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে এতদ্‌সম্পর্কিত প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। সরকার উপলব্ধি করেছে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজ গঠন ব্যতীত বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলা অসম্ভব। তাই জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ ও বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজ গঠন কার্যক্রমে ফেলোশীপ প্রদানের লক্ষ্যে ''বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশীপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬'' প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নাগরিকের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক প্রয়োজন এবং সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। বর্তমান সরকার এ দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে চিকিৎসাক্ষেত্রে পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ''চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬'' এবং ''রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬'' প্রণয়ন করেছে।

এ বিভাগের আইসিটি সেল বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উক্ত সেলের মাধ্যমে হালনাগাদকৃত প্রচলিত আইন নিয়মিত এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। আদালত, আইনজীবী, সরকারি দপ্তরসহ সকলের নিকট এ ওয়েবসাইটের উপযোগিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির একটি সংক্ষিপ্ত-সার প্রতিবেদন আকারে এ পুস্তিকায় উপস্থাপনের ক্ষুদ্র প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

সূচিপত্র

প্রতিবেদন-সংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো, ইত্যাদি

১. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠা
২. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

দ্বিতীয় অধ্যায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কর্মপরিধি

১. রূপকল্প
২. অভিলক্ষ্য
৩. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
৪. কর্মপরিধি
৫. ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক, লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব
৬. ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক, লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব
৭. ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি ও নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicator)

তৃতীয় অধ্যায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রশাসনিক শাখাসমূহ

চতুর্থ অধ্যায়
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের জনবল

১. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী
২. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের জনবল

পঞ্চম অধ্যায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাফল্য

অংশ-১: এক নজরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি
অংশ-২: নথি নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা
অংশ-৩: ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইনের বর্ণনা
২০১৪-২০১৫ অর্থবছর
২০১৫-২০১৬ অর্থবছর

অংশ-৪: বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াবলি
অংশ-৫: আইসিটি সেল সম্পর্কিত বিষয়াবলি
অংশ-৬: অনুবাদ সম্পর্কিত বিষয়াবলি
অংশ-৭: সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪ এর আলোকে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক সংবিধানের নতুন মূদ্রিত কপি প্রকাশ

ষষ্ঠ অধ্যায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রশাসনাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ

১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
২. আইন কমিশন

সপ্তম অধ্যায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

অষ্টম অধ্যায়
২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক পুস্ড়ক আকারে প্রকাশিত আইনসমূহের তালিকা

নবম অধ্যায়
২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশসমূহের তালিকা

দশম অধ্যায়
২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত উলেণ্ডখযোগ্য এস.আর.ও এর তালিকা

প্রতিবেদন-সংক্ষেপ

আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা এবং আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্ট এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন, ট্রিটি, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন ও নিরীক্ষাসহ লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং সংক্রান্ত কার্যাবলি, আইন ইত্যাদির অনুবাদ এবং বিচার, নিবন্ধন ও এতৎসংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগত যাবতীয় দায়িত্ব জনস্বার্থে সুচারুরূপে সম্পন্নের লক্ষ্যে সরকার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে বিগত ২৩/১২/২০০৯ ইং তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মপবি ৪/(১)/২০০৯-বিধি/১৭৬ স্মারকমূলে আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে দু'টি বিভাগ গঠন করে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে অর্জন বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। এ বিভাগ কর্তৃক ৭২টি আইনের খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং, ৩টি অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়ন ও জারি, ৭২৮টি প্রজ্ঞাপন ভেটিং ও জারি, ২০৭টি চুক্তি ভেটিং ও উহার উপর মতামত প্রদান এবং ৪২টি আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা অনুবাদ এবং ১১টি সংকলন প্রকাশ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের উপর এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি বিষয়বস্তুর আলোকে ১০টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং এ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিভাগের রূপকল্প, অভিল ð, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং Rules of Business, 1996 এর আলোকে কর্মপরিধি বর্ণনা করা হয়েছে এবং উক্ত Rules অনুসারে যে সকল ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে এ বিভাগের সাথে পরামর্শ করার বিধান রয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিভাগের শাখাসমূহের কার্যপরিধি বিধৃত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিভাগের জনবল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যের বর্ণনা রয়েছে। এ অধ্যায়ে সরকারের উক্ত সময়ে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট এবং উহা প্রণয়নের ফলে যে উদ্দেশ্য সাধিত হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে এ বিভাগ কর্তৃক এমটিবিএফ পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য এবং এ বিভাগের অনুকূলে উক্ত অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগে আইসিটি সেলের কর্মরত জনবল সম্পর্কে এবং উক্ত সেলের কার্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে 'ল'জ অব বাংলাদেশ" **(http://bdlaws. minlaw. gov.bd/)** শিরোনামে একটি ওয়েবসাইটের লিংক রয়েছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে বাংলাদেশে প্রচলিত যে কোন আইনের সর্বশেষ অবস্থা জানা সম্ভব হচ্ছে, যা অতীতে সম্ভব ছিল না। হালনাগাদকৃত আইন জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করা একটি চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ওয়েবসাইটে সহজে আইন প্রাপ্তির ফলে সর্বস্তরে আইনের চর্চা ও কার্যকর প্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এ অধ্যায়ে এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত অনুবাদ কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক ইংরেজি বা বাংলায় প্রণীত আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি, সমঝোতা স্মারকসহ যে কোন আইনগত দলিল বাংলা হতে ইংরেজিতে বা, ক্ষেত্রমত, ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ করা হয়ে থাকে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণকল্পে এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ প্রতিপালনের জন্য সকল আইনের অনূদিত নির্ভরযোগ্য বাংলা পাঠ থাকা বাঞ্ছনীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রশাসনাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং আইন কমিশনের উদ্ভব, বিকাশ, কার্যাবলি এবং উহাদের সাফল্য সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার

কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ কর্তৃক পাবলিক সার্ভেন্ট বা আইন শৃংখলা বাহিনীসহ বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দায়ের করা ৫২৪টি অভিযোগ গ্রহণ করে এবং ২৪১টি নিষ্পত্তি করে। এছাড়া, কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ১৭টি অভিযোগ গ্রহণ করেছে এবং উহার মধ্যে ৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে। দেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি বিকশিত করার জন্য কমিশন মানবাধিকার রক্ষায় এবং প্রসারের লক্ষ্যে কর্মশালা, মতবিনিময় সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বল্পতম সময়ে মানবাধিকার বিষয়ে আপামর জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের আস্থা ও আশ্রয়ের স্থল হিসেবে বিশেষ স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রচলিত আইনসমূহের যুগোপযোগী সংস্কার, অচল আইনসমূহ বাতিল এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করার লক্ষ্যে আইন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অধ্যায়ে আইন কমিশন কর্তৃক উক্ত অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যের বিবরণ রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত সাফল্য ও অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। "প্রমোটিং একসেস্ টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস্ ইন বাংলাদেশ" প্রকল্পটি ইউএনডিপি এর আর্থিক সহায়তায় মানবাধিকার রক্ষা এবং আইনগত সুবিধা লাভের অধিকার সুনিশ্চিত করার বিষয়ে কাজ করেছে। এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়ন এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার সুনিশ্চিতকরণ। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠাসহ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে এ প্রকল্প সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করেছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিক এবং মানসম্পন্ন আইন সংস্কার বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি; আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন, ট্রিটি, সমঝোতা স্মারক, ইত্যাদি বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি; ১৭৫ জন আইনজীবীর প্রশিক্ষণ প্রদান; বাংলাদেশ কোড হালনাগাদকরণ; ২২টি গুরুত্বপূর্ণ আইন বাংলা হতে ইংরেজিতে অনুবাদপূর্বক প্রকাশ সম্পর্কিত বিষয়সহ অন্যান্য যে সকল কাজ করেছে তা এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। "পলিসি এডভোকেসি এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন" প্রকল্পটি ইউনিসেফ সহায়তাপুষ্ট। প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক শিশু সনদের আলোকে একটি সুসংগঠিত আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা এবং শিশু বান্ধব জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা; সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুসহ সকল শিশুর অধিকার সুনিশ্চিত করা; গবেষণা ও শিক্ষার মাধ্যমে শিশু তথ্য সংগ্রহ করা এবং জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করা; গবেষণা ও শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক তথ্যসংগ্রহ সম্প্রসারণ করা; এবং অধিকতর কার্যকরী শিশু অধিকার ভিত্তিক নীতি ও আইন-কানুন প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কার্যক্রম পরিচালনা করা। প্রকল্পটি মূলত একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় শিশু আইন এবং শিশু বিচার ব্যবস্থার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয়/কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে এ বিভাগের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক উক্ত অর্থবছরসমূহে পুস্তক আকারে প্রকাশিত আইনসমূহের তালিকা রয়েছে।

নবম অধ্যায়ে বিবেচ্য সময়কালে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত আইনসমূহের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ বিভাগের সহায়তায় প্রণীত ৭২টি আইন এবং ৩টি অধ্যাদেশের তালিকা রয়েছে।

দশম অধ্যায়ে উক্ত সময়কালে জারিকৃত এস.আর.ও এর তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে এ বিভাগের সহায়তায় প্রণীত ও জারিকৃত ৭২৮ টি প্রজ্ঞাপনের তালিকা রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো, ইত্যাদি

১. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠা

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের মৌলিক ও আইনি অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন ও উহার অধীন বিধি-বিধান প্রণয়ন আবশ্যক। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও উন্নয়নকামী বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আইনি সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের কোন বিকল্প নেই।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তা স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে সরকার দক্ষ লেজিসলেটিভ কর্মকর্তা সৃষ্টিসহ গুণগত মানসম্পন্ন আইন প্রণয়নের জন্য ২০০৯ সনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বিভাজিত করে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং আইন ও বিচার বিভাগ নামে দুটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করে।

বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার ফলে উহার কর্মকাণ্ড ও দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় উহার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

২. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুমোদিত মোট জনবল ২০১ জন, যার মধ্যে ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত ৭৫ জন এবং ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত ১২৬ জন।

মন্ত্রিসভার ২২ অক্টোবর, ২০১২ খ্রিঃ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজের পরিমাণ ও জটিলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত রাজস্ব খাতে মোট ৫৫ (পঞ্চান্ন)টি নতুন পদ সৃজনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের রূপকল্প (Vission), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং কর্মপরিধি

১. রূপকল্প (Vission):

আইনি ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা (Access) এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন।

২. অভিলক্ষ্য (Mission):

আইনি কাঠামোকে শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়তা করা।

৩. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

ক. মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আইনি বিষয়সমূহ সুসংহতকরণ;

২. রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর উন্নয়ন;

৩. দেশে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

খ. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;

২. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন;

৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;

৪. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও বাস্তবায়ন;

৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৪. কর্মপরিধিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য প্রণীত Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ অর্থাৎ Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বণ্টনকৃত দায়িত্বাবলির মধ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব থেকে উদ্ভূত সকল আইনগত ও সাংবিধানিক প্রশ্নে এবং উক্ত প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনসহ যে কোনো আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দফতরকে পরামর্শ প্রদান;

২. সকল প্রকারের বিল, অধ্যাদেশ, সাংবিধানিক আদেশ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, উপ-আইন, রেজুলেশন, প্রজ্ঞাপন, আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ যে-কোনো প্রথা বা রীতি এবং অন্যান্য আইনগত দলিল, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও মতামত প্রদান;

৩. আন্তর্জাতিক ট্রিটি, এগ্রিমেন্ট, অঙ্গীকার, সমঝোতা-স্মারক ও অন্যান্য আইনগত দলিলসহ সকল প্রকারের চুক্তি ও এগ্রিমেন্টের খসড়া প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং মতামত প্রদান;

৪. আন্তর্জাতিক ট্রিটি, কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক আইনগত বিষয়াদি এবং আন্তর্জাতিক ট্রিটি, চুক্তি, ইত্যাদি হতে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক সালিস সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান;

৫. সকল আইন ও অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ বিধিমালা ও আদেশের অনুবাদ;

৬. সরকারি প্রকাশনার গ্রন্থস্বত্ব;

৭. আইন, অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও অন্যান্য আইনগত দলিলের প্রকাশনা;

৮. আইন, অধ্যাদেশ ও সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার বাংলায় অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠের প্রকাশনা;

৯. আইন ও অধ্যাদেশ এবং সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রপতির আদেশ এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ আদেশ ও প্রবিধানমালার সংকলন;

১০. আইনের সংকলন, সংহতকরণ, অভিযোজন এবং প্রায়োগিক সংশোধন;

১১. লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং এবং অনুবাদ কর্মকর্তাগণের পদায়ন, বদলি, প্রেষণ, ইত্যাদি;

১২. লেজিসলেটিভ ড্রাফটিংয়ের কর্মকর্তা এবং এ বিভাগে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ;

১৩. এ বিভাগের অধস্তন অফিস ও দপ্তরসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ;

১৪. আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সাথে এ বিভাগের উপর অর্পিত বিষয়ে চুক্তি ও সমঝোতা;

১৫. সংসদ সংশ্লিষ্ট বিষয়;

১৬. এ বিভাগের উপর অর্পিত যে-কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান;

১৭. আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ বিভাগের উপর অর্পিত যে-কোনো বিষয়ের ফিস নির্ধারণ;

১৮. মানবাধিকার এবং মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি;

১৯. ন্যায়পালের কার্যালয়;

২০. নির্বাচন কমিশনের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়;

২১. আইন কমিশন এবং আইনগত বিষয়ে গঠিত কমিশন;

২২. আইন সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়াদি;

২৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেল সংক্রান্ত প্রশাসন;

২৪. আর্থিক বিষয়সহ সাচিবিক প্রশাসন;

২৫. সরকারি সকল আইনের গ্রন্থস্বত্ব সংক্রান্ত প্রশাসন;

২৬. এ বিভাগের উপর অর্পিত আইনসমূহ সংক্রান্ত বিষয়াদি ।

এছাড়াও, Rules of Business, 1996 এর rule 14A অনুসারে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে কতিপয় বিষয়ে পরামর্শ করার বিধান রয়েছে, এগুলো নিম্নরূপ:

(১) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে পরামর্শ করতে হবে-

(ক) আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকারের প্রস্তাব সম্পর্কে;
(খ) আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব হতে উদ্ভূত সকল আইনগত প্রশ্নে;
(গ) আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে প্রবর্তিত এবং সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, আন্তর্জাতিক এগ্রিমেন্ট, কনভেনশন প্রস্তুত সম্পর্কে;
(ঘ) যে-কোনো আইনের ব্যাখ্যা প্রদান বিষয়ে;
(ঙ) বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিধিমালা, প্রবিধানমালা বা উপ-আইন, ইত্যাদি প্রণয়ন ও জারির পূর্বে।

(২) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মাধ্যম ব্যতীত এবং এই বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালি অনুসরণ ব্যতীত কোনো মন্ত্রণালয় অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে পরামর্শ করবে না।

(৩) অ্যাটর্নি জেনারেল এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মধ্যে কোনো বিষয়ে দ্বিমত থাকলে উক্ত বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

৫. ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যর মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৩-২০১৪	প্রকৃত অর্জন ২০১৪-২০১৫	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৫-২০১৬				
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ												
(১) সরকাররের মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আইনি বিষয়সমূহ সুসয়ংহতকরণ;	৩৮	(১.১) সকল প্রকার বিল, অধ্যাদেশ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, সাংবিধানিক আদেশ নিরীক্ষণ, এগ্রিমেন্ট, আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিধি, প্রবিধি ইত্যাদির নিরীক্ষণ।	(১.১) নিরীক্ষিত খসড়া	%	১৪.০০	৯৮	৯৮	৯৯	৯৮	৯৫	৯০	৮৫
			(১.১.২) নিরীক্ষিত খসড়া	%	৯.০০	৯৮	৯৮	৯৯	৯৮	৯৫	৯০	৮৫
		(১.২) সকল প্রকার বিল, অধ্যাদেশ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, সাংবিধানিক আদেশ নিরীক্ষণ, এগ্রিমেন্ট, আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিধি, প্রবিধি ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন।	(১.২.১) খসড়া প্রণয়ন	%	৫.০০	৯৮	৯৮	৯৯	৯৮	৯৫	৯০	৮৫
			(১.২.২) খসড়া প্রণীত	%	৫.০০	৯৮	৯৮	৯৯	৯৮	৯৫	৯০	৮৫
		(১.৩) সকল প্রকার বিল, অধ্যাদেশ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, সাংবিধানিক আদেশ নিরীক্ষণ, এগ্রিমেন্ট, আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিধি, প্রবিধি ইত্যাদির বিষয়ে মতামত	(১.৩.১) গড় সময়	কার্যদিবস	৫.০০	১৫	১৫	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

		প্রদান।										

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ড় ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact):

চূড়ান্ড় ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ড় ফলাফল সূচক	একক	ভিত্তি বছর ২০১৩-২০১৪	প্রকৃত অর্জন ২০১৪-২০১৫	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫-২০১৬	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসূহের নাম
						২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	
উন্নত আইনি কাঠামো	সকল প্রকার আইনি ডকুমেন্টস ভেটিংকৃত	% (শতকরা)	৯৭	৯৭	৯৮	৯৯	৯৯	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি	মানবাধিকার বিষয়ক অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তদন্ত	% (শতকরা)	৭০	৭০	৯৮	৯৯	৯৯	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

৬. ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যর মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৫-২০১৬				
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ												
(১) সরকাররের মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আইনি বিষয়সমূহ সুসয়ংহতকরণ;	৪০	(১.১) সকল প্রকার বিল, অধ্যাদেশ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, সাংবিধানিক আদেশ নিরীক্ষণ, এগ্রিমেন্ট, আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিধি, প্রবিধি ইত্যাদির নিরীক্ষণ ।	(১.১.১) নিরীক্ষিত বিল, প্রবিধি, অধ্যাদেশ, বিধি, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, সাংবিধানিক আদেশ	%	২০.০০	৯৮	৯৮	৯৯	৯৮	৯৫	৯০	৮৫
			(১.১.২) নিরীক্ষিত এগ্রিমেন্ট, আন্তর্জাতিক চুক্তি,	%	১০.০০	৯৮	৯৮	৯৯	৯৮	৯৫	৯০	৮৫
		(১.২) সকল প্রকার বিল, অধ্যাদেশ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, সাংবিধানিক আদেশ, এগ্রিমেন্ট, আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিধি, প্রবিধি ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন এবং সকল প্রকার বিল, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, সাংবিধানিক আদেশ এগ্রিমেন্ট, আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিধি, প্রবিধি ইত্যাদির বিষয়ে মতামত প্রদান ।	(১.২.১) প্রণীত বিল, অধ্যাদেশ, প্রবিধি, বিধি, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, সাংবিধানিক আদেশের খসড়া	%	৫.০০	৯৮	৯৮	৯৯	৯৮	৯৫	৯০	৮৫
			(১.২.২) প্রদত্ত মতামত	কার্যদিবস	৫.০০	১৪	১৪	১৫	১৪	১৩	১২	১১

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ড় ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact):

চূড়ান্ড় ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ড় ফলাফল সূচক	একক	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২০১৭	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসূহের নাম
						২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	
উন্নত আইনি কাঠামো	সকল প্রকার আইনি ডকুমেন্টস ভেটিংপূর্বক বাংলায় ও ইংরেজিতে ভাষান্তরকৃত	% (শতকরা)	৯৭	৯৭	৯৮	৯৯	৯৯	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি	মানবাধিকার বিষয়ক অভিযোগ নিস্পত্তির লক্ষ্যে তদন্ত	% (শতকরা)		৭০	৯৮	৯৯	৯৯	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

৭. ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি ও নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicator):

২০১৪-২০১৫ অর্থবছর

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা
			২০১৪-২০১৫		২০১৫-২০১৬	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১. আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-প্রবিধির উপর মতামত						
আইনের মতামত	২	%	৮৭	৮৭	৮৮	৮৯
অধ্যাদেশের মতামত	২	%	৮৮	৮৮	৯০	৯৩
বিধি-প্রবিধির মতামত	২	%	৮৯	৮৯	৯০	৯১
২. নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ	১	%	৮৮	৮৮	৯০	৯২
৩. ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় আইন প্রকাশনা	১	%	৯০	৯০	৯১	৯২
৪. মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৩	সংখ্যা	৮৮	৮৮	৮৯	৯০

২০১৫-২০১৬ অর্থবছর

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা
			২০১৪-১৫		২০১৫-১৬	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৫. আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-প্রবিধির উপর মতামত						
আইনের মতামত	২	%	৮৭	৮৭	৮৮	৮৯
অধ্যাদেশের মতামত	২	%	৮৮	৮৮	৯০	৯৩
বিধি-প্রবিধির মতামত	২	%	৮৯	৮৯	৯০	৯১
৬. নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ	১	%	৮৮	৮৮	৯০	৯২
৭. ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় আইন প্রকাশনা	১	%	৯০	৯০	৯১	৯২
৮. মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৩	সংখ্যা	৮৮	৮৮	৮৯	৯০
৫. প্রতিকার সহায়তা	৩	%	৯২	৯২	৯৩	৯৪

তৃতীয় অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রশাসনিক শাখাসমূহ

এ বিভাগের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ৪টি প্রশাসনিক শাখা এবং অন্যান্য আরো ৫টি শাখা গঠন করা হয়েছে। নিম্নে শাখাসমূহের কার্যাবলি ও কর্মপরিধি উল্লেখ করা হলো:

প্রশাসন শাখা-১:

১. নৈমিত্তিক প্রশাসন;

২. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর থেকে প্রাপ্ত নথি/চিঠিপত্র গ্রহণ, নথি খোলা ও বিতরণ এবং কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে ফেরত প্রদানসহ এতৎসংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;

৩. খোলা বাজার থেকে স্টেশনারি দ্রব্যাদি/আসবাবপত্র/টেলিফোন সেট/কম্পিউটার/ইন্টারকম/ফ্যাক্স/ ফটোকপি মেশিন/টোনার/বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/বই-পুস্তক/সাময়িকী ও অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম ক্রয়/সংগ্রহ/বিতরণ/রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ এতৎসংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;

৪. সরকারি ফরমস ও স্টেশনারি অফিস হতে স্টেশনারি দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী বিতরণ এবং এতৎসংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;

৫. চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পোষাক, জুতা, ছাতা ইত্যাদি ক্রয় ও বিতরণ এবং এতৎসংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;

৬. মাসিক সমন্বয় সভা/বিশেষ সভাসহ বিভিন্ন সভার আয়োজন ও সভায় অংশগ্রহণকারীদের আপ্যায়নসহ সচিবালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭. এ বিভাগের চিঠিপত্র বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে প্রেরণ;

৮. ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি গঠন ও সকল প্রকার দরপত্র/বিজ্ঞপ্তি আহবান;

৯. প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়িসহ প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত সকল গাড়ির জ্বালানি সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য গাড়ির রুট নির্ধারণ এবং বিভিন্ন সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চাহিদাপত্র অনুযায়ী গাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা করা;

১০. শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি শাখায় প্রেরণ;

১১. এ বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর হতে চাহিদাপত্র অনুযায়ী মালামাল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১২. মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীসহ এ বিভাগের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ ও প্রটোকলের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৩. দাপ্তরিক প্রয়োজনে হিসাব শাখার মাধ্যমে অর্থের সংস্থান;

১৪. এ বিভাগের অফিস আদেশ/সরকারি ও আধা সরকারি পত্রে স্মারক নম্বর প্রদান;

১৫. ই-ফাইলিং চালকুরণ; এবং

১৬. ঊর্ধ্বতন কর্তপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব।

প্রশাসন শাখা-২:

১. ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, বদলি, চাকরি স্থায়ীকরণ, অস্থায়ী পদসমূহের বছরভিত্তিক সংরক্ষণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন, অফিসের স্থান সংকুলান ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

২. ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের বেতন নির্ধারণ, সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল, দক্ষতা সীমা অতিক্রম সম্পর্কিত সকল বিষয়;

৩. ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম উত্তোলন, গৃহ নির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার ঋণ, মোটর সাইকেল ঋণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;

৫. আইনগত মতামত, আন্তর্জাতিক চুক্তি, আইন, অধ্যাদেশ/প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন সংক্রান্ত জরুরি, অতি জরুরি ও গোপনীয় চিঠিপত্র ইস্যুকরণ;

৬. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;

৭. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের বদলি;

৮. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সভায় প্রতিনিধি মনোনয়ন;

৯. আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন এবং এ বিভাগ থেকে মনোনীত অংশগ্রহণকারী/প্রতিনিধির অনুকূলে এতৎসংক্রান্ত অনুমতি/সরকারি আদেশ জারি;

১০. শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি শাখায় প্রেরণ; এবং

১১. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব ।

প্রশাসন শাখা-৩:

১. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, চাকরি স্থায়ীকরণ, অস্থায়ী পদসমূহের বছরভিত্তিক সংরক্ষণ এবং নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন;

২. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ, সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদান;

৩. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের শ্রান্তিবিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ চাকরিবহি হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ;

৪. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম উত্তোলন, গৃহ নির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার ঋণ, মোটর সাইকেল ঋণ সম্পর্কিত বিষয়াদি;

৫. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের গোপনীয় অনুবেদন/এসিআর সংরক্ষণ;

৬. শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি শাখায় প্রেরণ;

৭. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ।

সংসদ শাখাঃ

১. সংসদের অধিবেশনের পূর্বে জারিকৃত অধ্যাদেশ সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. এ মন্ত্রণালয়ের বিল সংসদে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩. ৭১ বিধির অধীন জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে বক্তব্য/উত্তর প্রস্তুত করে উহা মাননীয় মন্ত্রী বরাবর উপস্থাপন এবং তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. সংসদীয় কার্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জাতীয় সংসদ সচিবালয়সহ মাননীয় মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত অন্য যে কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/সচিবালয় এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

৫. জাতীয় সংসদে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত উত্থাপনীয় প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ, প্রস্তুত এবং উহার শুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ;

৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে উত্থাপনীয় প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রস্তুত এবং উহার শুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ;

৭. অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে স্থানান্তরকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত বা চাহিত তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;

৮. সংসদ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য কাউন্সিল অফিসারদের দায়িত্ব প্রদান এবং তাদের কার্যাবলির সমন্বয় সাধন;

৯. সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম সমন্বয় এবং মাননীয় মন্ত্রীকে সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

১০. সংসদ বিষয়ক কার্যাবলি সংক্রান্ত সংসদ সচিবালয়ের পত্রাদি গ্রহণ ও এ বিভাগ হতে উক্ত সচিবালয়ে পত্রাদি প্রেরণ; এবং

১১. সচিব বা মাননীয় আইন মন্ত্রী কর্তৃক সংসদ এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয় ।

প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন শাখাঃ

১. দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা;

২. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও আয়োজন করা;

৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন;

৪. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য অনুমতি প্রদান, মনোনয়ন প্রেরণ বা সরকারি আদেশ (জি.ও) জারি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;

৫. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিদেশি দাতা দেশ ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ;

৬. সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ডোসিয়ার সংরক্ষণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৭. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল সংকলন, প্রকাশনা ও বিতরণ;

৮. রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে চাহিত তথ্যাদি ও প্রতিবেদন প্রেরণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;

৯. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/সংস্থা থেকে চাহিত তথ্যাদি ও প্রতিবেদন প্রেরণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;

১০. এ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশনা ও বিতরণ; এবং

১১. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য ।

বাজেট শাখাঃ

১. বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নীতির খসড়া পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান;

২. বাজেট কাঠামো এবং বাজেট সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

৩. সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধীনস্ত/সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

৪. রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপন অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

৫. রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

৬. আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan) সহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

৭. উন্নয়ন অনুবিভাগ/পরিকল্পনা সেলের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেট নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীত রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর /সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ যাতে বেশি না হয় সেলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

৮. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেট নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণ এবং ব্যয়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

৯. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন পরিবীক্ষণ এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যাতে অর্জিত হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

১০. নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন; এবং

১১. অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান; এবং

১২. এ বিভাগের সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং আইন কমিশনের বাজেটসহ এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন ।

বাজেট শাখায় ন্যস্তকৃত অতিরিক্ত দায়িত্বঃ

১. কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক এবং আবাসিক টেলিফোন বরাদ্দ প্রস্তাব উপস্থাপন;

২. প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংবাদ পত্রের বিল প্রদান;

৩. আইন কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যাদি;

৪. আইন কমিশন (কর্মকর্তা) চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবের নিষ্পত্তি;

৫. আইন কমিশনের কর্মচারীদের পদ স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি;

৬. আইন কমিশনের পদ সৃজন সংক্রান্ত;

৭. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যাদি;

৮. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণ, পদ সৃজন, পদ স্থায়ীকরণ ও পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি;

৯. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য/কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যাদি; এবং

১০. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি ।

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা:

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশ কোড (সকল মূল আইনের সংকলন), আইন, অধ্যাদেশ, অন্যান্য বিধি-বিধান পুস্তক আকারে মুদ্রণের জন্য বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিসের মাধ্যমে গর্ভমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসে প্রেরণ করা এবং দ্রুত ছাপানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;

২. এস.আর.ও. (Statutary Rules and Orders) মুদ্রণের জন্য বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিসের মাধ্যমে বি.জি. প্রেসে প্রেরণ করে দ্রুত ব্যবস্থার জন্য কর্মকর্তাগণের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;

৩. কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে সময় সময় বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে সরবরাহ করা;

৪. মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত/সম্মতিকৃত অধ্যাদেশ দ্রুততার সাথে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা;

৫. কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন সংস্থায় সচিবালয় নির্দেশিকা অনুযায়ী মুদ্রিত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করা;

৬. আইন, অধ্যাদেশ, এস.আর.ও. এবং সাপ্তাহিক সরকারি গেজেট প্রতি বছরের শেষে আলাদা করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুস্তক আকারে বাধাঁই করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা এবং এ মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের জন্য সরবরাহ করা;

৭. জাতীয় সংসদে উত্থাপনের নিমিত্ত অধ্যাদেশসমূহ প্রেরণ করা; এবং

৮. কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অর্পিত অন্যান্য বিষয় ।

সংশোধন ও অভিযোজন শাখা:

১. সূচিপত্রসহ বাংলাদেশ কোড (সকল মূল আইনের সংকলন) হালনাগাদপূর্বক সংরক্ষণ;

২. কোন আইন, অধ্যাদেশ অথবা বিধি পুস্তক আকারে মুদ্রণের জন্য উহার পান্ডুলিপি প্রস্তুতপূর্বক পুস্তক আকারে মুদ্রণের জন্য মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখায় প্রেরণ;

৩. জাতীয় সংসদ কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন সংশোধন করা হলে উহা অন্তর্ভুক্তপূর্বক হালনাগাদ সংশোধিত সংবিধান মুদ্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ;

৪. এ বিভাগের সকল কর্মকর্তার নিকট হালনাগাদকৃত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান সরবরাহ করা;

৫. আইনের সরকারি গেজেটের ফোল্ডার তৈরি করে এ বিভাগের প্রত্যেক কর্মকর্তার নিকট সরবরাহ করা;

৬. শাখার কাজসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বণ্টন করা;

৭. সংশোধিত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান হালনাগাদপূর্বক সংরক্ষণ করা;

৮. আইন, অধ্যাদেশ এবং এস.আর.ও এর বাধাঁইকৃত বইয়ের কপি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং

৯. কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অর্পিত অন্যান্য বিষয় ।

চতুর্থ অধ্যায়

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের জনবল

১. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

জনাব আনিসুল হক, এম,পি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী। জনাব আনিসুল হক ৩০ মার্চ, ১৯৫৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪ আসন থেকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্য। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (অনার্স) এবং এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এলএলবি এবং ইউনিভার্সিটি অব লণ্ডনের কিংস্ কলেজ হতে এলএলএম ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১২ জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

২. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের জনবল

- **সচিবঃ মোহাম্মদ শহিদুল হক**

জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হকের পৈত্রিক নিবাস নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর থানায়। তিনি ১৯৭৩ সনে রাজশাহী বোর্ড থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৭৫ সনে ঢাকা বোর্ড থেকে এইচ.এস.সি পাস করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সনে আইন বিষয়ে স্নাতক(সম্মান) এবং ১৯৮১ সনে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৩ সনে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে মুন্সেফ পদে যোগদান করেন। তিনি ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯ থেকে এ বিভাগের সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন।

- **অতিরিক্ত সচিবঃ নাসরিন বেগম**

নাসরিন বেগমের পৈত্রিক নিবাস বগুড়া জেলার দশটিকা গ্রামে। তিনি ঢাকা বোর্ড থেকে বিজ্ঞান বিভাগে যথাক্রমে ১৯৭৫ সনে এস.এস.সি. এবং ১৯৭৭ সনে এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮১ সনে আইন বিষয়ে স্নাতক(সম্মান) এবং ১৯৮২ সনে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৩ সনে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে মুন্সেফ পদে যোগদান করেন।

- **অতিরিক্ত সচিবঃ মো. ইসরাইল হোসেন**

জনাব মোঃ ইসরাইল হোসেনের স্থায়ী নিবাস পাবনা জেলার ফরিদপুর থানার গোপালনগর গ্রামে। তিনি ১৯৭৩ সনে এস.এস.সি. এবং ১৯৭৫ সনে এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৭৯ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.জুর. (সন্মান) ও ১৯৮০ সনে এম.জুর. ডিগ্রী লাভ করেন। আইন পেশায় কর্মরত থাকাবস্থায় ১৯৮৩ সনে তিনি জুডিসিয়াল সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি ইতঃপূর্বে যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা এবং সলিসিটরের দায়িত্ব পালন করেন।

- **অন্যান্য জনবল**

সচিবসহ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুমোদিত মোট জনবল ২৫৬ জন, যার মধ্যে ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত ৯৬ জন এবং ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত ১৬০ জন।

৩. নিয়োগ/পদোন্নতিঃ

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ পর্যন্ত ৯ম গ্রেডের [সহকারী সচিব (ড্রাফটিং), অনুবাদ কর্মকর্তা ও সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার)] পদে মোট ১১ (এগারো) জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ পর্যন্ত অতিরিক্ত সচিব (ড্রাফটিং) পদে ১ (এক) জন, সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) পদে ৩ (তিন) জন এবং সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা পদে ১ (এক) জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাফল্য

অংশ-১

এক নজরে উলেণ্ঢখযোগ্য কার্যাবলি

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ	সংখ্যা
১.	আইনের খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং	৭২
২.	অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়ন ও জারি	৩
৩.	বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নীতিমালা, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং	৭২৮
৪.	চুক্তি ভেটিং	২০৭
৫.	অনুবাদকৃত আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা ও চুক্তি	৪২
৬.	বিভিন্ন আইন ও অধ্যাদেশ মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১১

৯

অংশ-২

নথি নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণ কার্য সম্পাদন ও নথি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক ও যত্নবান। এ বিভাগ কর্তৃক দায়িত্বশীলতার সাথে যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে নথি নিষ্পত্তির বিষয়টি মন্ত্রিসভায় স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

এ বিভাগের সচিব নথি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তার নিকট সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপিত যে কোন বিষয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। এছাড়া তিনি সপ্তাহের প্রথম দিন দপ্তর প্রধানগণের সাথে সভায় মিলিত হয়ে তাদের নিকট হতে নিষ্পত্তিকৃত এবং নিষ্পন্নাধীন কার্যের প্রতিবেদন সংগ্রহ করেন ও তথ্যাদি অবগত হন এবং নিষ্পন্নাধীন কার্যের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। কার্য সম্পাদন ও নথি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণের আন্তরিকতা এবং যত্নশীলতার পাশাপাশি উক্তরূপ পদক্ষেপের কারণে পূর্বাপে∂ অধিক দ্রুততার সাথে নথি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদান্তে এ বিভাগে কোন নথি নিষ্পন্নাধীন ছিল না। বিগত ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরেও উক্ত ধারা অব্যাহত ছিল। সরকারের কাজে গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

অংশ-৩

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রণীত উলেণ্টখযোগ্য আইনের বর্ণনা

২০১৪-২০১৫ অর্থবছর

১। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ০৬ নং আইন)

বর্তমান নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ঝুঁকিপূর্ণ এবং কঠিন পেশা হিসেবে সাংবাদিকতায় নিয়োজিত সাংবাদিকগণের বেশিরভাগই বেসরকারি পর্যায়ে কর্মরত। তাদের পেশাদারী দায়িত্ব পালনের সময় জীবনের প্রবল ঝুঁকি এবং প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ হওয়ার বিষয়টিকে উপলব্ধিপূর্বক চাকরিকালীন এবং চাকরি শেষে তাদের জীবন ও পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা প্রদান এবং তাদের সার্বিক কল্যাণে সরকার শক্তিশালী আইনি কাঠামোর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ভূমিকা রাখার নিমিত্ত একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়।

ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অসুস্থ, অসচ্ছল ও আহত সাংবাদিক এবং নিহত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের অনুকূলে নিয়মিতভাবে সহায়তা ভাতা বা অনুদান প্রদান ও তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের লক্ষ্যে ''বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪'' শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়।

উক্ত আইনে ট্রাস্ট স্থাপন, ট্রাস্টি বোর্ড গঠন, ট্রাস্টের কার্যাবলি, ট্রাস্টের তহবিল, বাজেট, বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা, বোর্ড সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিধি-বিধান, ইত্যাদি বিষয়ে বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে।

২। পলণ্টী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ০৭ নং আইন)

বর্তমান নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ঐকান্তিক ইচ্ছায় গৃহীত ''একটি বাড়ি একটি খামার'' শীর্ষক চলমান অগ্রাধিকার প্রকল্প দেশের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রাম সংগঠন সৃজন, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, তহবিলের যোগান এবং ঋণদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

উক্ত কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, তাদের সঞ্চয় ও অর্জিত অর্থ লেনদেন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ঋণ ও অগ্রিম প্রদান এবং বিনিয়োগের জন্য 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক' নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধি-বিধান প্রণয়ন করার উদ্যোগ হিসেবে ''পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪'' শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়।

উক্ত আইনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) দেশের পল্লী এলাকার দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা;

(২) তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রাম সংগঠন সৃজন করা;

(৩) তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(৪) তহবিলের যোগান এবং ঋণদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা;

(৫) গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঞ্চয় ও অর্জিত অর্থ লেনদেন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ''পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক'' প্রতিষ্ঠা করা;

(৬) সমিতি ও সদস্যগণকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য, নির্ধারিত মেয়াদ এবং শর্ত সাপেক্ষে, জামানতসহ বা ব্যতীত, নগদ বা বস্তুগত ঋণ প্রদান করা; এবং

(৭) সদস্যদের সঞ্চয় ও আমানত জমা রাখাসহ উহার বিপরীতে ঋণ প্রদান করা ।

৩। পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ০৮ নং আইন)

পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চলের সকল জনগোষ্ঠীর সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা ও ত্বরান্বিত করার অভীষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির আইনগত ভিত্তি অব্যাহত রাখার জন্য ১৯৭৬ সালে প্রণীত "Chittagong Hill Tracts Development Board Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXVII of 1976)" রহিতকরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ "পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪" শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয় ।

পাবর্ত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে তিনটি পার্বত্য জেলায় উন্নয়নের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ফলে এই অঞ্চলের জনজীবনে উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে । সরকার ঘোষিত উন্নয়নের সব খাতেই এই উন্নয়ন বোর্ড মুখ্য ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে ।

উক্ত আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) পার্বত্য জেলার জনসংখ্যা, আয়তন ও অনগ্রসরতা বিবেচনা করে পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প ও স্কিম প্রণয়ন;

(২) উপজেলা সদর, ইউনিয়ন ও গ্রামাঞ্চলের জন্য অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার প্রকল্প ও স্কিম অনুমোদন ও অনুমোদিত প্রকল্প ও স্কিম বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন কার্য তদারকি; এবং

(৩) বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক বা কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প ও স্কিম বাস্তবায়ন ।

৪। ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১০ নং আইন)

কোন ব্যক্তির ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ ও উহার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নির্ধারণ, ডিএনএ নমুনা প্রোফাইলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরী স্থাপন, জাতীয় ডিএনএ ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান আনয়নকল্পে "ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪" শীর্ষক আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে ।

উক্ত আইন প্রণয়নের ফলে ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধের অপরাধী সনাক্তকরণ, পিতৃত্ব-মাতৃত্ব, ভাই-বোন সম্পর্ক নির্ণয়, বিদেশে অধিবাসী হতে ইচ্ছুকদের প্রয়োজনীয় ডিএনএ পরীক্ষা অথবা বংশের ধারা প্রমাণ এবং বিচ্ছিন্ন বা বিকৃত মৃতদেহ সনাক্তকরণ করা সম্ভব হবে ।

আইনটির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) সরকার এক বা একাধিক ডিএনএ ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করতে পারবে মর্মে বিধান করা হয়েছে;
(২) দেশে প্রথম বারের মত একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ডিএনএ ল্যাবরেটরী ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর নামে একটি নতুন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করা হয়েছে;
(৩) সুনির্দিষ্ট ইনডেক্সসমূহের সমন্বয়ে একটি জাতীয় ডিএনএ ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে; এবং

(৪) সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরী উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে।

৫। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১২ নং আইন)

বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদান, পুঁজিবাজার উন্নয়ন, সঞ্চয় সংগ্রহ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে "Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance No. XL of 1976)" শীর্ষক ইংরেজিতে প্রণীত অধ্যাদেশটি রহিতক্রমে উহার বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে পরিমার্জনপূর্বক নতুনভাবে "ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ " শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

উক্ত আইনে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ নামে একটি কর্পোরেশন (আইসিবি) প্রতিষ্ঠা ও নিগমিতকরণ, কর্পোরেশন পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান, বোর্ড গঠন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোর্ডের সভা, নির্বাহী কমিটি, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, ইত্যাদি নিয়োগ, অধীনস্থ কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইত্যাদি নিয়োগ, বিশ্বস্ততা এবং গোপনীয়তার ঘোষণা, কর্পোরেশনের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা, অধীনস্থ কোম্পানি, শেয়ার মূলধন, কর্পোরেশনের অবসায়ন, বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা, এ আইনের অধীনে সংগঠিত অপরাধের শাস্তি প্রদানসহ নানা বিধি বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের Uniform অভিহিত মূল্যে অর্থাৎ ১০/- টাকা মূল্য চালুকরণে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

৬। সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৩ নং আইন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং ৭ ও ১১ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং তাদের পক্ষে এ ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে। এর প্রতিফলনে ১৯৭২ সনে প্রণীত সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারককে তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে অপসারণের বিধান ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এই পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারককে অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা কোন বিচারককে তার পদ হতে অপসারিত করা যাবে মর্মে বিধান করা হয়। উক্ত বিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে, কোন বিচারককে তার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দান না করা পর্যন্ত তাকে অপসারিত করা যাবে না।

১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সনের সামরিক ফরমান দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারককে অসদাচারণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগে অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অপর দুইজন প্রবীন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের জুডিসিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশ সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যা সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সংসদে রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় উচ্চ আদালতের বিচারকদের দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার নীতি বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিদ্যমান রয়েছে। সংবিধান সংশোধনক্রমে সংসদে জনপ্রতিনিধিদের নিকট সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারককে অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগে অপসারণের ক্ষমতা পুনর্বহাল করা সংবিধানের সামগ্রিক চেতনা ও কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, সংবিধানের বিদ্যমান ৯৬ অনুচ্ছেদ এর দফা ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ এর পরিবর্তে ১৯৭২ সনের প্রণীত সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ এর দফা ২, ৩ ও ৪ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারককে সংসদের মাধ্যমে অপসারণের বিধান পুনঃপ্রবর্তনের লক্ষ্যে "সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪" শীর্ষক আইনটি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের ধারা ২ এর বিধান অনুযায়ী কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য

সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। উক্ত আইনে সুনির্দিষ্টকৃত পদ্ধতি অনুসরণে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারককে অপসারণের সুযোগ থাকবে না।

এমতাবস্থায়, আইনটি প্রণয়নের মাধ্যমে স্বচ্ছতা দৃশ্যমান হয়েছে এবং স্বাধীন বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা আরো বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে, বিচারকগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অবাধ ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবেন।

৭। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৪ নং আইন)

বর্তমান সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণসহ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে। সরকারের এই সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে স্বাক্ষরতার হার ১৯৯০ সালে মাত্র ৩৫.৩ শতাংশ হতে ২০০০ সালে ৫২.৮ শতাংশে উন্নীত হওয়ার পাশাপাশি দেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়, যা ২০১০ সালে ৫৯.৮২ শতাংশে উন্নীত হয়। এতদ্সত্ত্বেও বাংলাদেশে ১১-৪৫ বৎসর বয়স্ক ৩৪.১২ মিলিয়ন নিরক্ষর জনগোষ্ঠী রয়েছে (Bangladesh Literacy Survey 2010, BBS), যাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে স্বাক্ষরতা কর্মসূচির আওতায় আনয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে স্বাক্ষরজ্ঞান দান ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকরণ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ তথা স্বাবলম্বীকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দ্যেশ্যেই এক বা একাধিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো নামে নতুন বোর্ড ও ব্যুরো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ''উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন, ২০১৪'' শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়।

উক্ত আইনের কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া এবং বিদ্যালয়ের ভর্তি হওয়ার সুযোগ বঞ্চিত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে;

(২) আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত সকল বয়স্ক নারী-পুরুষের স্বাক্ষরতা এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামোর প্রি-ভোকেশনাল-২ স্তর পর্যন্ত ভোকেশনাল শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষতার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে;

(৩) অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও দু:স্থ জনগোষ্ঠী এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও যুব নারী-পুরুষদের জন্য বিশেষ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

উক্ত আইনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শ্রেণিবিভাগ ও বয়সসীমা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি, শিক্ষারমান,শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষার পাঠক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ব্যুরোর কার্যাবলি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা, বোর্ডের গঠন, বোর্ডের কার্যাবলি, উপদেষ্টা পরিষদ, এ আইনের অধীন সংগঠিত অপরাধের শাস্তি, অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা, ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে।

'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন, ২০১৪' বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত হত-দরিদ্র জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবে এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে মর্মে আশা করা যায়।

৮। বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরা আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৫ নং আইন)

বর্তমান সরকার পর্যটন শিল্প বিকাশে বদ্ধপরিকর। পর্যটন শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশের হোটেল ও রেস্তোরাঁসমূহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের পর্যটকদের অবস্থান ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য হোটেল ও রেস্তোরাঁর সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসকল হোটেল ও রেস্তোরাঁর সেবা ও সুযোগ-সুবিধার মান

নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান Bangladesh Hotels and Restaurants Ordinance, 1982 (Ordinance No. LII of 1982) দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় উহা রহিতক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক অধিকতর স্বচ্ছ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা, সেবা ও সুযোগ-সুবিধার মান নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠ পরিচালনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যুগোপযোগী পরিবর্তনের লক্ষ্যে ''বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন, ২০১৪'' শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়।

উক্ত আইনে হোটেল ও রেস্তোরাঁসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত উহার আওতায় সংগঠিত অপরাধসমূহ বিচারের জন্য মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর কার্যপরিধিভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত আইনে নিবন্ধন, লাইসেন্স, নবায়ন, অপরাধ, দণ্ড, ইত্যাদি বিষয়ে পূর্বের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৯। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৯ নং আইন)

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) এবং বাংলাদেশের সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের ফলে ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সনের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা রক্ষার্থে Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (Ordinance No. LVIII of 1986) রহিতপূর্বক উহার বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক ''রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ২০১৪'' শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়।

উক্ত আইন প্রণয়নের ফলে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ডে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে কৃষি অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন, দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে প্রতিনিয়ত কৃষি জমি হ্রাসের প্রেক্ষাপটে ব্যাংক অঞ্চলভিত্তিক কৃষি ব্যবসায়িক ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা বিবেচনায় ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সম্প্রসারণে অধিকতর ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ডে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে কৃষি অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে প্রতিনিয়ত কৃষি জমি হ্রাসের প্রেক্ষাপটে ব্যাংক অঞ্চলভিত্তিক কৃষি, ব্যবসায়িক ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা বিবেচনায় ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সম্প্রসারণে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। ব্যাংকে আবর্তনশীল শস্য ঋণ, এসএমই ঋণ ইত্যাদি নতুন ঋণের খাত সংযোজিত হওয়ার কারণে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। Corporate Social Responsibility এর অংশ হিসেবে ব্যাংকে মুক্তিযোদ্ধা বিশেষ ঋণ কর্মসূচি এবং আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বিশেষ ঋণ কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ কর্মসূচিসমূহ সর্বদা ব্যাংকের মুনাফা অর্জনে সহায়ক না হলেও দেশের এ অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। মানসম্মত আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলের অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ব্যাংক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

১০। মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০১ নং আইন)

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে এবং জনসাধারণকে দ্রুত ও উন্নত গণপরিবহন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল নির্মাণের জন্য বর্তমান সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষনাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন অতীব জরুরী ও সময়োযোগী পদক্ষেপ বিবেচিত হওয়ায় ''মেট্রোরেল আইন, ২০১৫'' শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়।

আইনটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) মেট্রোরেলের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে;

(২) মেট্রোরেল পরিচালনার জন্য লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক। তবে শতভাগ সরকারি কোম্পানিকে লাইসেন্স ফি প্রদান করতে হবে না। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেও মেট্রোরেল ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষনাক্ষেণ করার সুযোগ রাখা হয়েছে;

(৩) মেট্রোরেলের অবকাঠামোগত সুবিধাদি, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি মান (Technical Standards) নির্ধারণের জন্য বিধান রাখা হয়েছে;

(৪) মেট্রোরেলের ভাড়া নির্ধারণের জন্য সরকার কর্তৃক কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কমিটি পরিচালনা ব্যয় ও নাগরিকদের আর্থিক সামর্থ বিবেচনায় নিয়ে ভাড়া নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ করবে;

(৫) মেট্রোরেল পরিচালনায় যথাযথ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে;

(৬) মেট্রোরেল এবং যাত্রীর বীমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; এবং

(৭) মেট্রোরেল সুষ্ঠভাবে পরিচালনার নিমিত্ত আইনের বিধান অমান্যকারী ব্যক্তি, পরিচালনাকারী কোম্পানী, টিকেট কালোবাজারী, সেবা বিঘ্নকারী, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী, ইত্যাদি অপরাধের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদানের জন্য অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্টের আওতায়ও বিচার্য হবে মর্মে বিধান রাখা হয়েছে।

১১। বাংলাদেশ জ্বালানী ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০২ নং আইন)

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও গবেষণা ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। জাতীয় চাহিদার দিকে লক্ষ্যে রেখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে যুগোপযোগী গবেষণা পরিচালনা এবং বিদ্যমান গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ‘‘বাংলাদেশ জ্বালানী ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন ২০১৫’’ শীর্ষক আইনটি প্রণয়ন করা হয়।

উক্ত আইনে একটি উপদেষ্টা পরিষদসহ জ্বালানী ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল নামে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় যার ফলে গবেষণা ও এ খাতের যাবতীয় কার্যাবলী পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর সূচারুরূপে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

১২। বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০৩ নং আইন)

বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দ্রুত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত ‘‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০’’ এর মেয়াদ আগামী ১১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর ঘাটতি এখনও পুরোপুরি মেটানো সম্ভব হয়নি বিধায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর চলমান ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে আরো কিছু প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১০ সনের আইনটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য পূরনকল্পে এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫’’ শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়।

১৩। Trading Corporation of Bangladesh (Amendment) Act, 2015 (২০১৫ সনের ০৪ নং আইন)

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার নিমিত্ত বাফার স্টক (আপদকালীন মজুদ) সৃষ্টি ও প্রয়োজনে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় এর অধীনে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে সুলভ মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য টিসিবি'র অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাছাড়া, বোর্ডের পরিচালক মনোনয়নের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবিত রূপরেখা কার্যকর হলে টিসিবি'র কর্মকান্ডে আরো গতিশীলতা আসবে বিধায় "Trading Corporation of Bangladesh (Amendment) Act, 2015" শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়।

১৪। ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০৫ নং আইন)

ফরমালিন জৈবিক পদার্থ পচনরোধকারী একটি রাসায়নিক দ্রব্য। সাধারণত গবেষণাগারে, হাসপাতালে, চামড়া শিল্পে, টেক্সটাইল, হ্যাচারী, বোর্ড শিল্প ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহার হয়ে থাকে। ইদানিং কিছু অসাধু ব্যবসায়ী খাদ্য-সামগ্রী যেমন-ফল-মূল, শাক-সবজি, মাছ-মাংস পচনরোধের উদ্দেশ্যে এর অপব্যবহার করছে। ফলে ফরমালিন মিশ্রিত খাদ্য দ্রব্যাদি মানুষ গ্রহণ করে ক্যান্সারসহ জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ফরমালিন একটি প্রাণঘাতি কেমিক্যাল। খাদ্য দ্রব্যের সংরক্ষণ, পচনরোধ বা অন্যকোন উদ্দেশ্যে অননুমোদিত, মাত্রাতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ফরমালিন ব্যবহার অনিরাময়যোগ্য রোগ ব্যাধির সৃষ্টি করছে যার ফলে সামগ্রিকভাবে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়েছে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে ফরমালিনের উক্তরূপ অপব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন,পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রন এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে উহার অপব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে "ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫" শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়।

জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা, জনসাধারণকে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা এবং ফরমালিন ও ফরমালিন জাতীয় দ্রব্য যারা বিপণন করবে তাদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের কার্যক্রমকে একটি আইনি কাঠামোর আওতায় এনে তাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির লক্ষ্যে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রন এবং উহার ব্যবসা কার্যক্রমকে আইনী কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে;

(২) বর্তমান ও ভবিষ্যতে যে সকল কোম্পানি ফরমালিন ও ফরমালিন জাতীয় দ্রব্য বিপণন করবে তাদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে;

(৩) উক্ত কার্যক্রম সরকারি পর্যবেক্ষণের আওতায় আনয়ন করা হয়েছে।

১৫। সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০৬ নং আইন)

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন) দ্বারা সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বিলুপ্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারায়।

এমতাবস্থায় “১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭নং আইন)” শীর্ষক আইন দ্বারা উক্তরূপে অকার্যকর অধ্যাদেশসমূহ বহাল রাখা হয়। পরবর্তীতে উহাদের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনাপূর্বক যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক সেগুলো সকল স্টেকহোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সে লক্ষ্যে Official Vehicles (Regulation of use) Ordinance, 1986 (Ordinance No VI of 1986) শীর্ষক অধ্যাদেশটির বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারের মতামত গ্রহণপূর্বক নূতনভাবে “সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৫” প্রণয়ন করা হয়।

১৬। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০৭ নং আইন)

সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ, উহার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় কর্তৃক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ন্যাশনাল ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ন্যাশনাল ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্ধারণ এবং সুষ্ঠ পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আইনী কাঠামো প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে সমুদ্র বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রয়োগ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ‘ন্যাশনাল ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫’ শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়।

উক্ত আইনে ন্যাশনাল ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও প্রশাসন, পরিচালনা বোর্ড, বোর্ডের সভা, ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী, মহাপরিচালক, কমিটি গঠন, তহবিল, বাজেট,∂ gZv Ac©Y, FY MÖnY ∂ gZv, wnme wbix¶Y প্রতিবেদন, বিধি প্রণয়নের ∂ gZv, cÖweavb cÖYq‡bi মতা, হেফাজত ইত্যাদি বিষয়ে বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে।

১৭। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০৮ নং আইন)

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় সারাদেশে ১৪ (চৌদ্দ) হাজারেরও অধিক তালিকাভুক্ত বেসরকারি যুব সংগঠন রয়েছে। এ সকল যুব সংঠনের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং উহাদের পৃষ্ঠপোষকতা দান ও সমন্বয়ের মাধ্যমে অধিকতর কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ‘‘যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫’’ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। উক্তরূপ উদ্দেশ্যপূরণকল্পে ‘‘যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫’’ শীর্ষক আইনটি প্রণয়ন করা হয়।

আইনটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) যুব কার্যক্রমের সংজ্ঞা ও পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে যা সংগঠনের কার্যক্রমে শৃঙ্খলা বিধান করবে;

(২) যুবসংগঠনসমূহের নিবন্ধন ও উহাদের কার্যক্রম পরিচালনার বিধান রাখা হয়েছে;

(৩) মিথ্যা তথ্যের উপর কোন যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠিত বা তালিকাভুক্ত হলে বা রাষ্ট্র বা জনস্বার্থপরিপন্থী কর্মকান্ডে জড়িত থাকলে সংগঠন বিলুপ্ত করাসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে;

(৪) যুব সংগঠনসমূহকে সমন্বয়ের জন্য জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের বিধান রাখা হয়েছে;

(৫) নিবন্ধন সনদ বা স্বীকৃতিপত্র ব্যতিরেকে যুবসংগঠন পরিচালনার ে ∂ ╪Î kক্ষর বিধান রাখা হয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছর

১। খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১২নং আইন)

কৃষি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার প্রসার এবং কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে উন্নত শিক্ষাদান, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর এবং দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে বিশ্বমানের প্রযুক্তি প্রয়োগ ব্যাপক সম্প্রসারণ করার নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আলোকে শিক্ষা মন্ত্রাণালয় হতে খুলনা অঞ্চলে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ্নাতক এবং ্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতিকল্পে এবং কৃষি বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষি শিক্ষা অতীব প্রয়োজন ও যুক্তিযুক্ত।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ এর আলোকে "খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫" শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়।

আইনটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে;

(২) বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে ফলে সকলে শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করবে;

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে;

(৪) বিভিন্ন অনুষদ, ইনস্টিটিউট, বিভাগ ও কমিটি গঠনের বিধান করা হয়েছে, ফলে বিষয়ভিত্তিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে পাঠদান করা সম্ভব হবে;

(৫) সিন্ডিকেটকে সংবিধি প্রণয়নের এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, ফলে সিন্ডিকেট ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে পারবে;

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য অবসর ভাতা ও ভবিষ্য তহবিল, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে।

২। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৩ নং আইন)

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে জারিকৃত Export Promotion Bureau Ordinace, 1977 (Ordinance No. XLVII of 1977) এর আওতায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে ব্যুরো বিভিন্ন খাতের ও উৎপাদন পর্যায়ের রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের নীতিগত কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এ ছাড়াও জাতীয় রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং রপ্তানি গতিধারা পর্যালোচনা, বিদেশে রপ্তানি বাজার অনুসন্ধান, রপ্তানি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ, বাংলাদেশি পণ্যের বিদেশে পরিচিতিকরণের জন্য মেলার আয়োজন ও আয়োজিত মেলায় অংশগ্রহণ, মানব সম্পদ উন্ননের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন দেশে প্রদত্ত GSP সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে GSP সনদ প্রদান এবং সর্বোপরি, রপ্তানি সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সমীক্ষা, গবেষণা প্রভৃতি কার্যক্রম রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পরিচালনা করছে।

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ এর ১নং আইন) বিলুপ্তির ফলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়। সে আলোকে Export Promotion Bureau Ordinace, 1977 (Ordinance No. XLVII of 1977) বিলুপ্ত হয়। ফলে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ধারাবাহিকতা লোপ পায়। সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের প্রেক্ষিতে আইনি সমাধানকল্পে সংসদ অধিবেশন না থাকায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল না মর্মে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় ২১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ১ নং অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়। ফলে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। উক্ত অধ্যাদেশের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনক্রমে "রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫" শীর্ষক আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইনটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) উক্ত অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত ব্যুরোকে এ আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য করা হয়েছে এবং ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান করা হয়েছে;

(২) ব্যুরোর পরিচালনা পর্ষদ গঠন, উহার সভা, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;

(৩) ব্যুরোর দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে;

(৪) ব্যুরো কর্তৃক সম্পাদিত কার্যের ব্যয় উহার নিজস্ব অর্থ দ্বারা সম্পাদনের সুবিধার্থে তহবিল গঠনের বিধান করা হয়েছে:

(৫) ব্যুরো হিসাব ও নিরীক্ষা সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;

(৬) ব্যুরোর কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের চাকরির শর্তাবলি সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে।

উক্ত আইনটি প্রণয়নের ফলে রপ্তানি সুসংহতকরণ ও সম্প্রারণের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কার্যক্রমের ধারবাহিকতা অব্যাহত থাকবে এবং এ ধরনের কার্যক্রমকে আইন কাঠামোর আওতায় পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

৩। ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৪ নং আইন)

বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের অংগ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে অর্থায়ন ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করণে ভূমিকা রাখছে।

আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশনের Articles of Agreement ১৯৯৫ সালে অনুমোদন করায় চুক্তি অনুযায়ী বর্ণিত কর্পোরেশনের সদস্য হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অংশ গ্রহণের নিমিত্ত বিধান রাখা সমীচীন। উল্লেখ্য, সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন) বিলুপ্তির ফলে International Finance Corporation Ordinance, 1979 (Ordinance No. XII of 1976) এর কার্যকারিতা রহিত হয়েছে এবং অধ্যাদেশটি বাংলা ভাষায় প্রণয়নের মাধমে আইন আকারে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ভবিষ্যতে বেসরকারি খাতে উন্নয়নে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন অধিকতর ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি ও রহিতকৃত অধ্যাদেশটির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের বৈধতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে "ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৫" শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন)

বাংলাদেশের জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের (Public Interest Entities) বিশেষ করে কর্পোরেট সেক্টর, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন, সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, ব্যাংক, আর্থিক ও বিমা প্রতিষ্ঠান এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষাকাজে সংশ্লিষ্টদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ প্রণয়নের মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ রেগুলেটরি সংস্থা গঠনের বিধান করা হয়েছে।

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর মাধ্যমে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল নামে একটি রেগুলেটরি সংস্থা প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়েছে। এর ফলে উপরি-উক্ত বিভিন্ন জনস্বার্থ সংস্থার আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং এর ফলে সংস্থাসমূহে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথ বিনিয়োগে আরও উৎসাহী হবে বলে আশা করা যায়।

আইনটির উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল নামে একটি রেগুলেটরি সংস্থা প্রতিষ্ঠা এবং উহার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সুনির্দিষ্টকরণ করত বিধান করা হয়েছে;

(২) কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের বিধান করা হয়েছে;

(৩) কাউন্সিলের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুবিধার্থে উহার বিভিন্ন বিভাগ গঠন সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে এবং বিভাগসমূহের কার্যাবলি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে;

(৪) কোন নিরীক্ষক বা নিরীক্ষক ফার্ম কোন জনস্বার্থ সংস্থার নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য কাউন্সিলের নিকট তালিকাভুক্ত হতে হবে মর্মে বিধান করা হয়েছে এবং উক্তরূপ তালিকাভুক্তির বিস্তারিত বিধান করা হয়েছে;

(৫) কাউন্সিল কর্তৃক জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের জন্য পেশাদার একাউন্টিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস এবং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়নের বিধান করা হয়েছে;

(৬) আইনের বিধান লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা আরোপ, দণ্ড প্রদান ও আপিলের বিধান রাখা হয়েছে;

(৭) কাউন্সিলের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুবিধার্থে উহার জন্য একটি তহবিল গঠনের বিধান করা হয়েছে এবং উহার যথাযথ নিরীক্ষার বিধান করা হয়েছে।

৫। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৮ নং আইন)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য Policy and Strategy for Public Private Partnership (PPP), 2010, প্রণয়ন করা হয়। পিপিপির উদ্যোগে বর্তমানে বিভিন্ন সেক্টরে ৪২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উক্ত প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও তাহাদের জীবন-মান উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতের অবকাঠামো নির্মাণসহ সেবাখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সৃষ্টির আইনি কাঠামো প্রদান এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে "সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫" প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইনটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) পিপিপি কর্মসূচি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ এবং পিপিপি প্রকল্পের অগ্রগতি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং উহার কার্যাবলি ও সভা সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;

(২) পিপিপি অফিস গঠন এবং উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;

(৩) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষকে পিপিপি অফিসের মতামত গ্রহণ করতে হবে এরূপ কতিপয় বিষয় বা ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে;

(৪) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;

(৫) পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও পিপিপি প্রকল্প অনুমোদন সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;

(৬) প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় কোন প্রকল্পকে জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে ঘোষণার বিধান করা হয়েছে;

(৭) বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া, পিপিপি চুক্তি সম্পাদন, পিপিপি চুক্তির সার-সংক্ষেপ প্রকাশ সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;

(৮) বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া বা পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কোন ব্যক্তির স্বার্থের সংঘাত থাকলে তিনি উক্তরূপ দায়িত্ব হতে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিবেন মর্মে বিধান করা হয়েছে;

(৯) পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পিপিপি চুক্তির বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ উদ্ভূত হলে পক্ষসমূহ কর্তৃক উহা নিষ্পত্তির পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে।

৬। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৯ নং আইন)

বাংলাদেশ সরকার পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ের সিংহভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। শীঘ্রই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র একটি উচ্চ প্রযুক্তিঘন ও বাংলাদেশের জন্য সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প। এর সফল বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এ সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী এ ধরনের প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আইনসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। সে জন্য আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA)'র গাইডলাইন এবং বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও স্বতন্ত্র একটি আইনের অধীনে একটি কোম্পানি গঠনপূর্বক উক্ত কোম্পানিকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া আবশ্যক।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, আন্তর্জাতিক মান ও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে একটি কোম্পানি গঠন, কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের কর্তৃত্ব ও ভূমিকা নির্ধারণ, পারমাণবিক প্রযুক্তি সরবরাহকারী দেশের সঙ্গে সম্পাদিত ও সম্পাদিতব্য চুক্তির বিধান অনুযায়ী পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অপারেটিং অর্গানাইজেশন ও মালিক সংস্থা নির্ধারণ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালনা ও এর নিরাপত্তা বিধানের বিষয়ে কোম্পানির দায়িত্ব নির্ধারণ এবং প্রকল্পের আওতায় সৃজিত যাবতীয় সম্পত্তি কোম্পানির নিকট নির্বিঘ্ন হস্তান্তরের বিধান রেখে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫ এর অধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য অপারেটিং অর্গানাইজেশন হিসেবে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এর পাশাপাশি রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী পাবনা জেলার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হবে। বাংলাদেশে পারমাণবিক নিরাপত্তা বিধান, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য মালিকানা নির্ধারণ ও পরিচালন সংস্থা নির্ধারণ করা যাবে।

৭। উন্নয়ন সারচার্জ ও লেভী (আরোপ ও আদায়) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২০ নং আইন)

২০১৪-১৫ সালের বাজেট অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বক্তৃতায় মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সারচার্জ আরোপপূর্বক উক্ত সারচার্জের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ শিক্ষা উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার স্বপক্ষে সদয় অভিমত ব্যক্ত করেন। বিষয়টি পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীগণ যে সকল সেবা গ্রহণ করেন উহার মূল্যের উপর মাত্র ১% সারচার্জ আরোপ করা হলে উহা কারো জন্য অধিক করভার হিসেবে বিবেচিত হবে না। সে বিবেচনায় আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাতে উন্নয়নমূলক সারচার্জ ও লেভী আরোপ, আদায় ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করার নিমিত্ত এ আইন প্রণয়ন করা হয়। আইনটি প্রণয়নের ফলে মোবাইল কলচার্জ ও অন্যান্য সেবার উপর ১ (এক) শতাংশ হারে উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করা সম্ভব হবে এবং এর ফলে বছরে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা সারচার্জ আদায় করা সম্ভব হবে, যা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

৮। গণকর্মচারী (বিদেশি নাগরিকের সহিত বিবাহ) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২২ নং আইন)

Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance, 1976 গত ১০ জুলাই, ১৯৭৬ তারিখে জারি করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance, 1976 সহ কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন) দ্বারা কার্যকর রাখা হয়েছে। অধ্যাদেশসমূহ বাংলা ভাষায় প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে ''গণকর্মচারী (বিদেশি নাগরিকের সহিত বিবাহ) আইন, ২০১৫'' শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯। ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৩ নং আইন)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বর্তমান প্রেক্ষাপট, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর সদস্যপদ গ্রহণ এবং Paris Convention I Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উক্ত চুক্তিগুলো অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

উক্ত চুক্তিগুলোর আলোকে মেধা সম্পদ সংরক্ষণ, বিদেশি পুঁজি-বিনিয়োগ, শিল্পায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ আন্ত র্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সময়ের চাহিদা পূরণে ১৯৪০ সালের ট্রেডমার্ক আইন সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনপূর্বক যুগোপযোগী করার জন্য ''ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯'' প্রণয়ন করা হয়।

ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ যথাযথ প্রয়োগের স্বার্থে উহার কিছু করণিক ত্রুটি ও ভাষা বা অর্থের অসংগতি দূরীকরণ, বিরোধীয় মামলা নিষ্পত্তির সময় বর্ধিত করা এবং ১৫-০৭-২০১৩ তারিখের মন্ত্রিসভা বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী ট্রেডমার্ক 'রেজিস্ট্রি উইংকে' ট্রেডমার্ক 'ইউনিট' করার লক্ষ্যে ট্রেডমার্ক আইনের কতিপয় ধারা সংশোধনের জন্য মন্ত্রিসভা বৈঠকে উত্থাপন করা হলে ১৩ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা কর্তৃক নীতিগত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়।

ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ যথাযথভাবে প্রয়োগের স্বার্থে উক্তরূপ অসংগতিসমূহ দূরীকরণ এবং বিরোধীয় মামলা নিষ্পত্তির সময় বর্ধিতকরণ এবং ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি উইংকে ট্রেডমার্ক ইউনিট করার লক্ষ্যে ''ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫'' শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৫ নং আইন)

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি, বিশেষত তদন্ত সংক্রান্ত বিধানসমূহ আরো কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বর্ণিত আইনে তদন্তকারী সংস্থা হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন এবং কমিশনের নিকট হইতে তদন্তের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তাকারী সংস্থার কর্মকর্তার উল্লেখ ছিল। ফলে উক্ত আইনে উল্লিখিত ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের মধ্যে অধিকাংশ সম্পৃক্ত অপরাধের তদন্তকারী সংস্থা যেমন বাংলাদেশ পুলিশ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই আইনের আওতায় মানিলন্ডারিং এর মামলা তদন্তে জটিলতার সম্মুখীন হত।

আন্তর্জাতিক প্রচলিত ব্যবস্থায় উদাহরণ বিবেচনায় অন্যান্য কতিপয় সংশোধনীসহ বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং অপরাধ তদন্তের দায়িত্ব দুদকের পাশাপাশি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা যথা- বাংলাদেশ পুলিশের সিআইডি, বাংলাদেশ কাস্টমস্ ও কর বিভাগ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে অর্পণ করার লক্ষ্যে সংশোধনী আনয়ন করা না হলে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা প্রকাশ পায়।

এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং কর্তৃক বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত মিউচ্যুয়াল ইভালুয়েশন এর অন-সাইট ভিজিট গত ১১-২২ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইভালুয়েশনে বাংলাদেশের পক্ষে ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য বর্ণিত আইনের সংশোধনী গত ১১ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলমান না থাকায় জাতীয় স্বার্থে অধ্যাদশে আকারে জারি করা হয়।

পরবর্তীতে, উক্ত ''মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৫'' এর বিষয়বস্তু নিয়ে ''মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫'' শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৬ নং আইন)

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ জাতির গৌরবময় অর্জন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলনের জন্য পবিত্র সংবিধানে জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে, আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করার বিধান রয়েছে।

দেশের পাঁচ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যথা-সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ দীর্ঘকাল ধরে গ্রাম-শহর-নগর-রাজধানী পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের সেবা প্রদান করে আসছে। এর মধ্যে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হলেও বাস্তবে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনে দলীয় ব্যক্তিকে প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিয়ে থাকে। এর বাইরে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

দীর্ঘদিন ধরে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিগণের পক্ষ হতে রাজনৈতিক দলের সরাসরি অংশগ্রহণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনসমূহ সম্পন্ন করার দাবি উত্থাপিত হয়ে আসছে। জনগণের এই গণতান্ত্রিক প্রত্যাশার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে রাজনৈতিক দলসমূহের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দলীয়ভাবে মনোনীত প্রার্থীগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এতে প্রার্থীদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং যথাযথভাবে রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে তৎপর থাকবেন। এক্ষেত্রে তাকে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দল উহার নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে এবং জনস্বার্থ প্রতিপালনে তার কর্মকান্ড নজরদারির আওতায় রাখতে পারবে।

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের প্রার্থীতার জন্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের সুযোগ নেই। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এ রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের বিধান যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের বিধান যুক্ত করার জন্য আইনে ধারা-২ এ 'রাজনৈতিক' এবং 'স্বতন্ত্র প্রার্থী'-র সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। এ ছাড়া ''রাজনৈতিক দল মনোনীত প্রার্থী '' বা ''স্বতন্ত্র প্রার্থী'' কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিধান সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সর্বোপরি, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন পরিচালনার জন্য ''বিধি'' প্রণয়নের বিধান সংযোজন করার আবশ্যকতা দেয়া দেয়।

বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে ''স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯'' সংশোধনকল্পে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২। উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৭নং আইন)

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ জাতির গৌরবময় অর্জন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলনের জন্য পবিত্র সংবিধানে জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে, ''আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করার বিধান রয়েছে।

দেশের পাঁচ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যথা-সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ দীর্ঘকাল ধরে গ্রাম-শহর-নগর-রাজধানী পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের সেবা পদান করে আসছে। এর মধ্যে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হলেও বাস্তবে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনে দলীয় ব্যক্তিকে প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিয়ে থাকে। এর বাইরে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

দীর্ঘদিন ধরে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিগণের পক্ষ হতে রাজনৈতিক দলের সরাসরি অংশগ্রহণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনসমূহ সম্পন্ন করার দাবি উত্থাপিত হয়ে আসছে। জনগণের এই গণতান্ত্রিক প্রত্যাশার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে রাজনৈতিক দলসমূহের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দলীয়ভাবে মনোনীত প্রার্থীগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এতে প্রার্থীদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং যথাযথভাবে রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে তৎপর থাকবেন। এক্ষেত্রে তাকে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দল উহার নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে এবং জনস্বার্থ প্রতিপালনে তার কর্মকান্ড নজরদারির আওতায় রাখতে পারবে।

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণের প্রার্থীতার জন্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের সুযোগ নেই। সে কারণে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এ রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের বিধান যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের বিধান যুক্ত করার জন্য আইনে ধারা-২ এ 'রাজনৈতিক' এবং 'স্বতন্ত্র প্রার্থী'-র সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। এ ছাড়া ''রাজনৈতিক দল মনোনীত প্রার্থী'' বা ''স্বতন্ত্র প্রার্থী'' কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিধান সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সর্বোপরি, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন পরিচালনার জন্য ''বিধি'' প্রণয়নের বিধান সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) সংশোধনকল্পে ''উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৫'' শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৮ নং আইন)

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ জাতির গৌরবময় অর্জন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলনের জন্য পবিত্র সংবিধানে জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে, আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করার বিধান রয়েছে।

দেশের পাঁচ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যথা-সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ দীর্ঘকাল ধরে গ্রাম-শহর-নগর-রাজধানী পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের সেবা প্রদান করে আসছে। এর মধ্যে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হলেও বাস্তবে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনে দলীয় ব্যক্তিকে প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিয়ে থাকে। এর বাইরে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

দীর্ঘদিন ধরে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিগণের পক্ষ হতে রাজনৈতিক দলের সরাসরি অংশগ্রহণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনসমূহ সম্পন্ন করার দাবি উত্থাপিত হয়ে আসছে। জনগণের এই গণতান্ত্রিক প্রত্যাশার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে রাজনৈতিক দলসমূহের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দলীয়ভাবে মনোনীত প্রার্থীগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এতে প্রার্থীদেরে দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং যথাযথভাবে রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে তৎপর থাকবেন। এক্ষেত্রে তাঁকে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দল উহার নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে এবং জনস্বার্থ প্রতিপালনে তাঁর কর্মকান্ড নজরদারির আওতায় রাখতে পারবে।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯' এ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যগণের প্রার্থীতার জন্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের সুযোগ নেই। সে কারণে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এ রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের বিধান যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের বিধান যুক্ত করার জন্য আইনে ধারা-২ এ 'রাজনৈতিক' এবং 'স্বতন্ত্র প্রার্থী'-র সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ ছাড়া ''রাজনৈতিক দল মনোনীত প্রার্থী '' বা ''স্বতন্ত্র প্রার্থী'' কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিধান সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সর্বোপরি, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন পরিচালনার জন্য ''বিধি'' প্রণয়নের বিধান সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে ''স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯'' সংশোধনকল্পে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৪। বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১ নং আইন)

বাংলাদেশের চা শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত পাঁচ লক্ষের অধিক শ্রমিক ও পরিবারের কল্যাণে ১৯৮৬ সনে চা বোর্ড হতে এক কোটি টাকা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়। তহবিল পরিচালনার আইনগত ভিত্তি প্রদানের জন্য ১৯৮৬ সনে Bangladesh Cha Sramik Kallyan Fund Ordinance প্রণয়ন করা হয়।

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বিলুপ্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পেয়েছে। সেই আলোকে Bangladesh Cha Sramik Kallyan Fund Ordinance, 1986 (Ordinance No. LXII of 1986) বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে উক্ত অধ্যাদেশের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের প্রেক্ষিতে আইনি সমাধানকল্পে সংসদ অধিবেশন না থাকায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল না মর্মে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় ২১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ২ নং অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়। ফলে চা শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড অধ্যাদেশ এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে উক্ত অধ্যাদেশের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে উহার আবশ্যকতা বিবেচিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় ''বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬'' শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকা এবং দেশের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা জরুরি। এছাড়া, শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বিধায় এই তহবিলের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে ও এ ধরনের কার্যক্রমকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনয়নের জন্য উক্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইনটির উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;

(২) চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন ও উহার ক্ষমতা সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;

(৩) চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হতে কোন চা শ্রমিক বা তার পরিবারের সদস্যকে বিভিন্ন ধরনের অনুদান প্রদান এবং অনুদানের পরিমাণ বা হার সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;

(৪) শ্রমিকদের অধিকতর কল্যাণ বিবেচনায় উক্ত তহবিলকে যে কোন কর, রেট বা ডিউটি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

১৫। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২ নং আইন)

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ অনুমোদন ও সমর্থন (Ratification and Confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত

হওয়ায় এবং সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত Railway Nirapatta Bahini Ordinance, 1979 (Ordinance No. XLVII of 1979) এর কার্যকারিতা হারায়। প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন এবং জনগণের আইনানুগ অধিকারসমূহ জনস্বার্থে বহাল ও অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত উক্ত সময়ে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর করিবার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৬ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়। উক্ত ২০১৩ সালের ৬ নং আইন এর তফসিলভুক্ত ২৩ নং ক্রমিকে Railway Nirapatta Bahini Ordinance, 1979 (Ordinance No. XLVII of 1979) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত Ordinance এর অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা আদেশবলে কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ অথবা প্রণীত, কৃত, গৃহীত বা সূচিত বলিয়া বিবেচিত কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন এবং জনগণের আইনানুগ অধিকারসমূহ জনস্বার্থে বহাল ও অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত এবং উক্ত অধ্যাদেশের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করে ''রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আইন, ২০১৬'' শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইনটির উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) রেলওয়ে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী গঠন এবং উহার নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা ও পরিচালনার জন্য বিধান করা হয়েছে;

(২) রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্যদের কর্তব্য সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;

(৩) বাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্যগণের ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক সংগঠন গঠন বা উহার সদস্য গ্রহণ না করার নিমিত্ত বিধান করার হয়েছে।

১৬। উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারী আত্তীকরণ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩ নং আইন)

Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 গত ২০ মে, ১৯৮৫ তারিখে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭নং আইন) প্রণীত হয়। যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যলোচনা করে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করার জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত রয়েছে সেহেতু Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 এর বিষয়বস্তু নিয়ে বাংলা ভাষায় "উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারী আত্তীকরণ আইন, ২০১৬" প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৭। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশীপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪ নং আইন)

বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জুলাই ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে ৮৫ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বঙ্গবন্ধু ফেলোশীপ অন সাইন্স এন্ড আইসিটি' শীর্ষক প্রকল্পটি

বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ফেলোশীপ প্রদান করা হচ্ছে। গত ৩০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধু ফেলোশীপ প্রদান কার্যক্রম স্থায়ী করার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু ফেলোশীপ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্ধারণ এবং সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশীপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

আইনটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) একটি ট্রাস্ট স্থাপন ও ট্রাস্টের কার্যালয় সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;
(২) ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসন সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;
(৩) ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন ও কাযাবলি সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;
(৪) কমিটি গঠন ও ট্রাস্টি বোর্ডের সভা সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;
(৫) ট্রাস্টের তহবিল গঠন এবং তৎসম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;
(৬) ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;
(৭) ট্রাস্টের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা এবং প্রতিবেদন সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে;
(৮) ক্ষমতা অর্পণ সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে।

আইনটি প্রণয়নের ফলে বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

১৮। এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৫ নং আইন)

এশিয়ার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। AIIB'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদেশ ৫৭টি। AIIB-তে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে যোগদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিগত ২৪ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে MoU এবং ২৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে Articles of Agreement (AoA) স্বাক্ষর করে। বিগত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে AIIB'র AoA কার্যকর হয়েছে।

এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রধানত অবকাঠামো এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে এশিয়ার টেকসই উন্নয়ন, সম্পদ সৃস্টি এবং যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে উৎসাহিত করা এবং দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ করে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা।

আইবিআরডি (বিশ্ব ব্যাংক) অথবা এডিবি-এর সদস্যভুক্ত দেশের জন্য এই ব্যাংকের সদস্যপদ উন্মুক্ত। এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। Paid-in Shares ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং Callable Share ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চুক্তির Schedule অনুযায়ী ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদিত মূলধনের মধ্যে ৭৫ বিলিয়ন আঞ্চলিক দেশসমূহের জন্য এবং ২৫ বিলিয়ন আঞ্চলিক ব্যতীত অন্য দেশসমূহের জন্য বরাদ্দ। বাংলাদেশে মোট শেয়ারের পরিমাণ ৬৬০৫ (প্রতিটি ১.০০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যমান) এবং চাঁদার পরিমাণ

৬৬০.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার ২০% Paid-in হিসেবে বাংলাদেশের প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ ১৩২.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১০৫৬.৮০ কোটি টাকা) যা ১০ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। প্রতি কিস্তিতে ১৩.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থাৎ প্রায় ১০৫.৬৮ কোটি টাকা) পরিশোধ করতে হবে।

Articles of Agreement (AoA) এর Article 58 অনুযায়ী চুক্তিটি অনুসমর্থন করতে হবে এবং তদনুযায়ী ব্যাংকের সদস্য হওয়া যাবে। ব্যাংকের সদস্য হওয়ার প্রেক্ষিতে বেশ কিছু দায়দায়িত্ব বাংলাদেশের উপর বর্তাবে এবং AoA টি কার্যকর করার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে IBRD এবং IMF-এর জন্য The International Financial Organization Order, 1972, ADB-এর জন্য The Asian Development Bank Order, 1973, IDB-এর জন্য The Islamic Development Bank Act, 1975 এবং সর্বশেষ ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন-এর জন্য ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উল্লিখিত আইনসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে "এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক আইন, ২০১৬" প্রণয়ন করা হয়।

১৯। পায়রা বন্দর প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৬ নং আইন)

বর্তমানে দেশে ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (২ নং অধ্যাদেশ) প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বর্ণিত আইনে অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের পর কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল করার বিধান নেই। উক্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করে পায়রা বন্দর প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

যেহেতু, ১৯৮২ সনের উক্ত অধ্যাদেশটিতে পায়রা সমুদ্র বন্দর প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কোন বিধান নেই, সেহেতু পায়রা সমুদ্র বন্দর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যক বিষয়ে বিধান করার লক্ষ্যে পায়রা বন্দর প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইনটির উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(১) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হলে, জনস্বার্থে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত ভূমি, ভূমি অধিগ্রহণ আইনের বিধান অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা যাবে।

(২) অধিগ্রহণাধীন ভূমির উপর জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে কোন ঘর-বাড়ি স্থাপন বা ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করা হলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবে না।

(৩) সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, ক্ষতিপূরণের দাবিতে কমিশনারের নিকট উক্ত প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করতে পারবেন।

(৪) অধিগ্রহণাধীন কোন ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করা হলে, সরকার সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকের নিকট হতে উক্ত ক্ষতি বাবদ যথাযথ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করতে পারবে।

২০। কক্সবাজার উন্নয়ন কতৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৭ নং আইন)

পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পর্যটন নগরী কক্সবাজার ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে বহুল পরিচিতি লাভ করেছে। একটি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন নগরী হিসাবে গড়ে

তোলার লক্ষ্যে কক্সবাজারের আবাসন, হোটেল, মোটেল ও রাস্তাসহ অন্যান্য সকল নাগরিক ও পর্যটন সুবিধা পরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

এছাড়া, কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংরক্ষণ ও কক্সবাজারকে একটি পরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বোপরি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে 'কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬' শীর্ষক আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটি প্রণয়নের ফলে কক্সবাজার ও উহার সন্নিহিত এলাকার সমন্বয়ে একটি আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলের সুপরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২১। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৮ নং আইন)

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ১৯৭৬ সালে জারিকৃত Bangladesh Petroleum Corporation Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXXIII of 1976) মূলে গঠিত হয়। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তৈল আমদানি, পরিশোধন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডিকরণ, জ্বালানি তৈল জাতীয় পদার্থের উপজাত এবং লুব্রিকেন্টসসহ (প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যতীত) পেট্রোলিয়াম দ্রব্য আমদানি, রপ্তানি ও বাজারজাতকরণ এবং উহার সহিত সহায়ক কার্যাদি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এই কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ এর ১ নং আইন) বিলুপ্তির ফলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়। সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা পূরণকল্পে উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন) প্রণীত হয়েছে। একই সাথে অধ্যাদেশটি বাংলা ভাষায় প্রণয়নের মাধ্যমে আইন আকারে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

উক্ত অধ্যাদেশের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় ''বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬'' শীর্ষক আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইনটি প্রণয়নের ফলে উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের বৈধতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

২২। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৯ নং আইন)

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ ও সমুদ্র উপকূলবর্তী নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের রয়েছে প্রায় ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত সমুদ্র এলাকা। দেশের সমুদ্র এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জাতীয় স্বার্থ

সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৯৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর মহান জাতীয় সংসদে বেসরকারি সদস্য বিলের মাধ্যমে উত্থাপিত কোস্ট গার্ড আইন, ১৯৯৪ পাশ হয়। এরপর নৌবাহিনী হতে স্বল্প সংখ্যক অফিসার ও নাবিক প্রেষণে নিয়োগ প্রদান এবং অস্থায়ীভাবে দুটি জাহাজ সংগ্রহ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ১৯৯৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি হতে উহার যাত্রা শুরু করে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিরলস প্রচেষ্টায় দেশের ৩টি সমুদ্র বন্দর এলাকাসহ ৭১০ কিলোমিটার বিস্তৃত বিশাল উপকূলীয় অঞ্চলে এরই মধ্যে সন্ত্রাস ও জলদস্যুতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সরকারের দূরদর্শিতা এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপে বর্তমানে কোস্ট গার্ডে সংযুক্ত হয়েছে ৯৩ (তিরানবক্ষ ই)টি অত্যাধুনিক ও দ্রুততর জলযান, যা উক্ত বাহিনীর কার্মকাণ্ডের সাফল্যকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছে। এ বাহিনীর কার্মকান্ডকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ইতালির নৌবাহিনী হতে ক্রয়কৃত ৪ (চার)টি Offshore Patrol Vessel (OPV) এর refurbishment কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে। প্রসঙ্গত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বিগত ১৪ বৎসরে অর্জিত সাফল্যের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০০১ সাল হতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৮ বছরে ৪৫৭ (চারশত সাতান্ন) কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ দ্রব্য সামগী আটক করা হয়।

(খ) বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৬ বছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অভিযান পরিচালনাকালে ২,৯৮৫ (দুই হাজার নয়শত পঁচাশি) কোটি টাকার অবৈধ দ্রব্য সামগ্রী আটক করা হয়।

(গ) ২০১৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ১,৩২১ (একহাজার তিনশত একুশ) কোটি টাকার অধিক মূল্যের অবৈধ পণ্য আটক করে সাফল্যের ক্ষেত্রে এক নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে।

১৯৯৪ সনের কোস্ট গার্ড আইনটির কলেবর ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, যার মোট ধারার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫টি। উক্ত আইনের অধীনে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হতো। এছাড়া, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে একটি সুশৃঙ্খল, সুদক্ষ ও কার্যকর বাহিনী হিসেবে বিকশিত করার জন্য আইনি সংস্কার অপরিহার্য বিবেচিত হয়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আইন, ২০১৬" শীর্ষক আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইনটি প্রণয়নকালে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার এতৎসংক্রান্ত আইন অনুসরণ করা হয়েছে। এ আইনে বাহিনীর এখতিয়ার, ক্ষমতা, কার্যাবলি, অপরাধ, অপরাধের বিচার ও দণ্ড, ইত্যাদি এবং এই আইনের অধীন প্রণীতব্য বিধি ও প্রবিধির বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আইনটি প্রণয়নের ফলে বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকা, কতিপয় অন্যান্য জলসীমা, উপকূলীয় অঞ্চল এবং বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখায় সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ ও দমন, সম্পদের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অক্ষুণ্ন রাখা, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, জলসীমা সন্নিহিত স্থলভাগের নিরাপত্তা নিশ্চতকরণ এবং উক্ত এলাকায় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব হবে।

২৩। Civil Courts (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ১৩ নং আইন)

বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে পূর্বের তুলনায় সম্পত্তির মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে অনুপাতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের আর্থিক এখতিয়ার বৃদ্ধি না হওয়ায় বিচারপ্রার্থী জনগণকে ভোগান্তির

সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ এবং যুগ্ম-জেলা জজ আদালতের এবং একই সাথে আপিল মামলা শুনানির ক্ষেত্রে জেলা জজের আর্থিক এখতিয়ার পুনর্নির্ধারণ করা আবশ্যক।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সহকারী জজের আর্থিক এখতিয়ার ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা; সিনিয়র সহকারী জজ এর আর্থিক এখতিয়ার ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা একই সাথে আপিল মামলা শুনানির ক্ষেত্রে জেলা জজের আর্থিক এখতিয়ার ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা করার লক্ষ্যে Civil Courts Act, 1887 সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এমতাবস্থায়, মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ এবং যুগ্ম-জেলা জজ আদালতের এবং একই সাথে আপিল মামলা শুনানির ক্ষেত্রে জেলা জজের আর্থিক এখতিয়ার পুনর্নির্ধারণের উদ্দেশ্যে Civil Courts (Amendment) Act, 2016 প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৪। Courts Fees (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ১৪ নং আইন)

সরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফি প্রদান করার প্রয়োজন হয়। নামজারি, জমির পর্চা ইত্যাদি সেবাসহ সকল প্রকার মামলার কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে কোর্ট ফি জমা দিতে হয়। কিন্তু সহজলভ্য না হওয়ায় কোর্ট ফি প্রদানের সময় সাধারণ জনগণ অনেক ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হয়। জনগণের হয়রানি রোধকল্পে, সহজেই এবং দ্রুততার সাথে জনসেবা পৌঁছে দেয়ার স্বার্থে ই-পেমেন্টের মাধ্যমে/অনলাইনে কোর্ট ফি জমার সুযোগ সৃষ্টি করতে বিদ্যমান Court Fees Act, 1870 এ সংশোধনী আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা গেলে কোর্ট ফি ছাপানো, সংরক্ষণ ও পরিবহনের বিশাল ব্যয় হ্রাসসহ জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হবে। একই সাথে উহা দেশের সকল শ্রেণির মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনে কোর্ট ফি জমা দিতে অহেতুক ভোগান্তি থেকে রক্ষা করবে এবং নাগরিক সাধারণের ই-সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য হবে বিধায় Court Fees Act, 1870 সংশোধন করার লক্ষ্যে Courts Fees (Amendment) Act, 2016 প্রণয়ন করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে আরো অর্থবহ করে তোলার জন্য বিদ্যমান Court Fees Act, 1870 সংশোধন করার মাধ্যমে বিচারপ্রার্থী জনগণকে সহজে, কম খরচে, দ্রুত এবং হয়রানি ব্যতীত কোর্ট ফি জমা দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

২৫। প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগ (সর্বাধিনায়কতা) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১৬ নং আইন)

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত Defence Service (Supreme Command) Ordinance, 1979 (Ordinance No. XXIII of 1979) অধ্যাদেশটি উক্ত সময়ের মধ্যে জারি করা হয়েছিল।

উল্লিখিত অধ্যাদেশটির অধীন বিধানসমূহের কার্যকারিতা জনস্বার্থে বহাল ও অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগ (সর্বাধিনায়কতা) আইন, ২০১৬ শীর্ষক আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইনটির উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন; এবং

(খ) তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়কতা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের প্রধানগণের মাধ্যমে প্রয়োগ করবেন এবং প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের প্রধানগণ তাদের অধীনস্থ বাহিনীর উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

২৬। চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১৭ নং আইন)

বাংলাদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও সেবার মান এবং বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

বাংলাদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও সেবার মান এবং বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল। চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির জন্য অধিক সংখ্যক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতায় দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের মানোন্নয়নে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও আধুনিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সময়ের প্রয়োজনে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে " চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬" শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাবে, তেমনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হবে। আশা করা যায়, চিকিৎসকগণ এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে চিকিৎসা বিদ্যায় উচ্চ ডিগ্রী লাভ করে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবেন।

২৭। রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১৮ নং আইন)

বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও সেবার মান এবং বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

বাংলাদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও সেবার মান এবং বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল। দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের মানোন্নয়নে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও আধুনিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সময়ের প্রয়োজনে রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা অতি প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত।

দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের মানোন্নয়নে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সময়ের প্রয়োজনে রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে "রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬" শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হলে একদিকে যেমন রাজশাহী অঞ্চলের মানুষ উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাবে, তেমনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হবে। আশা করা যায়, চিকিৎসকগণ এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে চিকিৎসা বিদ্যায় উচ্চ ডিগ্রী লাভ করে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবেন।

২৮। **President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ১৯ নং আইন)**

জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদন এবং দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির বেতন ও অন্যান্য সুবিধা সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে President's (Remuneration and Privileges) Act, 1975 অধিকতর সংশোধনের জন্য "President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016" শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৯। **Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ২০ নং আইন)**

জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদন এবং দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেতন ও অন্যান্য সুবিধা সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে Prime Minister's (Remuneration and Privileges) Act, 1975 অধিকতর সংশোধনের জন্য Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩০। **Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ২১ নং আইন)**

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন, ভাতা, পারিতোষিক, বিশেষ অধিকার, ইত্যাদি Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) Act, 1974 দ্বারা নিধারিত হয়ে থাকে। জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটসহ সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৮ম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করার কারণে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের জন্য সময়োপযোগী বেতন-ভাতদি নির্ধারণ করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। সে লক্ষ্যে স্পীকারের বেতন ৫৭,২০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১,১২,০০ টাকা; ব্যয় নিয়ামক ভাতা ৮,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৩,০০০ টাকা; বিমানযোগে ভ্রমণকালে বীমা কভারেজ ১০,০০,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৬,০০,০০০ টাকা; দৈনিক ভাতা ১,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩,০০০ টাকা এবং স্বেচ্ছাধীন তহবিল ১০,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১১,০০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডেপুটি স্পীকারের বেতন ৫৩,১০০ টাকা

হতে বৃদ্ধি করে ১,০৫,০০০ টাকা; ব্যয় নিয়ামক ভাতা ৬,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০,০০০ টাকা; বিমানযোগে ভ্রমণকালে বীমা কভারেজ ৫,০০,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৮,০০,০০০ টাকা; দৈনিক ভাতা ৭৫০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২,০০০ টাকা এবং স্বেচ্ছাধীন তহবিল ৮,০০,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০,০০,০০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন-ভাতাদি উক্তরূপে বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত Act সংশোধন করার আবশ্যকতা দেখা দেয়।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩১। **Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ২২ নং আইন)**

জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদন এবং দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 অধিকতর সংশোধনের জন্য Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩২। **Members of Parliament (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ২৩ নং আইন)**

সংসদ সদস্যগণের বেতন, ভাতা, পারিতোষিক, বিশেষ অধিকার, ইত্যাদি Members of Parliament (Remuneration and Privileges) Act, 1973 দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটসহ সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৮ম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করার কারণে সংসদ সদস্যগণের জন্য সময়োপযোগী বেতন-ভাতদি নির্ধারণ করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। সে লক্ষ্যে সংসদ সদস্যগণের বিদ্যমান বেতন ২৭,৫০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৫৫,০০০ টাকা; ব্যয় নিয়ামক ভাতা ৩,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৫,০০০ টাকা; দৈনিক ভাতা ৩০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৭৫০ টাকা এবং স্বেচ্ছাধীন তহবিল ৩,০০,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৫,০০,০০০ টাকা; নির্বাচনী এলাকার খরচ ভাতা (মাসিক) ৭,৫০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১২,৫০০/- টাকা; পরিবহণ খরচ ভাতা (মাসিক) ৪০,০০০/- হতে বৃদ্ধি করে ৭০,০০০/- টাকা; লন্ড্রি ভাতা (মাসিক) ১,০০০/- হতে বৃদ্ধি করে ১,৫০০/-টাকা; এবং ক্রোকারিজ, ইত্যাদি ভাতা (মাসিক) ৪,০০০/- হতে বৃদ্ধি করে ৬,০০০/-টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সংসদ সদস্যগণের বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত Order সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

উক্ত উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, "Members of Parliament (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 " শীর্ষক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

অংশ- ৪
বাজেট সংক্রান্ড় বিষয়াবলি

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে এ বিভাগ কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করে এ বিভাগের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদের ব্যবহারকে সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন ও পরবর্তী দু'টি অর্থবছরের প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করা হয়েছে। এমটিবিএফ-এর আওতায় এ বিভাগ ও এ বিভাগের প্রশাসনাধীন প্রতিষ্ঠান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আইন কমিশনের স্ব স্ব বাজেট কাঠামো সংযুক্তক্রমে এমবিএফ প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সরকারের নীতি-কৌশলের সাথে বাজেট বরাদ্দ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের সাথে কর্মকৃতির যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রূপকল্প-২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার যে বিষয়গুলোর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে সেগুলো হচ্ছে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস, মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদুৎ, জ্বালানি ও অন্যান্য অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, পল্লী উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারকে বাড়িয়ে প্রকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই সার্বিক উন্নয়ন করা। এ বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিভাগের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নঃ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের দুটি ধাপ রয়েছে, যা নিম্নরূপ, যথা:-

(অ) অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ; এবং

(অ) সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলণ।

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণে এমটিবিএফ পদ্ধতির অনুসরণঃ সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকরিতা বৃদ্ধি এবং সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন নিশ্চিত করার নিমিত্ত মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো পদ্ধতিতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া তিনটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত যথা: কৌশলগত পর্যায়, প্রাক্কলন পর্যায় এবং বাজেট অনুমোদন পর্যায়। কৌশলগত পর্যায়ের প্রথম ধাপে এ বিভাগ এবং এর প্রশাসনাধীন প্রতিষ্ঠান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আইন কমিশনের বিদ্যমান বাজেট কাঠামো হালনাগাদ করা হয়েছে। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের বিবৃত প্রক্রিয়া/পদ্ধতি অনুসরণ করে স্ব-স্ব বাজেট কাঠামো সংশোধন/হালনাগাদ করে অর্থ বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। উহার ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর অংশ হিসেবে মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যসমূহ, দারিদ্র নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য, অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ, মধ্যমেয়াদী ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ (২০১৬-১৭ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের), অপারেশন ইউনিট ওয়ারী ব্যয়, অর্থনৈতিক গ্রুপ কোড ওয়ারী ব্যয়, প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI), রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথমিক প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, ব্যয়সীমা, সাম্প্রতিক অর্জন কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা, অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্প ওয়ারী মধ্যমেয়াদী ব্যয় প্রাক্কলন, প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ ইত্যাদি সংযোজনক্রমে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন প্রণয়নে এমটিবিএফ পদ্ধতির অনুসরণঃ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো পদ্ধতির আওতায় এ বিভাগের ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট সুষ্ঠু ও সময়মত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের বিবৃত নীতিমালা/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন অবশ্যই মূল বাজেটে প্রদর্শিত মোট ব্যয়সীমার মধ্যে সংকুলানযোগ্য করা হয়েছে। এ বিভাগের নীতি ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনে ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের মূল বাজেটে প্রদর্শিত মোট ব্যয়সীমার মধ্যে সংকুলান সাপেক্ষে এ বিভাগ এবং সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আইন কমিশনের বিভিন্ন অপারেশনাল ইউনিট অথবা আইটেমের বরাদ্দ হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রণয়নকালে অনুমোদিত মূল বাজেটে প্রদর্শিত মোট উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকবে বলে অনুমিত হলে উক্ত অব্যয়িত অর্থ কোনক্রমেই অনুন্নয়ন বাজেটে স্থানান্তর করা যাবে না মর্মে অর্থ বিভাগের নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত ফরম-১ ব্যবহার করা হয়েছে, এক্ষেত্রে সাধারণভাবে গত দুই অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের রাজস্ব আদায়ের ধারা বিবেচনাপূর্বক উহার ভিত্তিতে ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কোন আইটেমের আদায়ের হার বৃদ্ধি করা হয়ে থাকলে পুনর্নির্ধারিত হারে সম্ভাব্য অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের বিষয়টিও বিবেচনায় রেখে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে উহা প্রতিফলিত করা হয়েছে। পাশাপাশি অনুন্নয়ন ব্যয়ের (কর্মসূচি ব্যতীত) ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রণয়নকালে নির্ধারিত ফরম-২ ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণভাবে বিগত দুই অর্থবছরের অর্থাৎ ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-২০১৪ এর প্রথম ছয় মাসের এবং চলতি অর্থবছরের (২০১৪-২০১৫) প্রথম তিন মাসের প্রকৃত ব্যয়ের ধারা বিবেচনাপূর্বক উহার ভিত্তিতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের এবং চলতি অর্থবছরের (২০১৫-২০১৬) প্রথম তিন মাসের প্রকৃত ব্যয়ের ধারা বিবেচনাপূর্বক উহার ভিত্তিতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। কেবলমাত্র কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা এবং প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের ০৩ মাসের প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্য বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সরবরাহ ও সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত কোন আইটেমের বরাদ্দ বৃদ্ধি না করে মূল বাজেটে সংস্থান ছিল না এমন কোন সম্পদ সংগ্রহের জন্য সংশোধিত বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয় নি।

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের চিত্রঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছর

(১) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে, (সংশোধিত বাজেট মোতাবেক) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের চিত্র নিম্নরূপ, যথা ঃ

বিবরণ	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ
অনুন্নয়ন	১৩,৪৭,৮০,০০০
উন্নয়ন	৪,৭৯,০০,০০০
মোট	**১৮,২৬,৮০,০০০/-**

(২) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ অপারেশনাল কোড অনুযায়ী সচিবালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের বিভাজন নিম্নরূপ, যথা ঃ-

দপ্তরের নাম	**২০১৪-২০১৫** অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে দপ্তরওয়ারী বরাদ্দকৃত অর্থ	
	প্রাক্কলন ও বাজেট (অনুন্নয়ন)	**প্রাক্কলন ও বাজেট** (উন্নয়ন)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৭,০১,৭৫,০০০	৪,৭৯,০০,০০০
আইন কমিশন	২,৯৫,৩৬,০০০	-
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	৩,৫০,৬৯,০০০	-
সর্বমোট	**১৩,৪৭,৮০,০০০/-**	**৪,৭৯,০০,০০০/-**

২০১৫-২০১৬ অর্থবছর

(১) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে, (সংশোধিত বাজেট মোতাবেক) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের চিত্র নিম্নরূপ, যথা:-

বিবরণ	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ
অনুন্নয়ন	১৯,৬৪,২৭,০০০
উন্নয়ন	৩,২৪,০০,০০০
মোট	**২২,৮৮,২৭,০০০,**

(২) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ অপারেশনাল কোড অনুযায়ী সচিবালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের বিভাজন নিম্নরূপ, যথা:-

দপ্তরের নাম	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে দপ্তরওয়ারী বরাদ্দকৃত অর্থ	
	প্রাক্কলন ও বাজেট (অনুন্নয়ন)	প্রাক্কলন ও বাজেট (উন্নয়ন)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১১,৮৯,৭১,০০০	৩,২৪,০০,০০০
আইন কমিশন	৩,৪৩,৬০,০০০	-

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	৪,৩০,৯৬,০০০	-
সর্বমোট	**১৯,৬৪,২৭,০০০**	**৩,২৪,০০,০০০**

রাজস্ব আহরণ পরিকল্পনা: এ বিভাগের সকল অর্থবছরের বাজেটে বিভিন্ন আইটেমের বিপরীতে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে কোয়ার্টারভিত্তিক রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিভাগের বিপরীতে ধার্যকৃত কার্যক্রমের সাথে সরাসরি কোন রকম জনসম্পৃক্ততা নেই, তবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আইন প্রণয়নসহ এতদ্‌বিষয় কার্যক্রমে এ বিভাগ সহায়তা প্রদান করে আসছে। উক্ত কাজগুলি নিতান্তই কারিগরি ও বিশেষায়িত সেবামূলক কাজ, তাই তেমন কোন আয়ের উৎস নেই। তথাপিও কর ব্যতীত প্রাপ্তি সংক্রান্ত বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এ বিভাগের বাজেট শাখা কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

ব্যয় পরিকল্পনা: উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতাধীন বিভিন্ন অপারেশন ইউনিট এবং কর্মসূচির কোয়ার্টারভিত্তিক ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উহার ধারাবাহিকতায় অনুন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অপারেশন ইউনিট ও রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি এবং উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল প্রকল্পের জন্য ব্যয় পরিকল্পনাও পৃথকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাজেট বাস্ড়বায়ন পরিকল্পনা: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি সার্বিকভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan, BIP) প্রবর্তন করা হয়েছে। এর আওতায় ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের শুরুতেই একটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর আলোকে অর্থবছরের শুরুতেই বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এ বিভাগের জন্য প্রণীত উক্ত পরিকল্পনার বিপরীতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাজেট কাঠামো প্রণয়ন: এ বিভাগের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর অংশ হিসেবে মিশন ষ্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যসমূহ, দারিদ্র নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য, অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ, মধ্যমেয়াদী ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, অপারেশন ইউনিট ওয়ারী ব্যয়, অর্থনৈতিক গ্রুপ কোড ওয়ারী ব্যয়, প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI), রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথমিক প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, ব্যয়সীমা, সাম্প্রতিক অর্জন কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা, অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্প ওয়ারী মধ্যমেয়াদী ব্যয় প্রাক্কলন, প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ ইত্যাদি সংযোজনক্রমে ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

অংশ- ৫
আইসিটি সেল সম্পর্কিত বিষয়াবলি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত। দ্রুত উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা, দ্রুত পরিকল্পনা প্রণয়ন, সেবা প্রদান, ইত্যাদির মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার তথা ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের আইসিটি সেলের জন্য ৩টি প্রথম ও ২টি দ্বিতীয় শ্রেণির পদসহ মোট ৯টি পদ রয়েছে।

প্রতিবেদনাধীন সময়ে আইসিটি সেল কর্তৃক সম্পাদিত উলেণ্ঢখযোগ্য কার্যাবলি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত। দ্রুত উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা, দ্রুত পরিকল্পনা প্রণয়ন, সেবা প্রদান, ইত্যাদির মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার তথা ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। যার সুফল সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইসিটি সেল কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের একই প্লাটফর্মে প্রায় ২৫০০০ ওয়েবপোর্টাল নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের web portal প্রস্তুত করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটি (www.legislativediv.gov.bd) নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়।

ল'জ অব বাংলাদেশ

"ল'জ অব বাংলাদেশ" (http://bdlaws.minlaw.gov.bd/) ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনসমূহ নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়। এছাড়াও "ল'জ অব বাংলাদেশ" এ পিডিএফ ফরম্যাটে বাংলাদেশ কোড সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা:

ক্র: নং	সময়কাল	ওয়েব সাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা
১।	১ জুলাই, ২০১৪ ইং তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রণীত আইন	২৫ (পচিঁশ) টি
২।	১ জুলাই, ২০১৫ ইং তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রণীত আইন	৪৭ (সাতচল্লিশ) টি
ওয়েব সাইটে প্রকাশিত মোট আইন		৭২ (বাহাত্তর) টি

LAN (Local Area Network) স্থাপন ও ইন্টারনেট সংযোগ

এ বিভাগে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহারের লক্ষ্যে BTCL থেকে ২২ (Twenty Two) Mbps full duplex ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়া হয়েছে। উক্ত ২২ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ, ভাইরাস পোর্ট ব্লক, ওয়েব সাইট একসেস নিয়ন্ত্রণ এবং লগ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি কার্যাবলি সঠিকভাবে সম্পন্ন করে এ দপ্তরের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক CCR ১০১৬ Mikrotik রাউটার স্থাপন করা হয়েছে।

এন্টিভাইরাস

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS (Server Based) ব্যবহারের মাধ্যমে এ বিভাগের কম্পিউটারসমূহ ভাইরাসমুক্ত রাখা হয়।

মেইল সার্ভার

এ বিভাগের ৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের legislativediv.gov.bd ডোমেইন এর অধীন ই-মেইল এড্রেস রয়েছে। ই-মেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্য আদান প্রদান করা সহজতর হয়েছে।

ইনোভেশন টিম

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুসারে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। প্রতিমাসে ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্দেশনা অনুযায়ী ইনোভেশন টিমসমূহের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ও প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া এ বিভাগের কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত ইনোভেশন আইডিয়া ইনোভেশন টিমের সভায় উপস্থাপন করে গুরুত্ব বিবেচনা করে উহা বাস্তবায়নের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে বর্তমান সরকারের রূপকল্প: ভিশন ২০২১ এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে, দেশের সকল উপজেলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সরাসরি কথোপকথনের জন্যে এবং একসাথে একাধিক সভা/অনুষ্ঠান সম্পন্নের উদ্দেশ্যে ইনফো-সরকার প্রকল্প থেকে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভিডিও কনফারেন্স ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

ট্যাবলেট পিসি বিতরণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ-৩ (ইনফো-সরকার) প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি কর্মকর্তাদের ই-সেবা দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে ট্যাবলেট পিসি (মিডিয়া প্যাড) বিতরণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুকূলে সিমকার্ডসহ ২৪টি ট্যাবলেট পিসি নির্দেশনা মোতাবেক কর্মকর্তাদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া এ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে ০৪টি এবং আইন কমিশনে ০৬টি ট্যাবলেট পিসি সিমকার্ডসহ বিতরণ করা হয়েছে।

ই-সেবা ও ই-ফাইলিং কার্যক্রম

স্বল্প সময়ে বিনা ভোগান্তিতে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার নিমিত্ত বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to information (A2I) Programme এ বিভিন্ন ই-সার্ভিস বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সেবার মধ্যে অন্যতম হলো সরকারি সকল অফিসে ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে নথি ব্যবস্থাপনা করা। তারই ধারাবাহিকতায় এ বিভাগে ১ জানুয়ারি, ২০১৬ হতে স্বল্প পরিসরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়। ধীরে ধীরে জনগুরুত্ব বিবেচনা করে এ বিভাগের প্রত্যেকটি শাখার মাঝে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার (GRS) প্রবর্তন

জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (GRS) নামে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্রিয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনার একটি অনলাইন প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে যে কেউ সহজেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারে। তারই প্রেক্ষিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে GRS এর লিঙ্ক (grs.gov.bd) সংযুক্ত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে যে কোন অসন্তোষ বা অভিযোগ এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা যায়। উল্লেখ্য প্রতিমাসে এ বিভাগ হতে GRS সংক্রান্ত রিপোর্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিয়মিতভারে প্রেরণ করা হয়।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA)

সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিধৃত রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এ বিভাগের ওয়েবসাইটে (gpmsnew.bcc.gov.bd) সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ বিভাগ উক্ত Software ব্যবহার করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করে।

অংশ- ৬
অনুবাদ সম্পর্কিত বিষয়াবলি

আইনের শাসন ও আইনের মাধ্যমে উন্নয়ন বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য। তবে এ ক্ষেত্রে আইনের ভাষা একটি বড় অন্তরায়, কারণ আমরা ভাষার মাধ্যমে আইনের বিধান উপলব্ধি করি। কোন দেশের আইনের ভাষা সেই দেশের গণমানুষের মাতৃভাষায়ই হওয়া উচিত। দেশের আইন ও সংবিধান সম্পর্কে সম্যক পরিচয় ও উপলব্ধি মাতৃভাষার মাধ্যমে অর্জিত না হলে দেশের প্রশাসনে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে না।

আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় স্বাধীনতার পর ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ অভিযোজনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় আইন প্রণীত হতে থাকে। অথচ মাতৃভাষায় আইন প্রাপ্তি জনগণের মৌলিক অধিকার এবং আইন-আদালতের ভাষা মাতৃভাষায় হবে এটাই সকলের কাম্য। ১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির একুশের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমি ঘোষণা করছি, আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে, সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন, তার পরে বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদেরা যতখুশি গবেষণা করুন, আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব, সেই বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে।'

২৭ বছর পরে ১৯৯৮ সালের ১লা মার্চ ঢাকায় বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমাদের পবিত্র সংবিধানে আছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ আর প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সুপ্রীম কোর্টসহ দেশের সকল আদালতই এই প্রজাতন্ত্রের আদালত। ... সম্মানিত বিচারকগণও বাঙালি বিজ্ঞ আইনজীবীগণ বাঙালি এবং বিচারপ্রার্থীগণও ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সবাই বাঙালি। সকল আদালত কর্তৃক ঘোষিত রায় বাংলা ভাষায় হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। মুষ্টিমেয় লোকের জন্য এই বিচার ব্যবস্থা নয়...।" সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে বাংলা ভাষায় আইন প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং সেকারণে বাংলাদেশের বিদ্যমান সকল আইন বাংলায় অনুবাদ করা আবশ্যক।

বাংলা ভাষায় আইন প্রণয়নের বাধ্যাবাধকতার পাশাপাশি একথা ভুললে চলবে না যে, বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। এ যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য আন্তর্জাতিক ভাষায় বিদ্যমান আইন-কানুনের পাঠ থাকা জরুরি। আমাদের সকল আইন ওয়েব-সাইটে দেয়া আছে। তবে কোন বিদেশির নিকট এর কোন মূল্য থাকবে না যতক্ষণ না ইংরেজিতে এর কোন পাঠ আপ-লোড করা হয়। ফলে, বহির্বিশ্বের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা এবং পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট আমাদের প্রচলিত আইন-কানুনের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার স্বার্থে বাংলা ভাষায় প্রণীত আইনসমূহের নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ প্রণয়ন ও প্রকাশ করাও জরুরি।

অনুবাদ অনুবিভাগের গঠন ও জনবল:

এ অনুবিভাগটিতে মোট ১৫ (পনের) জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার পদ রয়েছে। নিম্নবর্ণিত টেবিলে বিদ্যমান জনবল উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	পদের সংখ্যা
১.	প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা	৩	০১
২.	উপ-প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা	৫	০২
৩.	সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা	৬	০৪
৪.	অনুবাদ কর্মকর্তা	৯	০৮
	প্রথম শ্রেণির মোট		১৫টি পদ

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫- ২০১৬ অর্থবছরে অনুবাদ অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত অনুবাদ কার্যাদিঃ

বর্তমানে দেশে প্রায় ১১০০টি আইন/অধ্যাদেশ/আদেশ এবং তদধীন সহস্রাধিক বিধিমালা ও প্রবিধানমালা বলবৎ রয়েছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান এ সকল আইন বাংলায় বা, ক্ষেত্রমত, ইংরেজিতে অনুবাদ করা প্রয়োজন। আইন অনুবাদের জন্য জমে থাকা এ কাজের সাথে নতুন আইন অনুবাদের কাজ যুক্ত হচ্ছে। অনুবাদ অনুবিভাগের স্বল্প সংখ্যক কর্মকর্তা সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিরলসভাবে অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছেন। তবে জনবলের স্বল্পতার কারণে উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়ন প্রলম্বিত হচ্ছে এবং পুরাতন জমে থাকা কাজের সাথে নতুন নতুন কাজ যুক্ত হয়ে জটের সৃষ্টি হচ্ছে। তবে সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫- ২০১৬ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পাদিত হয়েছে:

বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত আইনঃ

১। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩;
২। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯;
৩। আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০;
৪। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬;
৫। শিশু আইন, ২০১৩;
৬। বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন আইন, ২০১৩;
৭। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩;
৮। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪;
৯। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০;
১০। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন, ২০১৪;
১১। এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক আইন, ২০১৬;
১২। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩;
১৩। বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫।

ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত আইনঃ

1. The Cruelty to Animals Act, 1920;
2. The Cadet College Ordinance, 1964;
3. The Highways Act, 1925;
4. The Oil and Gas Development Corporation (Repeal) Act, 1974;
5. The Petroleum Act, 1934;
6. Bangladesh Securities and Exchange Commission Act, 1993;
7. The Tolls Act, 1851;
8. The Technical Education Act, 1967;
9. The Forest Industries Development Corporation Ordinance, 1959;
10. The Technical Education Act, 1967;
11. The Forest Industries Development Corporation Ordinance, 1959;
12. The Police (Incitetment to Disaffection) Act, 1922.

বিধিমালা/ প্রবিধানমালাঃ

১। Mailing Operator and Courier Service Rules, 2011;

২। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ডেভেলপার নিয়োগ, ইত্যাদি) বিধিমালা, ২০১৪;

৩। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানে শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার পরিচালন বিধিমালা, ২০১৪;

৪। বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ ।

চুক্তিঃ

১। বাংলাদেশ ও সিরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারী ব্যক্তিগণের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি;

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাহরাইন সরকারের মধ্যে সামরিক প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা চুক্তি;

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও তুরস্ক সরকারের মধ্যে সামরিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা সংক্রান্ত খসড়া প্রটোকল;

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং দি স্টেট অব কুয়েত সরকারের মধ্যে আয়ের উপর দ্বৈত করারোপণ পরিহার এবং রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ বিষয়ক চুক্তি;

৫। বাংলাদেশ-কাতার প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি;

৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি;

৭। বাংলাদেশ ও সিরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারী ব্যক্তিগণের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি;

৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জর্ডান সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি;

১০। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রজাতন্ত্র তুরস্ক সরকারের মধ্যে সামরিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা সংক্রান্ত খসড়া প্রটোকল;

১১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও স্টেট অব কাতার সরকারের মধ্যে বাণিজ্যিক ও কারিগরি সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি;

১২। স্টেট অব কাতার সরকার ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও কারিগরি সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি;

১৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং রাজকীয় ভুটান সরকারের মধ্যে আয়ের উপর দ্বৈত করারোপণ পরিহার এবং রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ বিষয়ক চুক্তি;

আইনের অনুবাদ বিষয়ে সরকারের কর্মপরিকল্পনাঃ

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তরাষ্ট্র সহযোগিতা, যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকার বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। এ যোগাযোগ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আইনের৩ইংরেজি পাঠ প্রণয়নের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, তথ্য ও যোগাযোগ, শিল্প-কারিগরি ইত্যাদি বিষয়ে বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য, পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট আমাদের প্রচলিত আইন-কানুনের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার স্বার্থে, বাংলা ভাষায় প্রণীত আইনসমূহের নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা জরুরি। এ দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী বিদেশি উদ্যোক্তাগণ বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন সম্পর্কে অবগত হতে চায়। বাংলায় প্রণীত আইনের ইংরেজি পাঠ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলে লেখক, আইনজীবীসহ আইনের গবেষক ও বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ উপকৃত হবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। এ সকল কারণে, সরকার বাংলা ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ ইংরেজিতে অনুবাদ করার এবং অনুবাদ দপ্তরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

অংশ-৭

সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪ এর আলোকে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক সংবিধানের নতুন মুদ্রিত কপি প্রকাশ

বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছায় তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত জনগণের অধিকারের দলিল 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান'। দেশের জনগণ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সংবিধান তারই অভিব্যক্তি, তাই সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, জনগণের মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, আইন সভা ও বিচার বিভাগের কার্যপরিধিসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ামক দলিল। সংবিধান যেহেতু দেশের সর্বোচ্চ আইন, সেহেতু সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন আইন বৈধ নয় এবং এমন কোন আইন বা ইহার অংশ বিশেষ যদি সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে সেই আইন বা আইনের অংশবিশেষ বাতিল বলিয়া গণ্য হবে। সর্বোপরি, সংবিধান দেশের মূল দলিল, তাই ইহার উৎস ও বিধানাবলি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে হত্যা করে কতিপয় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি সামরিক বাহিনীকে ব্যবহারের মাধ্যমে সংবিধান লংঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে ও সামরিক আইন জারি করে। সামরিক আইন ফরমান দ্বারা পবিত্র সংবিধানকে পরিবর্তনের নামে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়। এ সকল কর্মকাণ্ড সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংবিধানের প্রাধান্য এবং জনগণের ক্ষমতার পরিপন্থী হওয়ায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) মামলার [খন্দকার দেলোয়ার হোসেন/মুন্সি আহসান কবির ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ইটালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস লিঃ ও অন্যান্য (সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯)] রায়ে ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ হইতে ৯ই এপ্রিল, ১৯৭৯ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সামরিক আইন ফরমান দ্বারা সংবিধানের সকল সংশোধন অবৈধ, বাতিল ও অস্তিত্বহীন মর্মে ঘোষণা করে। অনুরূপভাবে, সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত মামলার [সিদ্দিক বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য (সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১)] রায়ে ১৯৮২ সালের ২৪মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক শাসন জারীসহ উক্ত সময়ে সকল কৃতকর্ম এবং জারিকৃত অধ্যাদেশ, সামরিক আইন ফরমান, আদেশ, রেগুলেশন ইত্যাদি অবৈধ, এখতিয়ার বহির্ভূত, শুরু হতে বাতিল ও বেআইনি ঘোষিত হয়েছে। গণতন্ত্র রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিধায় সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের বিধান সমুন্নত রাখার জন্য সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধান) আইন, ১৯৯৬ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত মামলার [আব্দুল মান্নান খান বনাম বাংলাদেশ সরকার (সিভিল আপীল নং ১৩৯/২০০৫)] রায়ে বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়েছে। এভাবে, সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক উহার বিধানাবলি পরীক্ষিত হয়ে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

আইনজীবী, বিচারক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং আপামর জনসাধারণের ব্যবহারের প্রয়োজনে এবং সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনীসহ হালনাগাদকৃত অবস্থা উপস্থাপনের লক্ষ্যে উহা মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়েছে। এ সংস্করণে মুদ্রণের ক্ষেত্রে উন্নতমানের কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রচ্ছদেরও উৎকর্ষসাধন করা হয়েছে। পাশাপাশি, অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য সংবিধান সংশোধন আইনসমূহ একত্রে পরিশিষ্ট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রশাসনাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রশাসনাধীন নিম্ন বর্ণিত দুটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে:

১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন; এবং
২. আইন কমিশন।

১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(ক) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্ভব ও বিকাশ

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রথম উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়। সে সময় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহায়তায় একটি আইনের খসড়াও তৈরি করা হয়। কিন্তু দীর্ঘসময় এ বিষয়ে আর তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। অবশেষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ' ২০০৮ এর মাধ্যমে ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বরে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিশন আইন অনুযায়ী এর নাম "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন"।

একজন চেয়ারম্যান ও দুজন সদস্যকে নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে ২০০৮ সালের ১ ডিসেম্বর এ কমিশন কার্যক্রম শুরু করে। পূর্ববর্তী আধ্যাদেশের ধারাবাহিকতায় উহার বিষয়বস্তু নিয়ে এরপর জাতীয় সংসদ ২০০৯ সালের জুলাই মাসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ পাস করে। এ আইন অনুযায়ী ২০১০ সালের ২২ জুন একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং অন্য পাঁচজন অবৈতনিক সদস্যকে নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে সাত সদস্য বিশিষ্ট মানবাধিকার কমিশন পুনর্গঠিত হয়।

(খ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনের ভূমিকায় বলা হয়েছে– যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য, তাই মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কমিশনের প্রধান প্রধান কার্যাবলি সমূহ হচ্ছে-

- কমিশন যে কোনো ধরনের মানবাধিকার লংঘনজনিত অভিযোগের তদন্ত করতে পারবে। কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা না হলেও কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবে।
- জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি আটকের স্থান পরিদর্শন করে উহার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা।
- হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সেসবের উন্নয়নে সরকারকে সুপারিশ প্রদান।
- সংবিধান অথবা দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করে এর কার্যকর বাস্ত বায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান।
- মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল বিষয়ে গবেষণা করা এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান।

- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য বিধানে ভূমিকা রাখা ।
- মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা ।
- প্রচার ও প্রকাশনার মাধ্যমে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করা ।
- আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য কোনো অভিযোগ মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা ।
- মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যসহ অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।

(ক) ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মানবাধিকার কমিশনের সাফল্য ও অগ্রগতি বিষয়ক গৃহীত কার্যক্রম :

মানবাধিক সচেতনতা ও শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম

সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী এবং অন্যান্য পেশার মানুষের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামাকন) দেশজুড়ে নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:

(১) **প্রশিক্ষক, ইউপি প্রতিনিধি এবং সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ:** ২০১৪ সালে প্রশিক্ষক, ইউপি প্রতিনিধি এবং সমাজকর্মীদের জন্য, জামাকন বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে এনজিও থেকে মোট ১৮৮ জন ব্যক্তি এ সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল উঠান বৈঠক পরিচালনা সম্পর্কিত ধারণা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা, জনসাধারণকে জামাকন ও বিভিন্ন মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলো অবহিত করা ।

(২) **উঠান বৈঠক পরিচালনা:** স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে মানবাধিকার সচেতনতা বিষয়ে উঠান বৈঠক পরিচালনা করার জন্য জামাকন বিভিন্ন এনজিও'র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব সমাজকর্মীদের মাধ্যমে রংপুর, নীলফামারী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, নড়াইল এবং খুলনা জেলার কতিপয় নির্ধারিত ইউনিয়নে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ২৩৫টি উঠান বৈঠকে ৪৭০০ জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন ।

(৩) **মানবাধিকার সাংবাদিকতার জন্য সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ:** ২০১৪ সালের ১২ই মে থেকে ৩রা জুন পর্যন্ত জামাকন ঢাকায় মানবাধিকার সাংবাদিকতা এবং মানবাধিকার রক্ষায় মিডিয়ার ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর সাংবাদিকদের জন্য ৪টি প্রশিক্ষণ ও ৩টি বিষয়ভিত্তিক মতবিনিময় সভা পরিচালনা করে। মুদ্রণ, ইলেক্ট্রনিক, রেডিও এবং টেলিভিশন মিডিয়ার মোট ৮১ জন সাংবাদিক এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ১৩ জন ছিলেন নারী। অধিকন্তু, বিষয়ভিত্তিক কর্মশালায় ৭৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ২০ জন নারী সাংবাদিক ছিলেন ।

(৪) **মানবাধিকার সম্পর্কে সংবেনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পুলিশ, স্কুল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ:** জামাকন বিভিন্ন পদমর্যাদার ১৫০০ জন পুলিশ অফিসার, ২০ জন শিক্ষক এবং ১২ থেকে ১৫ বছর বয়স্ক প্রায় ২০০০ জন শিক্ষার্থীকে মানবাধিকার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে ।

(৫) **গম্ভীরা, পটগান, নাটক এবং বিলবোর্ডের মাধ্যমে মানবাধিকার বার্তা প্রচার:** জামাকন সারাদেশে মানবাধিকার বার্তা, জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী মাধ্যম যেমন: গম্ভীরা, পটগান, নাটক এবং বিলবোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে। ১২টি জেলায় প্রায় ১১৯৫০ জন নারী তরুণ শিক্ষার্থী ৬৪টি জেলায় ১৯২টি বিলবোর্ডে

স্থাপন করে, যেখানে জামাকনের কার্যপরিধি, অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি, বাল্যবিবাহ রোধ এবং পারিবারিক নির্যাতন নির্মূল সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

(৬) **ছেলে ও মেয়ের একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে "ব্রেভম্যান" প্রচারণা:** "ব্রেভমান" একটি বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রচারণা যার মাধ্যমে নারী নির্যাতন রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ সম্পর্কে শিশুদের অবগত করা হয়। পূর্ববর্তী বছরের সাফল্যের পর ২০১৪ সালে জামাকান কর্তৃক এ প্রচারণা দেশজুড়ে ১৬টি বিদ্যালয়ে পরিচালনা করা হয়।

গবেষণা ও নীতিমালা তৈরিতে জামাকনের কার্যক্রম

জামাকন গবেষণা ও নীতিমালা তৈরি সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:

(১) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কয়েকটি কর্মশালা ও সভা অনুষ্ঠানের পর জামাকন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বৈষম্যবিরোধী আইনের খসড়া জমা দিয়েছে।

(২) "বি" স্ট্যাটাস প্রাপ্ত জামাকন ইন্টারন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটিং কমিটি ফর এনএইচআরআইএস (NHRIS) কর্তৃক "এ" স্ট্যাটাস পাওয়ার লক্ষ্যে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ অনুযায়ী জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ সংশোধনের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে।

(৩) জামাকনের শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি খসড়া বাল্যবিবাহ রোধ আইনের পθ mg_ফi D‡Ï‡k¨ বেশ কয়েকটি পরামর্শ সভা আয়োজন করে। এছাড়াও ২০১৪ সালে খসড়া আইনটি মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়। খসড়াটি ২০১৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(৪) জামাকন ২০১৪ সালে মানবাধিকারের মৌলিক দলিলসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের আইনের সামঞ্জস্যপূর্ণতার ওপর একটি গবেষণা করে। এ গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট জাতীয় আইন, নীতিমালাসমূহ এবং প্রোগ্রাম ও আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা চিহ্নিত করা। এর মাধ্যমে জামাকন বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, আইন প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামাঞ্জস্যতা বজায় রেখে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পরামর্শ প্রদান করতে সক্ষম হয়।

(৫) জামাকন মানবাধিকারের মৌলিক ধারণা, অধিকার ও দায়িত্ব, শিশুর অধিকার, নারী অধিকার, পরিবারের অভ্যন্তরে দায়িত্ব, সংখ্যালঘুদের অধিকার, বৈষম্যহীনতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলসমূহ, সাংবিধানিক অধিকার এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা ও কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয়গুলো পাঠ্য বইয়ে সংযুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করে।

কারাগার ও সেফহোম পরিদর্শন বিষয়ক কর্মকান্ড

(১) **যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন:** জামাকনের সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হকের নেতৃত্বে ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিদর্শন দল ৯ মে, শুক্রবার ২০১৪ তারিখ যশোরের পুলেরহাটে অবস্থিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন করে।

৫ এপ্রিল, ২০১৪ উপর্যুক্ত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানাধীন কিশোরদের মধ্যে এক অসন্তোষের খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত খবরের পরিপ্রেক্ষিতে এ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও সরকারের নিকট কেন্দ্রের মান-উন্নয়নে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে জামাকনের পক্ষ থেকে এ পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়।

(২) **রাজশাহী সেফ হোম পরিদর্শনঃ** ২০১৪ সালের ২৩ জুন জামাকনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে রাজশাহী সেফ হোমের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য জামাকনের একটি প্রতিনিধিদল উহা পরিদর্শন করে। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সেফ হোমের কর্মকর্তা ও আশ্রিত ব্যক্তিদের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা অনুধাবন করার জন্য তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সেফ হোমে আশ্রিত ব্যক্তিদের অধিকতর সুরক্ষার জন্য সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত তাদের বিবরণী, রেকর্ড ও দলিলপত্র নিরীক্ষণ করেন।

(৩) **রাজশাহী কারাগার পরিদর্শনঃ** জামাকনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ২০১৪ সালের ২৪ জুন রাজশাহী কারাগার পরিদর্শন করে। হাজতি ও কয়েদিদের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য দলের সদস্যরা হাজতি-কয়েদি এবং কারাগারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এছাড়াও প্রতিনিধিদল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ও দলিলাদি নিরীক্ষা এবং কারাগারের অবকাঠামো, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, কারাগারের ধারণ-ক্ষমতা, ওয়ার্ড অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য, হাসপাতাল ও চিকিৎসা ওয়ার্ড, কয়েদিদের রেকর্ড, মহিলা ওয়ার্ড, কারা-আপিল সংক্রান্ত তথ্য ও অগ্রগতি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এবং বিনোদন, ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণ করে।

(৪) **কক্সবাজার কারাগার পরিদর্শনঃ** জামাকনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) এর নেতৃত্বে ২০১৪ সালের ১৬-১৭ জুলাই, একটি পরিদর্শক দল মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য কক্সবাজার কারাগার পরিদর্শন করে। পরিদর্শক দল কয়েদি এবং কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও বিভিন্ন দলিলপত্র নিরীক্ষা করে পরিদর্শন শেষে কারাগারের মানবাধিকার অবস্থার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

(১) **কিশোরগঞ্জে জামাকনের হস্তক্ষেপে খাসজমি উদ্ধারঃ** জনাব মজনু মিঞা নামে একজন রিকশাচালক জনৈক অকোলা রবি দাশ কর্তৃক সরকারে নিকট থেকে ভূমিহীন হিসেবে প্রদত্ত খাসজমি জবরদখলের বিষয়ে জামাকনে অভিযোগ করেন। জামাকন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের কারণে আদালতের নির্দেশে পরিশেষে তিনি জবরদখলকারীর নিকট থেকে তার জমি ফিরে পান।

(২) **সোহেল রানা চাকরি ফেরত পেলোঃ** সোহেল রানাকে তার সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। "বন্ধু"র মাধ্যমে জামাকন তার কেসটি সম্পর্কে অবগত হয়। জামাকন ঘটনাটি তদন্তপূর্বক নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করে। নিয়োগকর্তা সোহেল রানাকে জরিমানা প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে কারো সঙ্গে এরূপ বৈষম্য করা হবে না মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

(৩) **জামাকনের হস্তক্ষেপে শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রাপ্তিঃ** বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (BTEC), টাঙ্গাইলে ২০১৩-২০১৪ সেশনে ভর্তি হওয়া ৩৪ জন শিক্ষার্থী জামাকনে অভিযোগ দায়ের করে যে, তারা সবাই গাজীপুরে অবস্থিত ডুয়েটে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিএসসি কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে তারা তাদের বিটিইসি'র ভর্তি বাতিল করতে চান এবং তাদের সার্টিফিকেট বিটিইসি

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত পেতে চান। বিটিইসি কর্তৃপক্ষ তাদের সার্টিফিকেট ও মার্কশিট ফেরত দিচ্ছে না। জামাকন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানায়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, ডিন'স কমিটি বিটিইসি কর্তৃপক্ষকে ঐ ৩৪ জন শিক্ষার্থীর সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট ফেরত দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছে।

(৪) জামাকনের হস্ড়ক্ষেপে থানায় মামলা গ্রহণঃ জনাব এস নজরুল ইসলাম কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ এর একজন মানবাধিকারকর্মী। তার এলাকার কিছু অপরাধী তাকে হত্যা করার হুমকি দেয়। তিনি জামাকনে বিষয়টি অবহিত করলে জামাকান উহা আমলে নেয় এবং কুমারখালি থানার ওসিকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি গৃহীত হয়।

(৫) **জামাকন কর্তৃক অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার রক্ষাঃ** রিক্রুটিং এজেন্ট জনাব মোজাম্মেল হককে চাকরির মিথ্যা আশা দিয়ে ইরাকে পাঠায়। কোনো চাকরি না পেয়ে হয়রানির শিকার জনাব মোজাম্মেল হক বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় দেশে ফেরত এসে জামাকনে অভিযোগ দায়ের করেন। জামাকন অভিযোগ গ্রহণের পর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে ব্যাপারটি অবগত করেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ঘটনাটি তদন্ত করে উক্ত রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স বাতিল করে।

(৬) **শারীরিক দন্ডের বিরুদ্ধে জামাকনের পদক্ষেপঃ** ব্লাস্ট এই মর্মে জামাকনে একটি অভিযোগ দায়ের করে যে, কেরাতুল কুরান ক্যাডেট স্কিম মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণির জনৈক শিক্ষার্থী শিক্ষক কর্তৃক মারাত্মকভাবে প্রহৃত হয়ে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছে। জামাকন বরগুণা জেলার পাথরঘাটার ইউএনওকে বিষয়টি অনুসন্ধান করে শিক্ষকের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেয়। উক্ত শিক্ষকের নিকট হতে ৫,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে উক্ত শিক্ষার্থীর চিকিৎসার জন্য প্রদান করা হয় এবং শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়।

(৭) পুলিশ হেফাজতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে জামাকনের পদক্ষেপঃ জনাব মোঃ মনসুর মনুর জামাকনে অভিযোগ করেন যে, তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও তাকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছে। জামাকন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি তদন্তপূর্বক দোষী পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত এসআই মোঃ জাহাঙ্গীরকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং অন্যান্য জড়িতদের ৭ দিনের বেতন কর্তন করা হয়েছে।

(৮) ভুয়া চিকিৎসকের জরিমানাঃ মোঃ রাসেল মিয়া নামে একজন ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে নিজেকে একজন চিকিৎসক হিসেবে উপস্থাপন করে কুড়িগ্রাম জেলায় "ইউনিক মেডিক্যাল" নামে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনা করে আসছিলেন। জামাকন কুড়িগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসককে বিষয়টি অনুসন্ধান করে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে। জেলা প্রশাসক মারফত জানা যায় যে, উক্ত ভুয়া চিকিৎসককে ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫০,০০০ টাকা জরিমানাসহ এক বছরের কারাদন্ড প্রদান করেছে।

(৯) দাবিকৃত লভ্যাংশ প্রাপ্তিঃ কুষ্টিয়ার জনৈক ব্যক্তি জামাকনে অভিযোগ করেন যে, কর্তৃপক্ষ পোস্ট অফিসে তার জমাকৃত টাকার ওপর প্রাপ্য লভ্যাংশ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। জামাকন বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের ডাইরেক্টর জেনারেলকে বিষয়টি অনুসন্ধান করে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করলে অভিযোগকারীকে তার প্রাপ্ত লভ্যাংশ প্রদান করা হয়।

(১০) জামাকনের নাম ব্যবহারকারী এনজিও'র বিরুদ্ধে শাস্ড়িমূলক পদক্ষেপঃ মানবাধিকার ইউনিটি নামক একটি এনজিও জামাকনের নাম ব্যবহার করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। জামাকন বিষয়টি অবগত

হওয়ার পর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আইনানুযায়ী এনজিও'টির নিবন্ধন বাতিল করেছে।

উলেণ্ঢখযোগ্য কর্মসূচি

(ক) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা:

জামাকন মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্তের কাজ করেছে। এসব অভিযোগ নিষ্পত্তির নিমিত্তে কমিশন রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পাঠিয়েছে। কমিশন জেলখানা, হাসপাতাল, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও এগুলোর মানোন্নয়নে সরকারের কাছে সুপারিশ পাঠানোর লক্ষ্যে উপর্যুক্ত স্থানসমূহ পরিদর্শন করেছে।

জামাকন অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি ও কমিশনের অভিযোগ ও তদন্ত বিভাগের মান উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট ছিল। বিলম্বে হলেও কমিশন অভিযোগ দায়েরের জন্য একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করেছে যাতে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

(খ) সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সভা

❖ বৈষম্য নিরোধ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

জামাকন বাংলাদেশ মানবাধিকার সুরক্ষায় সুদৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে বৈষম্য নিরোধ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ৩০ এপ্রিল ২০১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী মিলনায়তনে এক জাতীয় পরামর্শ সভার আয়োজন করে।

❖ জামাকন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সিডো (CEDAW) প্রতিবেদনের ওপর পরামর্শ সভা

২০১৫ সালের ১৫ জুন সিরডাপ (CIRDAP) মিলনায়তনে জামাকন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সিডো প্রতিবেদনের ওপর পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

❖ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ চিত্র বিষয়ক কর্মশালা

গত ১১ জুন ২০১৫ ঢাকার এলজিইডি ভবনের আরডিইসি সম্মেলন কক্ষে 'বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ চিত্র' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান কর্মশালায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "আমরা একটি বার্তা পরিষ্কার করে সকলের কাছে পৌঁছাতে চাই- ১৮ বছরের নিচে কোনো বিয়ে হবে না। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে এ অবস্থানের কোনো বিচ্যুতি গ্রহণযোগ্য নয়।"

❖ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বিতীয় কর্মকৌশল (২০১৬-২০২০) বিষয়ক পরামর্শ সভা

জামাকন ২০১৫ সালের ১৬ আগস্ট সিরডাপ (CIRDAP) মিলনায়তনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনার ওপর দিনব্যাপী মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

❖ এশিয়া প্যাসিফিক কাউন্সিল ফর জুভেনাইল জাস্টিস বিষয়ক সভায় জামাকনের অংশগ্রহণ

জামাকন দ্য ইন্টারন্যাশনাল জুভেনাইল জাস্টিস অবজারভেটরি (আইজেজেও/IJJO) এর আমন্ত্রণে এশিয়া প্যাসিফিক কাউন্সিল ফর জুভেনাইল জাস্টিস (এপিসিজেজে/APCJJ) এর দ্বিতীয় সভায় অংশগ্রহণ করে। ৫-৮ মে আইজেজেও ও থাইল্যান্ডের জাস্টিস মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

❖ **'হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন প্রতিরোধ: আমাদের করণীয়' বিষয়ক সেমিনার**

জামাকনের আয়োজনে ২০১৫ সালের ১৬ জুন রাজধানীর দ্য ডেইলি স্টার সেন্টারের আজিমুর রহমান সেমিনার কক্ষে 'বাংলাদেশে হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন প্রতিরোধ: আমাদের করণীয়' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) বাস্ড়বায়িত কর্মসূচি

জামাকন উহার আইন বলে প্রাপ্ত ক্ষমতা অনুযায়ী এ বছর অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি তুলে ধরা হলো:

(অ) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

জামাকন মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্তের কাজ করেছে। এসব অভিযোগ নিষ্পত্তির নিমিত্ত জামাকন রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পাঠিয়েছে। কমিশন জেলখানা, হাসপাতাল, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও এগুলোর মানোন্নয়নে সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করার লক্ষ্যে উপর্যুক্ত স্থানসমূহ পরিদর্শন করেছে।

জামাকন অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি ও কমিশনের অভিযোগ ও তদন্ত বিভাগের মান উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট ছিল। কমিশন অভিযোগ দায়েরের জন্য একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করেছে যাতে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করতে পারে। ২০১৫ সালে জামাকন কর্তৃক প্রাপ্ত মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	অভিযোগের ধরন	নিষ্পত্তিকৃত	অনিষ্পন্ন/নিষ্পত্তির অপেক্ষায়	মোট
১	ধর্ষণ	৫	৬	১১
২	হত্যা	৫	৮	১৩
৩	নির্যাতন	১	৪	৫
৪	যৌন হয়রানি	৪	২	৬
৫	পারিবারিক সহিংসতা	১৩	২৭	৪০
৬	নির্বিচারে আটক	-	৩	৩
৭	গুম/নিখোঁজ	-	১৫	১৫
৮	বাড়ি থেকে নিখোঁজ	-	১	১
৯	বিচারবহির্ভূত হত্যা	-	১	১
১০	কর্তব্যে অবহেলা	-	-	-
১১	শারীরিক শাস্তি	২	৩	৫
১২	হেফাজতে নির্যাতন	৬	২	৮
১৩	হেফাজতে মৃত্যু	-	-	-
১৪	মানব পাচার	৩	-	৩
১৫	প্রবাসী শ্রমিকদের বঞ্চনা	৭	৯	১৬
১৬	চাকরি সংক্রান্ত	১৯	১৬	৩৫
১৭	যৌতুক	৫	১	৬
১৮	অপহরণ	৯	৫	১৪
১৯	অন্যান্য	১৬২	১৮০	৩৪২
	মোট	২৪১	২৮৩	৫২৪

এখানে উল্লেখ্য যে, 'অন্যান্য' শীর্ষক অভিযোগের মধ্যে বেশিরভাগই জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ এবং পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সমস্যা এবং বস্তুনিষ্ঠ নয় এ ধরনের অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত ।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গৃহীত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	অভিযোগের ধরন	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন/নিষ্পত্তির অপেক্ষায়	মোট
১	বিচারবহির্ভূত হত্যা	-	৫	৫
২	হত্যা	-	১	৬
৩	ধর্ষণ	-	৩	৩
৪	নির্যাতন	-	২	২
৫	যৌন হয়রানি	১	-	১
৬	কর্তব্যে অবহেলা	-	১	১
৭	অন্যান্য	২	২	৪
	মোট	**৩**	**১৪**	**১৭**

(আ) সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সভা

❖ মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত আন্ড়র্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ

গত ১৪ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে জামাকনের প্রতিনিধিদল মেক্সিকোর মেরিডাতে বিভিন্ন দেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ১২ তম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে । ৫১টি দেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ১১৮ জন প্রতিনিধি এই গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে । সম্মেলনে ''টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ভূমিকা কী?'' শীর্ষক ''মেরিডা ঘোষণা'' গৃহীত হয় ।

❖ মেহেরপুরে মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে ১৬ নভেম্বর ২০১৫ "মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । এ সেমিনারে সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন ।

❖ ''সবার জন্য মানবাধিকার: প্রেক্ষিত অস্পৃশ্যতা'' বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠান

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গত ১৫ নভেম্বর ২০১৫ ''সবার জন্য মানবাধিকার: প্রেক্ষিত অস্পৃশ্যতা'' বিষয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । জামাকনে হরিজন সম্প্রদায়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দলিত সম্প্রদায়ের মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয় ।

❖ দ্বিতীয় পর্যায় ইউপিআর সুপারিশসমূহ: বাস্ড়বায়ন অগ্রগতি বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত

জামাকন গত ৬-৭ ডিসেম্বর ২০১৫ রাজধানীর সিরডাপ অডিটোরিয়ামে দ্বিতীয় পর্যায় ইউপিআর সুপারিশসমূহ: বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এক ফলোআপ সভার আয়োজন করে ।

❖ **মানবাধিকার দিবস ২০১৫ পালিত**

জামাকন যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে মানবাধিকার দিবস ২০১৫ পালন করেছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল "আমাদের অধিকার, আমাদের স্বাধীনতা সর্বদাই"।

❖ **আইন ও সালিশ কেন্দ্র আয়োজিত মানবাধিকার সম্মেলন ২০১৫-তে অংশগ্রহণ**

গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ সাভারের ব্র্যাক বিএলসিতে আইন ও সালিশ কেন্দ্র আয়োজিত মানবাধিকার সম্মেলন ২০১৫-তে জামাকন চেয়ারম্যান অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ সম্মেলনে জামাকনের দায়িত্ব, অভিজ্ঞতা, অর্জন ও ভবিষ্যৎ পথচলা বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

(ই) গবেষণা ও প্রকাশনাঃ

জামাকন ২০১৫ সালে বহুমাত্রিক গবেষণা সম্পাদন করেছে । গবেষণার তালিকাসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

ক্রমিক	গবেষণার শিরোনাম	গবেষক	প্রকাশনার সময়
১	বাংলাদেশে হিন্দু নারীদের অধিকার ও অবস্থা	গোবিন্দ চন্দ্র মন্ডল	চলমান
২	পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা: মানবাধিকার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ	ড. সাদেকা হালিম ও খায়রুল চৌধুরী	চলমান
৩	জামাকনের ৫ বছর: একটি বিশ্লেষণ	ড. রহমতউল্লাহ্ ও বায়েজিদ হোসেন	চলমান
৪	খাদ্যের অধিকার: দাতব্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ন্যায্য অধিকার	ড. আব্দুল্লাহ্ আল ফারুক	চলমান
৫	স্বাস্থ্যের অধিকার: প্রত্যাশা থেকে প্রয়োগিক দৃষ্টিকোণ	মুহাম্মদ রেজাউর রহমান	চলমান
৬	দলিত নারীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অবস্থা এবং সিডও ইস্যু	জান্নাত-এ- ফেরদৌসী	চলমান
৭	পাচার শিকার ব্যক্তিদের প্রত্যাবাসন: সমস্যা ও ঝুঁকি	খন্দকার ফারজানা রহমান	চলমান
৮	তৈরি পোশাক খাত: সম্ভাবনা ও ঝুঁকি এবং বিভিন্ন অংশীজনদের ভূমিকা	সৈয়দ রোবায়েত ফেরদৌস (দলনেতা)	চলমান
৯	বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে প্রবাসী শ্রমিকদের অবদান	মুহাম্মদ আজিজুর রহমান ও মো. আওরঙ্গজেব	চলমান

জামাকন ইয়ার বুক ২০১৬ (Year Book 2016) -এর জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো নির্বাচন করেছে-

১. রাষ্ট্রীয় ধর্মের বাতাবরণে ধর্মের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ।

২. আইনের শাসন ও দায়মুক্তি: মানবাধিকারের ওপর উপনিবেশ আইনের প্রভাব ।

৩. প্যারিস নীতিমালার আলোকে জাতীয় মানবাধিকার আইন ২০০৯-এর বিশ্লেষণ ।

৪. নিরাপদ অভিবাসন ও ঝুঁকি: বাংলাদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ ।

৫. মানবাধিকারের অবিভাজ্যতার প্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক অধিকার: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ।

৬. হিজড়াদের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান: নীতি প্রভাব ।

৭. বাংলাদেশের দন্ডবিধির অধীনে মৃত্যুদন্ডের সাংবিধানিক উপযুক্ততা বিশ্লেষণ ।

(ঈ) সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ:

❖ **জামাকনের পৃষ্ঠপোষকতায় নারীর বির"দ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক গণসমাবেশ**

জামাকনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক এক গণসমাবেশে অংশগ্রহণ করেন । গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার ভরতখালি ইউনিয়ন সংলগ্ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ।

❖ **জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্মকর্তাদের জন্য আ"র্জাতিক মানবাধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ**

গত ২০ এবং ২১শে অক্টোবর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৭ জন নতুন কর্মকর্তা তাদের প্রথম কর্মদিবসেই স্বতস্ফূর্তভাবে মানবাধিকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে । প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অধ্যাপক ড. লয়াল এস. সুঙ্গা- আইডিএলও বিশেষ উপদেষ্টা (মানবাধিকার এবং মানবিক আইন) এবং বিভাগীয় প্রধান, আইনের শাসন বিভাগ হেগ ইন্সটিটিউট ফর গ্লোবাল জাস্টিস । প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আন্তর্জাতিক আইন এবং বাংলাদেশের আইনের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ যেখানে জনাব লয়াল ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানবাধিকারের বিকাশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন ।

❖ **চট্টগ্রাম এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সাংবাদিকদের জন্য 'মানবাধিকার সাংবাদিকতা' শীর্ষক কর্মশালা**

নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে চট্টগ্রাম এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকায় (খাগড়াছড়ি, বান্দরবন এবং রাঙ্গামাটি) জামাকন কয়েকটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে । এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিলো মানবাধিকারের প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করা এবং সাংবাদিকদের মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা ।

(ঘ) গণমাধ্যমে জামাকন

তারিখ	সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বিষয়
২২/০১/২০১৫	বিরোধীদল কর্তৃক আহুত কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক সহিংসতা ও সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে জামাকনের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

২৭/০১/২০১৫	শান্তি র‍্যালিতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমন্ত্রণপত্র
১৭/০২/২০১৫	বিরোধীদল কর্তৃক পেট্রল বোমা নিক্ষেপ ও অগ্নি সংযোগের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
১৯/০২/২০১৫	ইউরোপীয়ান সংসদীয় কমিটির সঙ্গে মানবাধিকার বিষয়ে মতামত বিনিময়
১৯/০২/২০১৫	গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিপন্ন করার চেষ্টায় টেলিফোন সংলাপ প্রকাশিত হওয়ায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ প্রকাশ
২৬/০২/২০১৫	ব্লগার অভিজিত রায় হত্যাকান্ডের ঘটনায় মানবাধিকার কমিশনের গভীর উদ্বেগ, অপরাধীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি
০৫/০৩/২০১৫	হুমকির মুখে মানবাধিকার: আমাদের করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা কাভার করার জন্য গণমাধ্যমকে আমন্ত্রণ
২৩/০৩/২০১৫	প্রথম আলোর সাংবাদিকের প্রতি নির্যাতনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ প্রকাশ
১২/০৪/২০১৫	বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সালাহউদ্দীন আহমেদ নিখোঁজের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ প্রকাশ
১৯/০৪/২০১৫	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে ১৪২২ সালে যৌন হয়রানির ঘটনায় প্রেস কনফারেন্স ও জামাকনের বক্তব্য
২২/০৪/২০১৫	যৌনকর্মীদের জীবন ও জীবনের অধিকার বিষয়ে গণশুনানি অনুষ্ঠান কাভার করার জন্য সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ
২৯/০৪/২০১৫	বৈষম্য নিরোধ আইন প্রণয়নের লক্ষে আয়োজিত জাতীয় সংলাপ অনুষ্ঠান কাভার করার জন্য সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ
১৩/০৫/২০১৫	যৌন হয়রানির প্রতিবাদের বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের নির্যাতনে কমিশনের উদ্বেগ প্রকাশ
১৪/০৫/২০১৫	মানব পাচার প্রতিরোধ ও পাচারের শিকার ব্যক্তিদের প্রত্যাবাসন বিষয়ে সেমিনার কাভার করার জন্য সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ
২৪/০৫/২০১৫	গারো কিশোরীকে গণধর্ষনের ঘটনায় কমিশনের নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ
১০/০৬/২০১৫	বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ চিত্র: আইনি সংস্কার বিষয়ে সেমিনার কাভার করার জন্য সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র প্রেরণ
১৫/০৬/২০১৫	নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু নিবারণ: আমাদের করণীয় শীর্ষক সেমিনার কাভার করার জন্য সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র প্রেরণ
২৩/০৬/২০১৫	মায়ানমারের বর্ডার নিরাপত্তাকমী কর্তৃক বাংলাদেশে বিজিবি জাওয়ান আব্দুর রাজ্জাককে অপহরণ ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ

১৩/০৮/২০১৫	জামাকনের পাঁচ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র প্রণয়ন বিষয়ে সেমিনার কাভার করার জন্য সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র প্রেরণ
৩১/০৮/২০১৫	ফেলানী হত্যা করে ক্ষতিপূরণ বাবদ ভারতীয় সরকার কর্তৃক ৫ লাখ টাকা প্রদানের ঘটনা জানিয়ে গণমাধ্যমকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ
১০/০৯/২০১৫	প্রজনন স্বাস্থ্য ও নারীদের মানবাধিকার সুরক্ষা: আমাদের করণীয় বিষয়ক সেমিনার কাভার করার জন্য সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র প্রেরণ
৩১/১০/২০১৫	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান কর্তৃক অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বক্তব্যের প্রতিবাদে প্রেস বিজ্ঞপ্তি
০১/১১/২০১৫	ইরাক ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন কাভার করার জন্য সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র প্রেরণ
০৯/১১/২০১৫	শিশু সামিউল আলম রাজন ও রাকিব হত্যার প্রতিবাদে এবং অপরাধী বিচারের আওতায় আনার তাগাদা জানিয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ
০৬/১২/২০১৫	দ্বিতীয় পর্যায় ইউপিআর সুপারিশসমূহ: বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংলাপ কাভার করার জন্য সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ
০৯/১২/২০১৫	জামাকন কর্তৃক আয়োজিত মানবাধিকার দিবস ২০১৫ কাভার করার জন্য সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র প্রেরণ

(ঙ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০১৫ সালে অনেকগুলো সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে থেকে কয়েকটি সাফল্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(১) জামাকনের সহযোগিতায় সন্ড়ান ফিরে পেলেন লাকি

শৈশবে ফাতেমাতুজ জোহরা লাকি প্রায়ই তার বাবা-মা'র দ্বারা নির্যাতনের শিকার হতেন। অতি নিকটজনদের দ্বারা এ ধরনের আচরণের শিকার হওয়ার কারণে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি যাকে ভালোবাসতেন ২০০৮ সালে তাকে বিয়ে করে লন্ডন চলে যান। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, লাকির স্বামী ছিল খুব লোভী, শ্বশুরের সম্পত্তির লোভেই সে মূলত লাকিকে বিয়ে করে। যৌতুক এনে দেওয়ার দাবিতে এক পর্যায়ে স্বামীও লাকিকে নির্যাতন করতে থাকে। এর মধ্যে লাকি ২০১০ সালে গর্ভধারণ করলেও তার প্রতি নির্যাতন থামে নি। ২০১২ সালে লন্ডন পুলিশ তাদের আলাদা করে দেয় এবং লাকিকে মানসিক হাসপাতালে পাঠায়। দুবছরের শিশু জুকুয়াহ লায়েক লাকিকে সরকারি হেফাজতে নেওয়া হয়।

২০১৫ সালে লাকি মানসিকভাবে সুস্থ হলে, তিনি তার সন্তান নিয়ে ভারতে তার এক চাচার বাসায় চলে যান। সেখান থেকে লাকির বাবা-মা তার ছেলেসহ লাকিকে যশোর নিয়ে আসেন। লাকি জানতে পারেন যে, তার স্বামী তার বাবা-মাকে টাকা দিয়েছে তাদের লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাংলাদেশে তার বাবা-মা লাকিকে বন্দি করে তার ছেলেসহ মূল্যবান কিছু জিনিসপত্র (যেমন- পাসপোর্ট ও লন্ডনের ভিসা কার্ড) নিয়ে অন্যত্র চলে যান।

লাকি কৌশলে এ বন্দিদশা থেকে নিজেকে মুক্ত করেন। ২০১৫ সালের ১৭ নভেম্বর তিনি জামাকনে তার বাবা-মার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আসেন। জামাকনের কাছে তিনি তার সন্তান ও মূল্যবান জিনিসপত্র ফিরে পাওয়ার দাবি জানান।

জামাকনের সহায়তায় অবশেষে লাকি তার সন্তানসহ পাসপোর্ট, ভিসা কার্ড ও অন্যান্য ডকুমেন্ট ফিরে পান।

(২) স্কুল শিক্ষকেরা তাঁদের বেতন-ভাতা পেয়েছেন

ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার সোনাগাজী মো. সাবের মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩৪ জন শিক্ষক ও কর্মচারী সেপ্টেম্বর ২০১৪ সাল থেকে বেতন-ভাতা পাচ্ছিল না। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর তাদের দুর্দশা লাঘবে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানিয়ে জামাকন কর্তৃক চিঠি পাঠানো হলে তারা তাদের বেতন-ভাতা পান।

(৩) জামাকন সহায়তায় বয়স্ক ভাতা পেলেন খুকি বেওয়া

খুকি বেওয়া একজন বয়স্কা বিধবা। বাড়ি গাইবান্ধা জেলায়। তার নাম বয়স্ক ভাতার তালিকার শীর্ষে থাকা সত্ত্বেও তাকে মৃত দেখিয়ে অন্যজনকে এ বয়স্ক ভাতা দেওয়া হচ্ছিল। জামাকন এর উদ্যোগের ফলে খুকি বেওয়া এখন বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন।

(৪) বরগুনা সদর থানা এলাকায় স্থানীয় লোকদের চলাচলে বাধা সৃষ্টিতে জামাকনের প্রতিবাদ

বরগুনা জেলার মুসলিম অধ্যুষিত থানাপাড়া এলাকা (যেখানে সদর থানা অবস্থিত) সেখানকার মুসল্লিরা থানা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করেন এবং নামাজ পড়তে যাওয়াসহ অন্যান্য কাজের জন্য স্থানীয় জনগণ থানায় যাওয়ার সড়কটি ব্যবহার করেন। কিন্তু বরগুনার পুলিশ সুপার বিষয়টি বিবেচনা না করেই একটি দেয়াল তুলে রাস্তাটি বন্ধ করে দেয়।

মো. ওয়াহেদ খান গং স্থানীয় জনগণের পক্ষে বরগুনার পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের চলাচলের কথা বিবেচনা করে দেয়ালে পকেট দরজা তৈরি করা হয়।

(৫) তানভীর আলমকে অবৈধভাবে গ্রেফতারের বির"দ্ধে কমিশনের দৃঢ় পদক্ষেপ

মো. তানভীর আলমকে সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যার মামলায় সন্দেহজনকভাবে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার মুক্তির জন্য কমিশন সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্টে রিট আবেদন দায়ের করে। হাইকোর্ট তার জামিন মঞ্জুর করে।

(৬) শিশুদের জেলে পাঠানোর বির"দ্ধে জামাকনের দৃঢ় পদক্ষেপ

কোনো শিশুকেই যেন কারাগারে পাঠানো না হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য জামাকন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। জামাকনের এ অনুরোধের পর ২০১৫ সালের ৩০ মার্চ মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য উল্লিখিত বিষয়ে একটি নির্দেশ জারি করা হয়।

(৭) ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চিত করার জন্য জামাকনের উদ্যোগ

টাঙ্গাইলের ইভানজিলিকা হলিনেস চার্চ থেকে মৃণাল কান্তি বাউল জানুয়ারির ২২, ২০১৫ সালে জামাকন বরাবর এ মর্মে একটি ইমেইল পাঠান যে, তিনি বিলকোটহাওগানি গ্রামে ২০১৩ সালে চার্চ নির্মাণের জন্য এক খণ্ড জমি ক্রয়

করেন। স্থানীয় চেয়ারম্যান প্রকল্পটি নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেন। তিনি তাকে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন এবং হুমকি দেন যে, চেয়ারম্যানের কথা না শুনলে তাকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হবে। মৃণাল বিষয়টির প্রতিকার চেয়ে প্রশাসনের অনেকের কাছে আবেদন করেন; কিন্তু প্রতিকার পেতে ব্যর্থ হন। জামাকন ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। টাঙ্গাইল থানার এস আই আশারফুজ্জামানের উপস্থিতিতে চেয়ারম্যান ও অভিযোগকারীর মধ্যে এক সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়।

২. আইন কমিশন

(ক) আইন কমিশনের উদ্ভব ও বিকাশঃ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রম পরিবর্তন ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইন সমূহের কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করণ, মৌলিক মানবাধিকার পরিস্থিতির আইনগত দিকসমূহ পুনঃনিরীক্ষণ ও আইন শিক্ষার মানোন্নয়নসহ অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয়াদি সম্পর্কে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করার জন্য ১৯৯৬ সনে স্থায়ী আইন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর বিধান অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান এবং দুইজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হবে। বর্তমানে আইন কমিশনে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য কর্মরত আছেন। তাদেরকে সহায়তা করার জন্য কাজ করেছেন একজন সচিব, একজন মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা, একজন সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, একজন সিনিয়র সহকারী সচিব, একজন গবেষণা কর্মকর্তা এবং দুইজন অনুবাদ কর্মকর্তা।

(খ) আইন কমিশনের কার্যপরিধিঃ

প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইনসমূহ সংশোধন, বিচার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণ এবং বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের কাঠামো প্রতিষ্ঠাকল্পে দিক-নির্দেশনা দিয়ে আইন কমিশন সরকারের নিকট সুপারিশমূলক প্রতিবেদন পেশ করে আসছে। আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৯ (১) অনুযায়ী প্রতিবছর আইন কমিশন হতে পূর্ববর্তী বছরের সম্পাদিত কার্যাবলির একটি প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করার বিধান আছে। উল্লেখ্য, আইন কমিশন আইনের ৯ (২) ধারা অনুসারে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবছর কমিশন থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে পেশ করার বিধান রয়েছে।

কমিশনের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৬ক (১) এর বিধান অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক সম্পাদিতব্য প্রতি দুই বছরের একটি কর্মপরিকল্পনা পূর্ববর্তী বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করা হয়। সরকার কর্মপরিকল্পনার বিষয়াবলির উপর মতামত বা সুপারিশ সে বছরের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করে থাকে। সরকারের মতামত বা পরামর্শ বিবেচনাক্রমে কমিশন কর্মপরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারকে জ্ঞাত করে থাকে।

(গ) আইন কমিশনের ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি:

১। বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ সংশোধনের সুপারিশ

খাদ্য দ্রব্য, পানীয়, পশু বা প্রাণীর খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে শাস্তির বিধান আনয়ন করার জন্য বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ সংশোধনীর সুপারিশ প্রেরণ করা হয়।

২। রাষ্ট্র বনাম মিসেস হেলেনা পাশা ও অন্যান্য (ড্রাগ কেস নং ৪/১৯৯৩) মামলাটি নিষ্পত্তিতে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও সুপারিশ

গণমাধ্যমে প্রচারিত চাঞ্চল্যকর এই মামলার নিষ্পত্তিতে ২১ বছর বিলম্বের খবর আইন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, কমিশন তদন্ত করে কারণ উদঘাটন করে। আদালতে যোগ্য বিচারক নিয়োগ, মামলা নিষ্পত্তি বিষয়ে সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থা চালু ও সাক্ষী হাজির করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া, ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশন সুপারিশ করে।

৩। ময়মনসিংহ জেলা জাজশীপ কর্তৃক মামলার জট নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কিত প্রতিবেদন

ময়মনসিংহ জেলা জজ আদালত অধিকসংখ্যক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হওয়ায় আইন কমিশন উক্ত জাজশীপ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কিছু সুনির্দিষ্ট পর্যায়কে চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আইন কমিশন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

৪। State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1950) সংশোধনকল্পে সুপারিশ

খতিয়ান সংশোধনের মত নিছক ঘটনাগত বিষয় সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রীম কোর্টে যাওয়ার বিধানকে বাতিল করে জেলা জজ ও অতিরিক্ত জেলা জজগণের উপর Land Survey Appellate Tribunal এর ক্ষমতা অর্পণ করে State Acquisition and Tenancy Act (Act XXVIII of 1950) এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সুপারিশ করা হয়।

৫। আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন আইন, ২০১৫ প্রণয়নকল্পে সুপারিশ

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদসমূহে বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে আসছে, যা সংবিধানের ২৫ (১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বিশ্ব শান্তি, নিরাপত্তা, আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্করক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য অন্যরাষ্ট্র বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠনের সাথে চুক্তি সম্পাদন, সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলি ও দায় দায়িত্ব বাস্তবায়ন ও পালন করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন আইন না থাকায় কমিশন সুপারিশসহ **আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন আইন, ২০১৫** এর একটি খসড়া প্রস্তুতক্রমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৬। অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধিকতর সংশোধনীকল্পে সুপারিশ

দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। বিশেষত ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো এই সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহীতাগণ যথাসময়ে কিস্তি পরিশোধ না করে ঋণ খেলাপী হন। প্রদত্ত ঋণ আদায়ের নিমিত্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আদালতের দারস্থ হতে হয়। বর্তমানে প্রচলিত অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এ কিছু সীমাবদ্ধতা থাকায় কমিশন আইনটির মোট ২৪ টি ধারায় পরিবর্তন এনে সংশোধনের সুপারিশসহ আইনটির সংশোধনীর খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৭। রাজশাহী জাজশীপ পরিদর্শন প্রতিবেদন

জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় সভাপতি ও মন্ত্রী মহোদয়সহ সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জাজ্শীপে মামলার জট নিরসনের জন্য

অন্তত বিভাগসমূহে অবস্থিত জাজ্‌শীপ পরিদর্শন ও মামলা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মকর্তাগণ রাজশাহী জেলা জাজশীপ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে কমিশন ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের দিক নির্দেশনাসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

৮। 'আদালতে মামলা জটঃ কারণ ও সমাধানের সন্ধানে' শীর্ষক সুপারিশ প্রেরণ

দেশের উচ্চ ও নিম্ন আদালতের দীর্ঘদিন বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দেশের সাবেক প্রধান বিচারপতিগণ, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক, সাবেক বিচারপতিগণ, সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী, নিম্ন আদালতের বিচারক ও আইনজীবী, আইনের অধ্যাপক ও প্রসিকিউটরগণের অংশগ্রহণে এক মতবিনিময় সভা শেষে আইন কমিশন জেলা পর্যায়ের আদালতসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মামলা জট কমানোর লক্ষ্যে এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক সংস্কারের সুপারিশ প্রদান করে।

৯। অন্যান্য মতামত

(১) মতামত প্রদান ও অনুবাদ পর্যালোচনাঃ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান খসড়া আইন বা বিধির কপি এবং বাংলায় অনুবাদকৃত আইন ও বিধির খসড়া সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য আইন কমিশনে প্রেরণ করে। কমিশন উক্ত খসড়াসমূহ বিশদ পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করে। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভায় মনোনীত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে কমিশনের মতামত উপস্থাপন করেন। এই সব আইন ও বিধিগুলো নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক নং	আইন বা বিধির শিরোনাম	মন্তব্য
১.	নাগরিকত্ব আইন, ২০১৪	কমিশনের প্রতিনিধি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আহুত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত থেকে খসড়া প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান করে।
২.	বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বাংলা অনুবাদ পরীক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হলে কমিশন অনুবাদটি পর্যালোচনান্তে মতামত প্রদান করে।
৩.	জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ আইন, ২০১৪	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আইনটির খসড়া প্রাপ্ত হয়ে কমিশন পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করে।
৪.	নজরুল ইন্সটিটিউট আইন, ২০১৪	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বাংলা অনুবাদ পরীক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হলে কমিশন অনুবাদটি পর্যালোচনান্তে মতামত প্রদান করে।
৫.	নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১৪	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে বিধিটির খসড়া প্রাপ্ত হয়ে কমিশন পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করে।
৬.	The Investment Policy Review, Bangladesh prepared by UNCTAD	শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে **UNCTAD** কর্তৃক প্রস্তুতকৃত **বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা**টি মতামত ও মন্তব্যের জন্য আইন কমিশনে প্রেরিত হয়। কমিশন নীতিটি বিশদ পর্যালোচনা করে মতামত শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। খসড়া চূড়ান্তকরণ বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় কমিশনের মনোনীত প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং নির্দেশনা মোতাবেক আইন কমিশনের মতামত ও মন্তব্যের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

(২) খসড়া প্রণয়ন কমিটিঃ

কমিশনের মনোনীত মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ আইন, ২০১৪ খসড়া প্রণয়নের উপ-কমিটিতে এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বীরাঙ্গণা বিধিমালা, ২০১৪ খসড়া প্রণয়নের উপ-কমিটিতে অংশগ্রহণ করেন।

১০। জাতীয় কর্মশালা ও সেমিনার

(১) অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ :

এই আইনটির সংশোধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও আইনজীবী এবং অর্থঋণ মামলায় বিবাদীপক্ষের আইনজীবীদের অংশগ্রহণে মোট ৪ টি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভাগুলো থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে কমিশন অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ সংশোধনের জন্য সুপারিশনামা প্রস্তুত করে।

(২) The Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974:

১৯৭৪ সনে আইনটি প্রবর্তনের পর পরবর্তী চার দশকে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৮২ সনের সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় আইনটির ব্যাপক সংশোধনীর প্রয়োজন দেখা দেয়। কমিশন খসড়া সংশোধনী প্রস্তুতকল্পে বিশেষজ্ঞগণের, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রথম রিয়ার এডমিরাল এম.এইচ. খান (অব:), প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ব্যারিস্টার হারুন অর রশিদ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম এ্যফেয়ার্স অনুবিভাগ এর সচিব রিয়ার এডমিরাল মো: খুরশেদ আলম (অব:) ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন ড. আব্দুল্লাহ আল ফারুকসহ আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একাধিক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত করে।

(৩) মানসিক স্বাস্থ্য আইন:

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর পরিচালকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কমিশন ***Lunacy Act, 1912(Act NO.IV of 1912)***এর পরিবর্তে 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন' নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত গবেষণা কর্মের সূচনা করে। এ বিষয়ে বিগত ১৯ ও ২৮ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে দুটো বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোস্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন, সিআরপি, মেন্টাল হেলথ নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইক্লোজি সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ডাক্তার, পরিচালক, বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। এই আইনটির গবেষণা কর্ম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

(৪) স্বাস্থ্যসেবা আইন:

দেশের বিভিন্ন নাগরিকগণের অনুরোধে রোগী ও চিকিৎসকদের অধিকারের সুরক্ষা প্রদান সংক্রান্ত একটি গবেষণা পরিচালনাসহ খসড়া আইন প্রণয়নের কাজ কমিশনে চলমান রয়েছে। এই আইনের বিষয়ে কমিশন দেশের খ্যাতনামা অধ্যাপক, চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞগণের সাথে একাধিক সভার আয়োজন করে। মাঠপর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. রবিউল ইসলামের তত্ত্বাবধায়নে একটি ফিল্ড স্টাডি সম্পন্ন করা হয়। এই গবেষণাটি বর্তমানে চলমান রয়েছে।

(৫) 'আদালতে মামলা জট: কারণ ও সমাধানের সন্ধানে' শীর্ষক মতবিনিময় সভা

জেলা পর্যায়ে আদালতসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মামলা জট কমানোর লক্ষ্যে এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার জন্য আইন কমিশন গত ৬ জুন, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে দিনব্যাপী মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, সাবেক প্রধান বিচারপতিগণ, প্রশাসনিক আপিলেট ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক, সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতিগণ, সুপ্রীম কোটের আইনজীবী, নিম্ন আদালতের বিচারক ও আইনজীবী, আইনের অধ্যাপক ও প্রসিকিউটরগণ উক্ত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় মামলা জটের সুনির্দিষ্ট কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১১। কমিশনের অন্যান্য কার্যক্রম

(১) খাদ্য অধিকার (Right to food) সংক্রান্ড় Learning visit:

অক্সফাম, বাংলাদেশের সাথে কমিশনের খাদ্য অধিকার (**Right to food)** সংক্রান্ত যৌথ গবেষণার অংশ হিসাবে কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা হাসান মো. আরিফুর রহমান বিগত ১১-১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ অক্সফাম, ভারত কর্তৃক বিহার রাজ্যের পাটনা ও বুদ্ধগয়ায় আয়োজিত **Learning Programme** এর আওতাধীন বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

(২) Strengthening the Law Commission প্রকল্পঃ

UNDPএর আর্থিক সহযোগিতায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের **Justice Sector Facilities (JSF)** প্রকল্পের সিড ফান্ড থেকে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) মার্কিন ডলার বরাদ্দের মাধ্যমে ***Strengthening the Law Commission*** প্রকল্প গৃহীত হয়। বিগত ২৮ আগষ্ট ২০১৪ তারিখে ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর তথা সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের সাথে আইন কমিশনের সচিবের একটি Memorandum of Understanding স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটির আওতায় প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তিন জন জাতীয় পরামর্শক (National Consultant) নিযুক্তির মাধ্যমে Need Assessment for Improved Institutional Capacity of the Law Commission এবং দু'টি আইন পুনঃপ্রবর্তনের (Re-enactment) গবেষণা কর্ম পরিচালনাসহ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ক্যামেরা, স্ক্যানার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় এবং গবেষণা কর্মের নিমিত্ত Online Research Materials ব্যবহারের সুবিধা অর্জন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে যথানিয়মে Need Assessment for Improved Institutional Capacity of the Law Commission এর গবেষণার জন্য অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা জজ জনাব হাসান শহীদ ফেরদৌস এবং Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) হালনাগাদকরণের জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট ড. রফিকুর রহমানকে জাতীয় পরামর্শক (National Consultant) নিয়োগ করা হয়েছে।

১২। আইন কমিশনের জেলা জাজশীপ পরিদর্শনঃ

(১) ময়মনসিংহ জাজশীপ পরিদর্শনঃ

গণমাধ্যমে ময়মনসিংহ জাজশীপে মামলা জট (Backlog) হ্রাস করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ৫৬ হাজারেরও অধিক মামলা নিষ্পত্তি করার সংবাদের ভিত্তিতে এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্য মহোদয়দ্বয়, সচিব ও মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা বিগত ১২-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে ময়মনসিংহ জাজশীপ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে কমিশন জেলায় কর্মরত সকল বিচারকবৃন্দের উপস্থিতিতে জাজশীপের মামলা নিষ্পত্তির পদ্ধতি পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন স্যুট রেজিষ্টার, নথি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে এবং নেজারত, নকলখানা ও মহাফেজখানা সরেজমিনে পরিদর্শন করে। একই সাথে তারা ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। পরিদর্শনের আলোকে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ও সুপারিশ মন্ত্রণালয় ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

(২) রাজশাহী জাজশীপ পরিদর্শনঃ

দীর্ঘ বিচারাধীন মামলা জটের কারণ এবং দ্রুত নিষ্পত্তির প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরুপণের লক্ষ্যে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এ.বি.এম. খায়রুল হক, মাননীয় সদস্য বিচারপতি জনাব এ.টি.এম ফজলে কবীর, মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ও গবেষণা কর্মকর্তা বিগত ২১-২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে রাজশাহী সফর করেন। উক্ত সফরকালে তারা রাজশাহীতে অবস্থিত সকল বিচারকগণের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন এবং আদালতের

বিভিন্ন স্যুট রেজিস্টার, নথিপত্রসহ বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন করেন। একই সাথে তারা রাজশাহী জেলা আইনজীবী সমিতির বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে প্রতিবেদন চুড়ান্ত হলে মন্ত্রণালয় ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বরাবরে প্রেরণ করা হবে।

(ঘ) আইন কমিশনের ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলিঃ

(১) বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৫ এর খসড়া প্রণয়ন করে সুপারিশ

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর পরিচালকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইন কমিশন ***The Lunacy Act, 1912(Act NO.IV of 1912)***এর পরিবর্তে 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৫' নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত গবেষণা কর্ম সম্পাদন শেষে আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) রাজশাহী জাজশীপ পরিদর্শন প্রতিবেদন

জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় সভাপতি ও মন্ত্রী মহোদয়সহ সকল সদস্যের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জাজ্শীপে মামলার জট নিরসনের জন্য অন্তত বিভাগসমূহে অবস্থিত জাজ্শীপ পরিদর্শন ও মামলা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মকর্তাগণ রাজশাহী জেলা জাজশীপ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে কমিশন ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের দিক-নির্দেশনা সহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

(৩) 'আদালতে মামলা জটঃ কারণ ও সমাধানের সন্ধানে' শীর্ষক সুপারিশ প্রেরণ

দেশের উচ্চ ও নিু আদালতের দীর্ঘদিন বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দেশের সাবেক প্রধান বিচারপতিগণ, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক, সাবেক বিচারপতিগণ, সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী, নিু আদালতের বিচারক ও আইনজীবী, আইনের অধ্যাপক ও প্রসিকিউটরগণের অংশগ্রহণে এক মতবিনিময় সভা শেষে আইন কমিশন জেলা পর্যায়ে আদালতসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মামলা জট কমানোর লক্ষ্যে এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক সংস্কারের সুপারিশ প্রদান করে। পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত অতিরিক্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় এবং সুপারিশ আকারে প্রেরণ করা হয়।

(ঙ) বিলুপ্ত ছিটমহলের আইনি সমস্যা ও আইন কমিশনের সুপারিশ

১ আগস্ট ২০১৫ মধ্যরাতে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হয়। ছিটমহলসমূহ উভয় দেশের মধ্যে বিনিময়ের লক্ষ্যে Joint Boundary Working Group (JBWG) এর ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১০-২০১১ সালে জরিপ মৌসুমে উভয় দেশের অভ্যন্তরে ছিটমহলসমূহে হেড কাউন্টিং এর কাজ সম্পন্ন হয়। এই জরিপ অনুসারে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১টি ছিটমহলের জনসংখ্যা ৩৭,৩৬৯ জন এবং ১৭১৬০.৬৩ একর ভূমি রয়েছে, যা বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক ও ভূখণ্ড হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার কারণে তাদের জন্য এখন বাংলাদেশে প্রচলিত আইনসমূহ প্রযোজ্য হচ্ছে। এভাবে একীভূত নতুন ভূমি ব্যবস্থাপনায়ও বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইন অনুসরণীয়।

এ প্রেক্ষাপটে আইন কমিশন ছিটমহল এলাকা পরিদর্শন করে বিলুপ্ত ছিটমহলের আইনি সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এবং সমাধানের জন্য দিক-নির্দেশনাসহ প্রতিবেদন প্রদান করে।

(চ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের দায়বদ্ধতা, অসদাচরণ, অসামর্থ্যতা বিষয়ে তদন্ড় ও পরবর্তী কার্যক্রম প্রসঙ্গে আইন কমিশনের মতামত ও সুপারিশ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফার আওতায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের দায়বদ্ধতা আনয়ন ও নিশ্চিতকল্পে এবং জাতীয় সংসদের মাধ্যমে কোন বিচারকের অসদাচারণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উহা তদন্ত এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান অন্তর্ভূক্ত করে আইন কমিশন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের অসদাচারণ বা অসামর্থ্য (তদন্ত ও দায় নির্ধারণ) আইন, ২০১৬ এর খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

(ছ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকৃতি আইন, ২০১৬ এর খসড়া প্রণয়ন

আইন কমিশনের ডিসেম্বর, ২০১৫ মাসিক সভায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকৃতি আইন, ২০১৬ এর খসড়া প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার সিদ্ধান্ত হয়। ইতোমধ্যে খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(জ) অন্যান্য মতামত

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান খসড়া আইন বা বিধির কপি এবং বাংলায় অনুবাদকৃত আইন ও বিধির খসড়া সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য আইন কমিশনে প্রেরণ করে। কমিশন উক্ত খসড়াসমূহ বিশদ পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করে। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় মনোনীত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে কমিশনের মতামত উপস্থাপন করেন। এই সব আইন ও বিধিগুলো নিম্নরূপ:-

ক্রমিক নং	আইন বা বিধির শিরোনাম	মন্তব্য
১.	Company Act, 2013	কমিশনের প্রতিনিধি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আহুত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত থেকে খসড়া প্রণয়নে পরামর্শ দান করে।
২.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৪	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে উক্ত বিধিমালা বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে আইন কমিশন বিধিমালাটি পর্যালোচনান্তে মতামত প্রদান করে।
৩.	শিশু বিধিমালা, ২০১৪	উক্ত বিধিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য মতামত চাওয়া হলে আইন কমিশন পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করে।
৪.	'Secured Lending and Movable Collateral Reform in Bangladesh'সংক্রান্ত কনফারেন্স	বিশ্বব্যাংকের আমন্ত্রণে এ সংক্রান্ত কনফারেন্সে আইন কমিশনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করে।
৫.	Workshop on UPR mid-term reporting on child rights focused recommendations.	আইন ও সালিশ কেন্দ্র আয়োজিত উক্ত ওয়ার্কশপে আইন কমিশনের প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে মতামত প্রদান করে।

(ঝ) কমিশনের অন্যান্য কার্যক্রম

১। খাদ্য অধিকার (Right to food) সংক্রান্ড় স্ট্যাডি ট্যুর

(ক) ভারত স্ট্যাডি ট্যুরঃ অক্সফাম, বাংলাদেশের সাথে আইন কমিশনের খাদ্য অধিকার সংক্রান্ত যৌথ গবেষণার অংশ হিসাবে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও তিনজন কর্মকর্তা বিগত নভেম্বর ২৮ হতে ০৮ ডিসেম্বর ২০১৫ অক্সফাম, ভারত কর্তৃক আয়েজিত দিল্লী, জয়পুর, আজমীর, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় স্ট্যাডি ট্যুরে অংশগ্রহণ করে ভারত সরকার কর্তৃক খাদ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

(খ) রংপুর, কুড়িগ্রাম ও দাশিয়ারছড়া ছিটমহল ফিল্ড স্টাডি ট্যুর; অক্সফাম, বাংলাদেশের সাথে আইন কমিশনের খাদ্য অধিকার সংক্রান্ত যৌথ গবেষণার অংশ হিসাবে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও পাঁচজন কর্মকর্তা বিগত ১৮ অক্টোবর হতে ২২ অক্টোবর ২০১৫ রংপুর ও কুড়িগ্রাম জাজশীপ, দাশিয়ারছড়া ছিটমহল ও খাদ্য নিরাপত্তায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

উভয় ট্যুর শেষে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। খাদ্য অধিকার বিষয়ে একটি খসড়া আইন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২। বিদেশে প্রশিক্ষণ

German Development Co-operation এর আমন্ত্রণে আইন কমিশনের প্রতিনিধি কম্বোডিয়াতে 'Art of Stakeholder Collaboration' বিষয়ে ১৯ মে ২০১৫ হতে ২২ মে ২০১৫ পর্যন্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ও সার্টিফিকেট অর্জন করেন।

৩। Strengthening the Law Commission প্রকল্প

UNDPএর আর্থিক সহযোগিতায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের Justice Sector Facilities (JSF) প্রকল্পের সিড ফান্ড থেকে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) মার্কিন ডলার বরাদ্দের মাধ্যমে Strengthening the Law Commission প্রকল্প গৃহীত হয়। এর আওতায় জাতীয় পরামর্শক (National Consultant) নিয়োগ করে তিনটি প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

প্রথমতঃ Need Assessment for Improved Institutional Capacity of the Law Commission প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পরামর্শক চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন যা আইন কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ হালনাগাদকরণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। জাতীয় পরামর্শক ইংরেজি ভাষায় প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। বর্তমানে বাংলায় রূপান্তরের কাজ চলমান।

তৃতীয়তঃ দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ হালনাগাদকরণের প্রাথমিক গবেষণা কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪। **'আইন-শব্দকোষ' পুনঃ প্রকাশ**

বহুল প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য 'আইন-শব্দকোষ' গ্রন্থটি বাংলাদেশর সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক জনাব ড. এম আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় ২০০৬ সালে ছয় হাজার শব্দের সংকলনে প্রকাশিত হয়। এতে আর্থিক সহযোগিতা করে Canadian International Development Agency (CIDA)। পরবর্তীতে আইন কমিশন বিচারক, আইনজীবী, গবেষক, আইনের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন যাবত গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের অনুরোধ পেয়ে আসছে। গ্রন্থটি বর্তমানে সুলভ না থাকায় ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চাহিদা বিবেচনায় আইন কমিশন নিজ উদ্যোগে CIDA এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে 'আইন-শব্দকোষ' গ্রন্থের পরবর্তী যাবতীয় প্রকাশনার বিষয়ে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছে। কমিশনের প্রাথমিক গবেষণায় গ্রন্থটিতে আরো ১৫০০ থেকে ২০০০ শব্দ সন্নিবেশকরণ আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক জনাব ড. এম আনিসুজ্জামান ও বাংলা একাডেমির সাবেক পরিচালক জনাব হাবীব উল আলমের সম্পাদনায় শব্দ সন্নিবেশকরণ কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে।

(ঝ) ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

অষ্টম দ্বিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০১৭(আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৬ক অনুসারে প্রস্তুতকৃত) অনুসারে আইন কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:-

ক্রমিক	আইন ও বিষয়ভিত্তিক গবেষণার শিরোনাম	মন্তব্য
ক.	**যুগোপযোগীকরণ**	
১.	Code of Civil Procedure, 1908 যুগোপযোগীকরণ	গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে।
২.	The Evidence Act, 1872 যুগোপযোগীকরণ	গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে।
৩.	Code of Criminal Procedure, 1898 যুগোপযোগীকরণ	তহবিল ও লোকবল প্রাপ্তি সাপেক্ষে সম্পন্ন করা হবে
খ.	**নতুন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ড় গবেষণা**	
১.	স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন	গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে।
২.	খাদ্য অধিকার আইন	গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে।
৩.	শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা (অপরাধ)	গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে।

৪.	বিশেষ পরিস্থিতিতে জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে নতুন আইন প্রণয়ন	
৫.	মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকৃতি অপরাধ আইন, ২০১৬	
গ.	**বিদ্যমান আইন পর্যালোচনা সংক্রান্ড় গবেষণা**	
১.	পারিবারিক আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ (পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ সহ বিদ্যমান প্রায় ৩৬টি আইন পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন)	
২.	সড়ক ও যানবাহন সংক্রান্ত আইনসমূহ পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন (The Motor Vehicles Ordinance,1983 and Road Accident)	
৩.	বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১ ও The Small Causes Courts Act, 1887.	
ঘ.	ধারাবাহিক নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা	
১.	বাংলাদেশ কোড, খণ্ড ১-৩৮ (১৮৩৬-২০০৬)	
ঙ.	আইন-শব্দকোষ	
১.	আইন-শব্দকোষ গ্রন্থটির পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্কারণ প্রকাশকরণ	তহবিল ও লোকবল প্রাপ্তি সাপেক্ষে সম্পন্ন করা হবে
চ.	জনস্বার্থে যে কোন বিষয়ে গবেষণা	
	জনস্বার্থে যে কোন বিষয়ে গবেষণাপূর্বক আইন বা বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ	

সপ্তম অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

১. ''প্রমোটিং একসেস্ টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস্ ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদকাল: ১ম পর্যায়: জুলাই ২০০৭-ডিসেম্বর, ২০১২

২য় পর্যায়: জুলাই ২০১৩- এপ্রিল, ২০১৫

বাস্ড়বায়নকারী সংস্থা: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী সংস্থা: ইউএনডিপি, বাংলাদেশ

আর্থিক সংস্থান:

অর্থের উৎস	অর্থ (লক্ষ টাকায়)	অর্থায়নের প্রকার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	২৫.০০	অনুদান
ইউএনডিপি	১০৩৫.০০	অনুদান
মোট	১০৬০.০০	অনুদান

"প্রমোটিং একসেস্ টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস্ ইন বাংলাদেশ" প্রকল্পটি ইউএনডিপি এর আর্থিক সহায়তায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি সাফল্যের সঙ্গে গত ২০০৭ সনের জুলাই মাস হতে ২০১২ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। জুলাই, ২০১৩ হতে প্রকল্পটির ২য় পর্যায় শুরু করা হয়েছে। ১ম পর্যায়ে প্রকল্পটি দুটি মূল বিষয় বা কম্পোনেন্ট যথাক্রমে, মানবাধিকার রক্ষা এবং আইনগত সুবিধা লাভের অধিকার সুনিশ্চিত করার বিষয়ে কাজ করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রকল্পটি তিনটি কম্পোনেন্ট যথা: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি, আইনগত সহায়তা প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং বিচার ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিস্পত্তিসহ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার লক্ষ্য নিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়ন এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার সুনিশ্চিতকরণ। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠাসহ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে এ প্রকল্প সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করেছে। জুলাই, ২০১৩ থেকে এপ্রিল, ২০১৫ পর্যন্ত সম্প্রসারিত পর্বে প্রকল্পটি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উপর কাজ করেছে, যথা:-

- অগ্রাধিকার ভিত্তিক এবং মান সম্পন্ন আইন সংস্কার বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন, ট্রিটি, সমঝোতা স্মারক, ইত্যাদি বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বাংলাদেশ কোড হালনাগাদ করন;
- ২২টি গুরুত্বপূর্ণ আইন বাংলা হতে ইংরেজিতে অনুবাদপূর্বক উহা প্রকাশ।

প্রকল্পের অঙ্গসমূহঃ

(ক) মানবাধিকারঃ

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
- মানবাধিকার বিষয়ে আইন কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- মানবাধিকার বিষয়ে ইমামদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে সহযোগিতা প্রদান;
- মানবাধিকার বিষয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের মধ্যে সচেতনা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- মানবাধিকার সম্পর্কিত নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলো সহজ ভাষায় এবং সংক্ষেপে লিফলেট আকারে প্রকাশ করা;
- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে আন্তর্জাতিক ট্রিটি ডেস্ক স্থাপন করা ।

(খ) একসেস টু জাস্টিসঃ

- একসেস টু জাস্টিস নিশ্চিত করার জন্য বিচার প্রক্রিয়ায় বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং এক্ষেত্রে চাহিদাসমূহ নিরূপণ (Needs Assessment) করা;
- বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহযোগিতা প্রদান;
- প্রচলিত আইনসমূহ অনুবাদ এবং প্রকাশ করা;
- আইনসমূহ ও বিভিন্ন আইনগত তথ্যের সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) সেলকে কার্যকর করতে সহযোগিতা প্রদান ।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জন্য সহায়তা প্রদানঃ

এ টু জে প্রকল্প "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯" প্রণয়নে এবং জাতীয় মানবাধিতার কমিশন প্রতিষ্ঠায় সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের, বিশেষ করে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রচেষ্টাসমূহ বাস্তবায়নে এই প্রকল্প সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়াও উক্ত কমিশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ, যানবাহন এবং অন্যান্য অফিস পরিচালনা বিষয়ক সহায়তা প্রদান করেছে।

মানবাধিকার বিষয়ে আইনজীবী এবং আইন কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

মানবাধিকার এবং ব্যক্তির ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার অধিকার বিষয়ে সকল সরকারি আইনকর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঢাকা, সিলেট এবং খুলনা জেলার ১৭৫ জন আইনজীবী এবং অ্যাটর্ণি জেনারেলের কার্যালয় ও জেলা পর্যায়ের আইন কর্মকর্তাদের জন্য মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। অ্যাটর্ণি জেনারেলের কার্যালয় মূলত সরকারকে আইন বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করে থাকে বিধায় উক্ত কার্যালয়ের কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের প্রদত্ত পরামর্শ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সরকারি আইনজীবী হিসেবে তাদের কার্যক্রম এবং মৌলিক অধিকার বিষয়ক মামলাসমূহে মানবাধিকারের বিষয়সমূহকে বিবেচনায় আনা। এছাড়া, মানবাধিকার বিষয়ে ইমামদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে এবং মানবাধিকার বিষয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সচেতনা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ক নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ সহজ ভাষায় এবং সংক্ষেপে লিফলেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

আইনগত সহায়তা প্রদান (লিগ্যাল এইড) কার্যক্রমঃ

এটুজে প্রকল্প ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক পরিচালিত আইনগত সহায়তা প্রদান সেবা উন্নয়নের জন্য সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে। এ বিষয়ে, জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান

সংস্থার মধ্যে সমন্বয় এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশজুড়ে ৬৪টি জেলার আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি ও স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সংলাপের আয়োজন করার লক্ষ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে আইনগত সহায়তা প্রদান সেবার মান উন্নয়ন হয়েছে।

- প্রকল্পটি ৫৬টি উপজেলা এবং ৫৮৮টি ইউনিয়নের লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করতে সহায়তা প্রদান করেছে। উক্ত ৫৫৬ টি ইউনিয়নে সর্বমোট ৮৬৭টি মামলা আইনগত সহায়তার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ২৩৬২ জন্য ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- এ প্রকল্পের সহায়তায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (NLASO) এর কার্যালয়কে আধুনিক এবং উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কম্পিউটার, ইন্টারনেট সুবিধা প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু সাধারণ মানুষের তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য (NLASO)এর একটি ওয়েব সাইট প্রস্তুত করা হয়েছে ও একটি হট লাইন সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

- আইনগত সহায়তা প্রদান সেবা সম্পর্কে জনগণের সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ, বিলবোর্ড স্থাপন এবং পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি টেলিভিশন ও বেতারের জন্য বিজ্ঞাপন প্রস্তুত এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচার প্রক্রিয়ায় বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং এক্ষেত্রে চাহিদাসমূহ নিরুপণ (Needs Assessment) করা হয়েছে। এছাড়াও লিগ্যাল এইড ব্যবস্থায় বিকল্প বিরোধ অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে একাধিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

আইন বিষয়ক তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধিঃ

- **লজ অব বাংলাদেশ ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণঃ** এটুজে প্রকল্প লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগকে লজ অব বাংলাদেশ (http://bdlaws.minlaw.gov.bd/) ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে।
- **বাংলাদেশ কোড হালনাগাদকরণঃ** বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনসমূহের সংকলন হল বাংলাদেশ কোড। এ বাংলাদেশ কোড সর্বশেষ ২০০৭ সনে হালনাগাদ করে প্রকাশ করা হয়েছিল। ২০০৭ সন হতে ২০১৫ সময়কালে আরো অনেক নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং অনেক পুরাতন আইন সংশোধন ও রহিত করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে, এটুজে প্রকল্প বাংলাদেশ কোড হালনাগাদ করণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের সহায়তায় অ্যাটর্ণি জেনারেলের কার্যালয়ের গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, সনদ, প্রোটোকলসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করার কাজ চলছে যা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।
- বাংলাদেশ কোডের ২৭ ও ২৮ ভলিউম এর অনুবাদ প্রকাশনা করা হয়েছে।

শিক্ষা সফরঃ

মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আইন প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম এবং আমেরিকায় এ বিভাগের কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদলের শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিনিধিদল নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সাথে মত বিনিময় করেন এবং উক্ত বিষয়ে ধারণা লাভ করেন।

তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের ফলে ইলেকট্রনিক মাধ্যম ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সংরক্ষিত তথ্য আদালতের সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপনের জন্য সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এ প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং ফৌজদারি মামলা দ্রুত নিস্পত্তি ও মামলা জট কমানোর লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের লক্ষ্যে এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদলের শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিনিধিদল মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সাথে মত বিনিময় করেন এবং উল্লিখিত আইনগুলি সংস্কারের লক্ষ্যে বাস্তব ধারণা লাভ করেন।

প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমঃ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত আইন প্রণয়ন বিষয়ক মুখ্য কর্মকর্তাদের লেজিসলেটিভ দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এটুজে প্রকল্পের সহায়তায় ১৮৩ জন সরকারি কর্মকর্তাকে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে দেখা যায় যে উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৯৭% অংশগ্রহণকারীর আইন প্রণয়ন বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণঃ

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, আইনগত ইন্সট্রুমেন্টসহ বাংলাদেশ সরকারের সাথে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে সম্পাদিতব্য বিভিন্ন চুক্তি, কনভেনশন, ট্রিটি, সমঝোতা স্মারক, ইত্যাদি নিরীক্ষা এবং উহাদের উপর মতামত প্রদান করে থাকেন। এ বিভাগের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ৪২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং ২০১৪ সালের মার্চ মাসে BICMএ অনুরূপ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেন, যা তাদের ভবিষ্যৎ চুক্তি ভেটিং এবং দাপ্তরিক কাজকে ত্বরান্বিত করবে মর্মে আশা করা যায়।

আইন এবং বিভিন্ন আইনগত তথ্যের সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের তথ্য ও প্রযুক্তি (Information and Technology) ইউনিটের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৩ সনের অক্টোবর মাসে এ বিভাগের কর্মকর্তাদের কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কৌশলগত পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণঃ

এটুজে প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে আয়োজিত একটি কর্মশালা এবং একাধিক আলোচনা সভার মাধ্যমে এ বিভাগের জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রস্তুতের কাজ চলছে। উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনায় এ বিভাগের ভিশন ও মিশন নির্ধারন করা হবে এবং উক্ত লক্ষ্য অর্জনে যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা আবশ্যক তা চিহ্নিত করা হবে। উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন কর্মসূচি প্রস্তুতকরণের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।

Code of Civil Procedure(Amendment)Act, ২০১২(২০১২ সনের ৩৬ নং আইন) প্রণয়নে সহায়তা প্রদানঃ

দেওয়ানি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Mediation কে বাধ্যতামূলক করাসহ মামলা দায়েরের পর সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমন ইস্যু ও জারী নিশ্চিত করা, যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সমন ইস্যু ও জারীর বিদ্যমান পদ্ধতির পাশাপাশি ফ্যাক্স, ই-মেইল, কুরিয়ার সার্ভিস এবং বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাদী কর্তৃক সমন জারীর বিধানসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান করার লক্ষ্যে Code of Civil Procedure(Amendment)Act, ২০১২ (২০১২ সনের ৩৬ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়েছে।

উক্ত আইনটি প্রণয়নের Promoting Access to Justice and Human Rights in Bangladesh"প্রকল্পের সার্বিক সহযোগিতায় বিভিন্ন জেলা ও দায়রা জজ, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পদকসহ দেওয়ানী মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞ আইনজীবী গভর্ণমেন্ট প্লিডার,সেরেস্তাদার/নাজির, এডভোকেট ক্লার্ক এবং আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একাধিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

Code of Criminal Procedure, 1898 সংশোধনের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভাঃ

ফৌজদারি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ও মামলা জট কমানোর লক্ষ্যে Code of Criminal Procedure, 1898 এর প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের লক্ষ্যে বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রাপ্ত মতামতের আলোকে Code of Criminal Procedure, 1898 সংস্কারের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

Evidence Act,1872 সংশোধনের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদানঃ

তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের ফলে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে সংরক্ষিত তথ্য আদালতের সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপনের জন্য EvidenceAct,1872এ প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়নের লক্ষ্যে একজন কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়। তিনি উক্ত আইনটির পর্যালোচনাপূর্বক বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উহা সংশোধনের বিষয়ে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

সালিশ আইন, ২০০১ সংশোধনের লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগঃ

সালিস আইন, ২০০১ কে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে উক্ত আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে একজন কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও, পারিবারিক আইন সংস্কারের উদ্দেশ্যে কর্মশালা আয়োজনে এটুজে প্রকল্প সহায়তা প্রদান করেছে।

- ন্যায় বিচার সম্পর্কিত ২২টি আইন বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ ও উহা প্রকাশ করা হয়েছে।
- পাওয়ার অব অ্যাটর্নি অ্যাক্ট এর ব্যাখ্যা মূলক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কর্তৃক মূল স্বাক্ষরিত এবং র‍্যাটিফাইডকৃত ট্রিটি সমূহের ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. ‘‘পলিসি এডভোকেসি এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম” প্রকল্প

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘‘পলিসি এডভোকেসি এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম” প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় “পলিসি এডভোকেসি এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন” প্রকল্পটি গৃহীত হয়। ইউনিসেফ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৫০.১০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৬৩.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৮৭.১০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি/২০১৩ হতে জুন/২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পটি গত ২৯/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(১) আন্তর্জাতিক শিশু সনদের আলোকে একটি সুসংগঠিত আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা এবং শিশু বান্ধব জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা।

(২) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুসহ সকল শিশুর অধিকার সুনিশ্চিত করা।

(৩) গবেষণা ও শিক্ষার মাধ্যমে শিশু তথ্য সংগ্রহ করা এবং জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করা।

(৪) গবেষণা ও শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক তথ্যসংগ্রহ সম্প্রসারণ করা।

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রধান কার্যক্রমঃ

(ক) উচ্চ আদালতের রায় এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদের আলোকে শিশু আইন সংশোধন করা;

(খ) প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(গ) শিশু সংক্রান্ত বিদ্যমান অন্যান্য আইন যুগোপযোগী করা;

(ঘ) শিশু বান্ধব প্রক্রিয়ায় শিশুর ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা;

(ঙ) বিদ্যমান কিশোর বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করা;

(চ) বিচারক, প্রবেশন অফিসার, আইনজীবী, পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ছ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

(জ) জুভেনাইল কোর্ট স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা;

(ঝ) মিনি লাইব্রেরি স্থাপন, ইত্যাদি ।

প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ

১। শিশু আইন এবং জুভেনাইল জাস্টিস এডমিনিস্ট্রেশনের উপর মোট ১২টি ওয়ার্কশপ ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান করা হয়েছে ।

২। শিশু আইন, ২০১৩ এর ইংরেজি অনুবাদ প্রস্তুত করা হয়েছে ।

৩। শিশু বিধিমালা, ২০১৬ চূড়ান্ত করা হয়েছে ।

৪। শিশু বিষয়ক বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধানের সংকলনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে ।

৫। শিশু অধিকার সনদের সাথে শিশু বিষয়ক বিদ্যমান আইনের বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করে গ্যাপ এনালাইসিস রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে শিশু বিষয়ক আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করা হবে ।

৬। কিশোর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সেক্টর ভিত্তিক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে ।

৭। শিশু আইন ও শিশুর ন্যায় বিচার নিশ্চিতকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিচারক, আইনজীবী, সমাজসেবা কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সর্বমোট ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে ।

৮। প্রশিক্ষকগণের দ্বারা এ পর্যন্ত ঢাকা, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, জামালপুর ও সিলেট জেলায় শিশু আইনের উপর মোট ১৮০ জনকে (বিচারক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, আইনজীবী, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

অষ্টম অধ্যায়

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক পুস্ড়ক আকারে প্রকাশিত আইনসমূহের তালিকা

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে পুস্ড়ক আকারে প্রকাশিত আইনসমূহের তালিকা

১। সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯;

২। Anti-Terrorism Act, 2009 and Anti-Terrorism Rules, 2013;

৩। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ ও অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি বিধিমালা, ২০১২;

৪। The Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Act, 2012 and The Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Rules, 2013;

৫। ২০১৪ সালে প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশসমূহ; এবং

৬। ২০১৪ সালে প্রণীত ও এস.আর.ও সমূহ ।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে পুস্ড়ক আকারে প্রকাশিত আইনসমূহের তালিকা

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (সর্বশেষ ষোড়শ সংশোধনীসহ);

২। The Code of Criminal Procedure, 1898;

৩। পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২ ও পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিধিমালা, ২০১৫;

৪। ২০১৫ সালে প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশসমূহ; এবং

৫। ২০১৫ সালে প্রণীত ও এস.আর.ও সমূহ ।

নবম অধ্যায়

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশসমূহের তালিকা

১। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত আইনসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট শিরোনাম
১।	বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ০৬ নং আইন)
২।	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ০৭ নং আইন)
৩।	পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ০৮ নং আইন)
৪।	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপ ক্ষ(সংশোধন) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ০৯ নং আইন)
৫।	ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন,২০১৪ (২০১৪ সনের ১০ নং আইন)
৬।	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১১ নং আইন)
৭।	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১২ নং আইন)
৮।	সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৩ নং আইন)
৯।	উপানুষ্ঠানিক শি ক্ষা আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৪ নং আইন)
১০।	বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরা আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৫ নং আইন)
১১।	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৬ নং আইন)
১২।	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১০৪ (২০১৪ সনের ১৭ নং আইন)
১৩।	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৮ নং আইন)
১৪।	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ২০১৪

	(২০১৪ সনের ১৯ নং আইন)
১৫।	মেট্রোরেল আইন,২০১৫ (২০১৫ সনের ০১ নং আইন)
১৬।	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন,২০১৫ (২০১৫ সনের ০২ নং আইন)
১৭।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন,২০১৫ (২০১৫ সনের ০৩ নং আইন)
১৮।	Trading Corporation of Bangladesh (Amendment) Act, 2015 (২০১৫ সনের ০৪ নং আইন)
১৯।	ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন,২০১৫ (২০১৫ সনের ০৫ নং আইন)
২০।	সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন,২০১৫ (২০১৫ সনের ০৬ নং আইন)
২১।	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন,২০১৫ (২০১৫ সনের ০৭ নং আইন)
২২।	যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন,২০১৫ (২০১৫ সনের ০৮ নং আইন)
২৩।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০৯ নং আইন)
২৪।	অর্থ আইন,২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন)
২৫।	নির্দিষ্টকরণ আইন,২০১৫ (২০১৫ সনের ১১ নং আইন)

২। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত আইনসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
১।	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১২ নং আইন)
২।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৩ নং আইন)
৩।	ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৪ নং আইন)
৪।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৫ নং আইন)
৫।	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন)
৬।	Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 2015 (২০১৫ সনের ১৭ নং আইন)
৭।	বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫

	(২০১৫ সনের ১৮ নং আইন)
৮।	পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৯ নং আইন)
৯।	উন্নয়ন সারচার্জ ও লেভী (আরোপ ও আদায়) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২০ নং আইন)
১০।	Bangladesh Coinage (Amendment) Act, 2015 (২০১৫ সনের ২১ নং আইন)
১১।	গণকর্মচারী (বিদেশি নাগরিকের সহিত বিবাহ) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২২ নং আইন)
১২।	ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫
১৩।	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৪ নং আইন)
১৪।	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৫ নং আইন)
১৫।	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৬ নং আইন)
১৬।	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৭ নং আইন)
১৭।	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৮ নং আইন)
১৮।	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৯ নং আইন)
১৯।	বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ০১ নং আইন)
২০।	রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ০২ নং আইন)
২১।	উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারী আত্তীকরণ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ০৩ নং আইন)
২২।	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ০৪ নং আইন)
২৩।	এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ০৫ নং আইন)
২৪।	পায়রা বন্দর প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ০৬ নং আইন)
২৫।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ০৭ নং আইন)
২৬।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ০৮ নং আইন)
২৭।	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ০৯ নং আইন)

২৮ ।	Army (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ১০ নং আইন)
২৯ ।	Cadet College (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ১১ নং আইন)
৩০ ।	Air Force (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ১২ নং আইন)
৩১ ।	Civil Courts (Amendment) Act,2016 (২০১৬ সনের ১৩ নং আইন)
৩২ ।	Court Fees (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ১৪ নং আইন)
৩৩ ।	প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ (কতিপয় আইন সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১৫ নং আইন)
৩৪ ।	প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ (সর্বাধিনায়কতা) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১৬ নং আইন)
৩৫ ।	চট্রগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১৭ নং আইন)
৩৬ ।	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১৮ নং আইন)
৩৭ ।	President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ১৯ নং আইন)
৩৮ ।	Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ২০ নং আইন)
৩৯ ।	Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ২১ নং আইন)
৪০ ।	Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ২২ নং আইন)
৪১ ।	Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ২৩ নং আইন)
৪২ ।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন,২০১৬ (২০১৬ সনের ২৪ নং আইন)
৪৩ ।	দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) আইন,২০১৬ (২০১৬ সনের ২৫ নং আইন)
৪৪ ।	Navy (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ২৬ নং আইন)
৪৫ ।	বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (সংশোধন) আইন,২০১৬ (২০১৬ সনের ২৭ নং আইন)
৪৬ ।	অর্থ আইন,২০১৬

	(২০১৬ সনের ২৮ নং আইন)
৪৭।	নির্দিষ্টকরণ আইন,২০১৬ (২০১৬ সনের ২৯ নং আইন)

৩। ২০১৫- ২০১৬ অর্থবছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত অধ্যাদেশসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
১।	পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র অধ্যাদেশ, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০১ নং অধ্যাদেশ)
২।	মানিল্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০২ নং অধ্যাদেশ)
৩।	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০৩ নং অধ্যাদেশ)

দশম অধ্যায়

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত উল্লেখযোগ্য এস.আর.ও. এর তালিকা

১। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রণীত এস.আর.ও. এর তালিকা

ক্রমিক নং	এস,আর, ও নং এবং তারিখ	বিষয়বস্তু	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১।	১৭১-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২।	১৭২-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩।	১৭৩-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪।	১৭৪-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫।	১৭৫-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬।	১৭৬-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭।	১৭৭-আইন/২০১৪, ০১/০৭/২০১৪	যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১২ এর অধিকতর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮।	১৭৮-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	কাস্টমস্ এজেন্টস্ (লাইসেন্সিং) বিধিমালা, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৯।	১৭৯-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০।	১৮০-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১।	১৮১-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২।	১৮২-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩।	১৮৩-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	আখ মাড়াই মৌসুম নির্ধারণ এবং চিনিকল জোন এলাকায় গুড় তৈরির উপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করণ প্রসংগে	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৪।	১৮৪-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	Income Tax Rules,1984 এর অধিকতর সংশোধনের প্রস্তাব করিয়া প্রাক-প্রকাশ সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫।	১৮৫-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	উৎপাদনমুখী শিল্প হিসেবে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোন কোম্পানিকে তৎকর্তৃক প্রদেয় আয়করের উপর রেয়াত প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬।	১৮৬-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	বাজেট কার্যক্রম ২০১৪-২০১৫ সম্পর্কিত কর আইন Income tax ordinance,1984 এর-Rules সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

১৭।	১৮৭-আইন/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪	বাজেট কার্যক্রম ২০১৪-২০১৫ সম্পর্কিত কর আইন Income tax ordinance, 1984 এর-Rules সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮।	১৮৮-আইন/২০১৪ ০৮/০৭/২০১৪	বিএডিসির বীজ ডিলার হতে সার ডিলার নিয়োগ	কৃষি মন্ত্রণালয়
১৯।	১৮৯-আইন/২০১৪ ০৮/০৭/২০১৪	বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে আয়ের উপর দ্বৈত করারোপন পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ সংক্রান্ত চুক্তি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০।	১৯০-আইন/২০১৪ ১৬/০৭/২০১৪	আমদানী নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫ এর অধিকতর সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২১।	১৯১-আইন/২০১৪ ১৬/০৭/২০১৪	মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং কার্যক্রম (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৪ সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২২।	১৯২-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	এ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স ফিস) বিধিমালা, ১৯৯১ অধিকতর সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৩।	১৯৩-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	নদী গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯৮ এর সংশোধন	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৪।	১৯৪-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৪	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৫।	১৯৫-আইন/২০১৪, ২০/০৭/২০১৪	পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলা সদরকে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৬।	১৯৬-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৪	নির্বাচন কমিশন সচিবলায়
২৭।	১৯৭-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস্ পরিচালনা সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৮।	১৯৮-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	সিলেট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে প্র্যাকটিস্ পরিচালনা সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৯।	১৯৯-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	কক্সবাজার জেলার নিদানিয়া এডি ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস্ পরিচালনা সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩০।	২০০-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	কক্সবাজার জেলার মোনাখালী এডি ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে প্র্যাকটিস্ পরিচালনা সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩১।	২০১-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	দোহাজারী (হাশিমপুর)ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে প্র্যাকটিস্ পরিচালনা সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩২।	২০২-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	ফৌজদারহাট এবং হালিশহর এডি ফায়ারিং রেঞ্জে প্র্যাকটিস্ পরিচালনা সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩৩।	২০৩-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে (বড়দুয়ারা) প্র্যাকটিস্ পরিচালনা সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩৪।	২০৪-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	সীতাকুন্ড ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে প্র্যাকটিস্ পরিচালনা সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩৫।	২০৫-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩৬।	২০৬-আইন/২০১৪ ২০/০৭/২০১৪	অর্থমন্ত্রী ও মন্ত্রী সভার জন্য কর আইন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৭।	২০৭-আইন/২০১৪ ২২/০৭/২০১৪	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোষাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা, ২০১৪	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩৮।	২০৮-আইন/২০১৪ ২২/০৭/২০১৪	লক্ষীপুর জেলার লক্ষীপুর পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৩৯।	২০৯-আইন/২০১৪ ২২/০৭/২০১৪	ভৌগোলিক নির্দেশক (জি আই) আইন, ২০১৩	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৪০।	২১০-আইন/২০১৪ ২৪/০৭/২০১৪	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডে (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৪১।	২১১-আইন/২০১৪ ০৪/০৮/২০১৪	বাজেট কার্যক্রম, ২০১৪-২০১৫ কর নীতি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪২।	২১২-আইন/২০১৪ ০৪/০৮/২০১৪	পর্যটন খাতের বিকাশে সহায়ক মান সম্পন্ন হোটেল নির্মাণে আবশ্যক পণ্য/উপকরণকে মূলধনী যন্ত্রপাতি বিবেচনায় এর উপর রেয়াতী শুল্ক-কর হার প্রদান প্রসঙ্গে	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৩।	২১৩-আইন/২০১৪ ০৭/০৮/২০১৪	আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫ সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৪৪।	২১৪-আইন/২০১৪ ০৭/০৮/২০১৪	চিংড়ি শিল্প সেক্টরে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন প্রসংগে	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৪৫।	২১৫-আইন/২০১৪ ১২/০৮/২০১৪	ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণ প্রসংগে	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন সমবায় ও মন্ত্রণালয়
৪৬।	২১৬-আইন/২০১৪ ১৮/০৮/২০১৪	বাজেট কার্যক্রম,২০১৪-২০১৫ কর আইন সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৭।	২১৭-আইন/২০১৪ ১৮/০৮/২০১৪	বাজেট কার্যক্রম, ২০১৪-২০১৫ কর আইন সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৮।	২১৮-আইন/২০১৪ ১৮/০৮/২০১৪	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভা গঠন প্রসঙ্গে	স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন সমবায় ও মন্ত্রণালয়
৪৯।	২১৯-আইন/২০১৪ ২১/০৮/২০১৪	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩ সংশোধন	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়
৫০।	২২০-আইন/২০১৪ ২৬/০৮/২০১৪	পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা আইন, ১৯২০	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৫১।	২২১-আইন/২০১৪ ৩১/০৮/২০১৪	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত	অর্থ মন্ত্রণালয়
৫২।	২২২-আইন/২০১৪ ৩১/০৮/২০১৪	আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের (কর্মকর্তা/কর্মচারীদের) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০২ সংশোধন	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫৩।	২২৩-আইন/২০১৪ ৩১/০৮/২০১৪	নীলফামারী জেলার নীলফামারী পৌরসভা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ সংক্রান্ত এ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-২৮৪-আইন/২০১২ বাতিল	স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন সমবায় ও মন্ত্রণালয়
৫৪।	২২৪-আইন/২০১৪, ৩১/০৮/২০১৪	নীলফামারী জেলার নীলফামারী পৌরসভা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন সমবায় ও মন্ত্রণালয়
৫৫।	২২৫-আইন/২০১৪, ৩১/০৮/২০১৪	বাংলাদেশ-ভূটান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে ভূটানকে শুল্ক মুক্ত সুবিধা প্রদত্ত পণ্য তালিকার দুটি পণ্যের (ফ্রুট জুস ও pebbles) এইচ,এস,কোডের বর্ণনা সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫৬।	২২৬-আইন/২০১৪, ০৩/০৯/২০১৪	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধন	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
৫৭।	২২৭-আইন/২০১৪, ০৩/০৯/২০১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধানমালা- ১৯৯৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫৮।	২২৮-আইন/২০১৪, ০৩/০৯/২০১৪	Rules of Business,1996-এর Schedule-I-এ Ministry of Communications এবং এর অধীন Roads Division- এর নাম পরিবর্তন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৫৯।	২২৯-আইন/২০১৪,	জাতীয় পরিচয়পত্র ও সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত (সংশোধন, যাচাই	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

	১০/০৯/২০১৪	এবং সরবরাহ) প্রবিধানমালা-২০১৪	
৬০।	২৩০-আইন, ২০১৪, ১৪/০৯/২০১৪	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা-২০১৪	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৬১।	২৩১-আইন/২০১৪, ১৫/০৯/২০১৪	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরী ά) বিধিমালা, ২০১৪	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৬২।	২৩২-আইন/২০১৪, ১৫/০৯/২০১৪	বাজেট কার্যক্রম, ২০১৪-২০১৫ কর আইন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬৩।	২৩৩-আইন, ২০১৪, ২৩/০৯/২০১৪	মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন এবং মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৭ সংশোধন সংক্রান্ত	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৬৪।	২৩৪-আইন/২০১৪, ২৩/০৯/২০১৪	"স" মিলস্ শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৬৫।	২৩৫-আইন/২০১৪, ২৩/০৯/২০১৪	ভূমি সংস্কার বোর্ডে (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪	ভূমি মন্ত্রণালয়
৬৬।	২৩৬-আইন/২০১৪, ২৪/০৯/২০১৪	চট্টগ্রামু জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাধীন নাজিরহাট পৌরসভা গঠন সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন সমবায় ও মন্ত্রণালয়
৬৭।	২৩৭-আইন/২০১৪, ২৯/০৯/২০১৪	বিএসটিআই এর ১টি পণ্য মানের এসআরও সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৬৮।	২৩৮-আইন/২০১৪, ২৯/০৯/২০১৪	বিএসটি আই এর ১টি পণ্য মানের এসআরও সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৬৯।	২৩৯-আইন/২০১৪, ২৯/০৯/২০১৪	৯টি পণ্যমানের অনুকূলে জারিকৃত এসআরও সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৭০।	২৪০-আইন/২০১৪, ৩০/০৯/২০১৪	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের সকল শ্রেণির চাকরি অত্যাবশ্যক	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৭১।	২৪১-আইন/২০১৪, ৩০/০৯/২০১৪	খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৪	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৭২।	২৪২-আইন/২০১৪, ১৬/১০/২০১৪	Rules of Business,1996-এর Schedule-I-এ Ministry of Power, Energy and Mineral Resources এর আওতাধীন Power Division-এর কার্যতালিকা সংশোধন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৭৩।	২৪৩-আইন/২০১৪, ১৬/১০/২০১৪	Pay and Allowances Regulations for the Bangladesh Navy,1960 এর সংশোধন সংক্রান্ত	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৭৪।	২৪৪-আইন/২০১৪, ১৬/১০/২০১৪	শিক্ষা মন্ত্রনালয় (ক্যাডার বহির্ভুত গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা- ২০১৪	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৭৫।	২৪৫-আইন/২০১৪, ২১/১০/২০১৪	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৭৬।	২৪৬-আইন/২০১৪, ২১/১০/২০১৪	পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৭৭।	২৪৭-আইন/২০১৪, ২১/১০/২০১৪	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের উদ্দেশ্যে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন Transtormer আমদানিতে মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রেয়াতী সুবিধা প্রত্যাহার	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৭৮।	২৪৮-আইন/২০১৪, ২৩/১০/২০১৪	Army Regulations Volume-1 (Rules),1986 এর অধিকতর সংশোধন	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৭৯।	২৪৯-আইন/২০১৪, ২৩/১০/২০১৪	নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৮০।	২৫০-আইন/২০১৪, ২৩/১০/২০১৪	বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) কর্তৃক শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার নাকুগাঁও স্থল শুল্ক স্টেশনের নতুন করে অবকাঠামো নির্মাণের প্রেক্ষিতে উক্ত স্থল বন্দরের সীমানা নির্ধারণ ও ল্যান্ডিং প্লেস (Landing place) নির্দিষ্ট করত: নতুন প্রজ্ঞাপন জারি সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮১।	২৫১-আইন/২০১৪, ২৩/১০/২০১৪	বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) কর্তৃক শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার নাকুগাঁও স্থল শুল্ক স্টেশনের নতুন করে অবকাঠামো নির্মাণের প্রেক্ষিতে উক্ত স্থল বন্দরের সীমানা নির্ধারণ ও ল্যান্ডিং প্লেস (Landing place) নির্দিষ্ট করত: নতুন প্রজ্ঞাপন জারি সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮২।	২৫২-আইন/২০১৪, ২৬/১০/২০১৪	বাংলাদেশ রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা, ২০১৪	আইন ও বিচার বিভাগ
৮৩।	২৫৩-আইন/২০১৪, ২৬/১০/২০১৪	বাংলাদেশ রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা, ২০১৪	আইন ও বিচার বিভাগ
৮৪।	২৫৪-আইন/২০১৪, ২৬/১০/২০১৪	বাংলাদেশ রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা, ২০১৪	আইন ও বিচার বিভাগ
৮৫।	২৫৫-আইন/২০১৪, ২৭/১০/২০১৪	গ্রামীণ ব্যাংক (পরিচালক নির্বাচন) বিধিমালা, ২০১৩ সংশোধন	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৮৬।	২৫৬-আইন/২০১৪, ২৮/১০/২০১৪	১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৬ এর বিধান অনুসারে উহার তফসিল সংশোধন প্রসঙ্গে	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৮৭।	২৫৭-আইন/২০১৪, ২৮/১০/২০১৪	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন) এর ধারা ৬ এর বিধান অনুসারে উহার তফসিল সংশোধন প্রসঙ্গে	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৮৮।	২৫৮-আইন/২০১৪, ০৩/১১/২০১৪	চাউল রপ্তানি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৮৯।	২৫৯-আইন/২০১৪, ০৩/১১/২০১৪	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জন্য পদ সৃজন প্রসংগে	আইন ও বিচার বিভাগ
৯০।	২৬০-আইন/২০১৪, ০৯/১১/২০১৪	কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৯১।	২৬১-আইন/২০১৪, ০৯/১১/২০১৪	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) বিধিমালা, ২০১৪	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৯২।	২৬২-আইন/২০১৪, ১৭/১১/২০১৪	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩"(২০১৩ সনের ৭ নং আইন) এর তফসিল হতে The Industrial Relations (Regulation) (Repeal) Ordinance, 1984	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

		(Ordinance No XXXII of 1984) বিলুপ্ত সংক্রান্ত	
৯৩।	২৬৩-আইন/২০১৪, ১৭/১১/২০১৪	আনসার বাহিনীর প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ সংশোধন	(আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী)
৯৪।	২৬৪-আইন/২০১৪, ১৭/১১/২০১৪	সিএম লাইসেন্সর আওতাভূক্ত ১টি পণ্যমানের জারিকৃত এস,আর,ও সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৯৫।	২৬৫-আইন/২০১৪, ১৭/১১/২০১৪	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন প্রণয়ন	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৯৬।	২৬৬-আইন/২০১৪, ১৭/১১/২০১৪	সয়াবিন অয়েল পণ্যমান এবং এডিবল পাম অয়েল এর এস.আর.ও সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৯৭।	২৬৭-আইন/২০১৪, ১৭/১১/২০১৪	সিএম লাইসেন্সের আওতাভূক্ত ১টি পণ্যমানের জারিকৃত এস,আর,ও সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৯৮।	২৬৮-আইন/২০১৪, ১৭/১১/২০১৪	বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) এর কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৯৯।	২৬৯-আইন/২০১৪, ২০/১১/২০১৪	জাটকা নিধন প্রতিরোধ কর্মসূচির বাজেট ও অর্থ ছাড়	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১০০।	২৭০-আইন/২০১৪, ২৫/১১/২০১৪	ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
১০১।	২৭১-আইন/২০১৪, ২৫/১১/২০১৪	আমদানিকৃত বা উৎপাদিত তামাকযুক্ত সিগারেট (প্যাকেটে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি) বিধিমালা,২০১১ অধিকতর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০২।	২৭২-আইন/২০১৪, ০১/১২/২০১৪	কনস্টেবল হতে এসআই পর্যন্ত পুলিশ সদস্যদের সম্পূর্ণ চাকরিকালে একটি কীট বক্স (ট্রাংক) এর পরিবর্তে দুইটি কীট বক্স সরকারিভাবে সরবরাহকরণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১০৩।	২৭৩-আইন/২০১৪, ০১/১২/২০১৪	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের (কর্মকর্তা/কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৫ সংশোধন	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১০৪।	২৭৪-আইন/২০১৪, ০১/১২/২০১৪	ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১০৫।	২৭৫-আইন/২০১৪, ০২/১২/২০১৪	নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৪	আইন ও বিচার বিভাগ
১০৬।	২৭৬-আইন/২০১৪, ০২/১২/২০১৪	নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৪	আইন ও বিচার বিভাগ
১০৭।	২৭৭-আইন/২০১৪, ০২/১২/২০১৪	নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৪	আইন ও বিচার বিভাগ
১০৮।	২৭৮-আইন/২০১৪, ০২/১২/২০১৪	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১০৯।	২৭৯-আইন/২০১৪, ০৮/১২/২০১৪	The Army Regulations (Rules) 1986এর Volume-1অধিকতর সংশোধন	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১১০।	২৮০-আইন/২০১৪, ০৮/১২/২০১৪	নীলফামারী পৌর এলাকা সম্প্রসারণ/সংকোচন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১১১।	২৮১-আইন/২০১৪, ০৯/১২/২০১৪	Bangladesh krishi Bank Rules,1983 এর অধিকতর সংশোধন	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
১১২।	২৮২-আইন/২০১৪, ০৯/১২/২০১৪	বিভিন্ন আইন/ নীতিমালা বিষয়ে মতামত	সড়ক পরিবহন ও

			মহাসড়ক বিভাগ
১১৩।	২৮৩-আইন/২০১৪, ০৯/১২/২০১৪	SAFTA চুক্তির অধীনে ২০০৮-২০১৬ সাল পর্যন্ত ট্রেড লিবারেলাইজেশন প্রোগ্রাম (TLP) বাস্তবায়নার্থে ২০১৩ ও ২০১৪ সালের SAFTA নোটিফিকেশন জারির ভেটিং প্রসঙ্গে	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১৪।	২৮৪-আইন/২০১৪, ০৯/১২/২০১৪	সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
১১৫।	২৮৫-আইন/২০১৪, ১৪/১২/২০১৪	আখ মাড়াই মৌসুম নির্ধারণ এবং চিনিকল জোন এলাকায় গুড় তৈরির উপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত গেজেট প্রজ্ঞাপন জারিকরণ প্রসংগে	শিল্প মন্ত্রণালয়
১১৬।	২৮৬-আইন/২০১৪, ১৪/১২/২০১৪	Marine Fisheries Rules, 1983 সংশোধন সংক্রান্ত	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১১৭।	২৮৭-আইন/২০১৪, ১৫/১২/২০১৪	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১১৮।	২৮৮-আইন/২০১৪, ১৫/১২/২০১৪	কয়লা আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক-কর মওকুফ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১৯।	২৮৯-আইন/২০১৪, ১৭/১২/২০১৪	অর্থ মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার জন্য কর আইন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২০।	২৯০-আইন/২০১৪, ২২/১২/২০১৪	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১২১।	২৯১-আইন/২০১৪, ২২/১২/২০১৪	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত (চট্টগ্রাম বিভাগ)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১২২।	২৯২-আইন/২০১৪ ২২/১২/২০১৪	Rules of Business, 1996-এর Schedul I-এ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা সংশোধন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১২৩।	২৯৩-আইন/২০১৪ ২৩/১২/২০১৪	বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র সাংগঠনিক কাঠামো	বিদ্যুৎ ,জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
১২৪।	২৯৪-আইন/২০১৪ ২৪/১২/২০১৪	Gazette Notification of Banglasesh Maritime Boungary	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১২৫।	২৯৫-আইন/২০১৪ ২৪/১২/২০১৪	Passage Regulations (Provisional), reprinted in 1952 সংশোধন	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১২৬।	২৯৬-আইন/২০১৪ ২৪/১২/২০১৪	বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের কর্মচারী (অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০১৪	শিল্প মন্ত্রণালয়
১২৭।	২৯৭-আইন/২০১৪ ২৪/১২/২০১৪	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এবং বীমা আইন, ২০১০ এর অধীনে বিধি	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
১২৮।	০১-আইন/২০১৫ ০১/০১/২০১৫	স্থল শুল্ক স্টেশন ঘোষণা সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনের কতিপয় বিষয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২৯।	০২-আইন/২০১৫ ০১/০১/২০১৫	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৩০।	০৩-আইন/২০১৫ ০১/০১/২০১৫	পৌরসভা কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ১৯৯২ এর সংশোধন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৩১।	০৪-আইন/২০১৫ ০৭/০১/২০১৫	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে নবসৃষ্ট পানগাঁও স্থল শুল্ক স্টেশন এর সীমা নির্ধারণ এবং মালামাল বোঝাইকরণ ও খালাসের জন্য যথাযথ স্থান অনুমোদন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

১৩২।	০৫-আইন/২০১৫ ০৭/০১/২০১৫	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে নবসৃষ্ট পানগাঁওয়ে মালামাল আমদানি-রপ্তানির উদ্দেশ্যে স্থল শুল্ক স্টেশন হিসেবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩৩।	০৬-আইন/২০১৫ ০৭/০১/২০১৫	পানগাঁও স্থল শুল্ক স্টেশন (Land Customs Station) এর Warehousing Station হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩৪।	০৭-আইন/২০১৫ ০৮/০১/২০১৫	টাংগাইল জেলার আওতাধীন ঘাটাইল ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৩৫।	০৮-আইন/২০১৫ ১৯/০১/২০১৫	জীবন বীমা কর্পোরেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯২ সংশোধন	জীবন বীমা কর্পোরেশন
১৩৬।	০৯-আইন/২০১৫ ১৯/০১/২০১৫	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী (অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা,২০১৫	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
১৩৭।	১০-আইন/২০১৫ ১৯/০১/২০১৫	পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৩৮।	১১-আইন/২০১৫ ১৯/০১/২০১৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলি) বিধিমালা, ২০১৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১৩৯।	১২-আইন/২০১৫ ২১/০১/২০১৫	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের গ্রাহকদের নিকট থেকে আদায়কৃত মিটার ভাড়ার উপর আরোপিত বকেয়া মূসক ও দন্ড সুদ মওকুফকরণ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১৪০।	১৩-আইন/২০১৫ ২৬/০১/২০১৫	Customs Act, 1969 এর section 19(1), মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১ এর ধারা ১৪(১) এর ক্ষমতা অনুযায়ী ১১ জুন,২০০৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং-১৫১-আইন/২০০৯/২২৫৪/শুল্ক এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১৪১।	১৪-আইন/২০১৫ ২৬/০১/২০১৫	Customs Act, 1969 এর section 19(1), মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৪(১) এর ক্ষমতাবলে ১১ জুন,২০০৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৫১-আইন/২০০৯/ ২২৫৪/শুল্ক এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১৪২।	১৫-আইন/২০১৫ ২৬/০১/২০১৫	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) কার্যকর সংক্রান্ত	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৪৩।	১৬-আইন/২০১৫ ২৬/০১/২০১৫	নীলফামারী পৌর এলাকা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৪৪।	১৭-আইন/২০১৫ ২৮/০১/২০১৫	কারাগারের নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৪৫।	১৮-আইন/২০১৫ ২৮/০১/২০১৫	কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠন প্রসঙ্গে	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৪৬।	১৯-আইন/২০১৫ ২৮/০১/২০১৫	ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সীমানা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৪৭।	২০-আইন/২০১৫ ০২/০২/২০১৫	সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৪৮।	২১-আইন/২০১৫ ০২/০২/২০১৫	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৪৯।	২২-আইন/২০১৫ ০২/০২/২০১৫	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৫০।	২৩-আইন/২০১৫ ০৫/০২/২০১৫	সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের কর্মচারী প্রবিধানমালা, ১৯৯২ এর সংশোধন	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
১৫১।	২৪-আইন/২০১৫ ০৯/০২/২০১৫	বাংলাদেশ ক্যাডেট কলেজ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১৪ সংশোধন	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

১৫২।	২৫-আইন/২০১৫ ০৯/০২/২০১৫	আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনী পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১৫	আইন ও বিচার বিভাগ
১৫৩।	২৬-আইন/২০১৫ ১০/০২/২০১৫	মায়ানমার-এর কমান্ডার ইন চীফ (Senior General Min Aung Hlaing)-কে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৫৪।	২৭-আইন/২০১৫ ১০/০২/২০১৫	জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৪ সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৫৫।	২৮-আইন/২০১৫ ১০/০২/২০১৫	জাতীয় পরিচয়পত্র ও সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত (সংশোধন, যাচাই এবং সরবরাহ) প্রবিধানমালা, ২০১৪ সংশোধন সংক্রান্ত	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৫৬।	২৯-আইন/২০১৫ ১১/০২/২০১৫	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৫৭।	৩০-আইন/২০১৫ ১১/০২/২০১৫	বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের কর্মচারী (অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০১৪ কার্যকরকরণ	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৫৮।	৩১-আইন/২০১৫ ১৫/০২/২০১৫	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এর মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-কে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৫৯।	৩২-আইন/২০১৫ ১৫/০২/২০১৫	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৬০।	৩৩-আইন/২০১৫ ১৫/০২/২০১৫	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৬১।	৩৪-আইন/২০১৫ ১৬/০২/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬২।	৩৫-আইন/২০১৫ ১৬/০২/২০১৫	অপরিশোধিত সয়াবিন/পাম/পাম অলিন এর উপর বিদ্যমান তিনস্তরে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করের পরিবর্তে এক স্তরে (আমদানি পর্যায়ে) মূসক আরোপ সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬৩।	৩৬-আইন/২০১৫ ১৬/০২/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১)এর ক্ষমতা বলে এস.আর.ও ১৯১-আইন/২০১২/৬৪৯-মূসক এর অধিকতর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬৪।	৩৭-আইন/২০১৫ ২৩/০২/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন ফৌজদারহাট এবং হালিশহর এডি ফায়ারিং রেঞ্জ এ প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৬৫।	৩৮-আইন/২০১৫ ২৩/০২/২০১৫	সিলেট জেলার আওতাধীন সিলেট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এ প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৬৬।	৩৯-আইন/২০১৫ ২৩/০২/২০১৫	কক্সবাজার জেলার আওতাধীন মোনাখালী এডি ফায়ারিং রেঞ্জ এ প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৬৭।	৪০-আইন/২০১৫ ২৩/০২/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলা ও বান্দরবান জেলার আওতাধীন দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ (হাশিমপুর) এ প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৬৮।	৪১-আইন/২০১৫ ২৩/০২/২০১৫	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৬৯।	৪২-আইন/২০১৫ ২৩/০২/২০১৫	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) এর সকল প্রকার আয়কে আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১৭০।	৪৩-আইন/২০১৫ ২৩/০২/২০১৫	মান সম্পন্ন (Coated steel উৎপাদনের কাঁচামাল Flat Rolled Products of alloy steel, zinc lngot এবং zinc Alloy এর আমদানি শুল্ক ১০% থেকে হ্রাস করে ৫০% নিধারণ প্রসঙ্গে	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১৭১।	৪৪-আইন/২০১৫ ২৩/০২/২০১৫	সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৫	স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৭২।	৪৫-আইন/২০১৫ ২৩/০২/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ০৫ জুন, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৩৬-আইন/২০১৪/২৫০০ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৩।	৪৬-আইন/২০১৫ ২৩/০২/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ০৬ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৫০-আইন/২০১৩/২৪৩৭ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৪।	৪৭-আইন/২০১৫ ২৬/০২/২০১৫	বাণিজ্যিক আমাদানিকারক, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের উপর আরোপনীয় মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৫।	৪৮-আইন/২০১৫ ০১/০৩/২০১৫	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১ সংশোধন	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
১৭৬।	৪৯-আইন/২০১৫ ০৫/০৩/২০১৫	চট্রগ্রাম জেলার আওতাধীন সীতাকুন্ডু ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জের প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৭৭।	৫০-আইন/২০১৫ ০৫/০৩/২০১৫	লক্ষীপুর জেলার লক্ষীপুর পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৭৮।	৫১-আইন/২০১৫ ০৯/০৩/২০১৫	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তদন্তসংস্থা (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৭৯।	৫২-আইন/২০১৫ ০৯/০৩/২০১৫	Bangladesh Citizenship (Temporary provisions) Rules, 1978 এর সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৮০।	৫৩-আইন/২০১৫ ০৯/০৩/২০১৫	Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance,1985 এর section 24 এর sub-section (1) এর ক্ষমতাবলে বিগত ১৯ কার্তিক, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৩ নভেম্বর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ৩৪১-আইন/ ২০১১ এর সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৮১।	৫৪-আইন/২০১৫ ০৯/০৩/২০১৫	Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 এর section 24 এর sub-section (2) এর ক্ষমতাবলে বিগত ১৯ কার্তিক, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৩ নভেম্বর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ৩৪২-আইন/ ২০১১ এর সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৮২।	৫৫-আইন/২০১৫ ১০/০৩/২০১৫	টাংগাইল জেলার ঘাটাইল ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্রাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৮৩।	৫৬-আইন/২০১৫ ১০/০৩/২০১৫	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুলালের চীফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	আইন ও বিচার বিভাগ
১৮৪।	৫৭-আইন/২০১৫ ১০/০৩/২০১৫	বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	কৃষি মন্ত্রণালয়
১৮৫।	৫৮-আইন/২০১৫ ১২/০৩/২০১৫	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৮৬।	৫৯-আইন/২০১৫ ১৬/০৩/২০১৫	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৮৭।	৬০-আইন/২০১৫ ২২/০৩/২০১৫	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৮৮	৬১-আইন/২০১৫ ২২/০৩/২০১৫	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগারিক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

।			
১৮৯।	৬২-আইন/২০১৫ ২৪/০৩/২০১৫	১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান)আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১৯০।	৬৩-আইন/২০১৫ ২৪/০৩/২০১৫	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন) এর ধারা ৬ এর বিধান অনুসারে উহার তফসিল সংশোধন	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১৯১।	৬৪-আইন/২০১৫ ২৪/০৩/২০১৫	বাংলাদেশ নৌবাহিনী বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১৯২।	৬৫-আইন/২০১৫ ২৪/০৩/২০১৫	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৯৩।	৬৬-আইন/২০১৫ ২৯/০৩/২০১৫	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১ সংশোধন	কৃষি মন্ত্রণালয়
১৯৪।	৬৭-আইন/২০১৫ ২৯/০৩/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৯৫।	৬৮-আইন/২০১৫ ২৯/০৩/২০১৫	চট্টগ্রাম ও বান্দরবান জেলার আওতাধীন দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৯৬।	৬৯-আইন/২০১৫ ৩০/০৩/২০১৫	ঝিনাইদহ পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৯৭।	৭০-আইন/২০১৫ ৩০/০৩/২০১৫	পুলিশ বাহিনীতে শিল্পাঞ্চল পুলিশ নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৯৮।	৭১-আইন/২০১৫ ৩০/০৩/২০১৫	পুলিশ বাহিনীতে পৃথক তদন্ত ইউনিট (পি,বি,আই) নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৯৯।	৭২-আইন/২০১৫ ৩০/০৩/২০১৫	পুলিশ বাহিনীতে রংপুর রেঞ্জ নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০০ ।	৭৩-আইন/২০১৫ ৩০/০৩/২০১৫	পুলিশ বাহিনীতে রংপুর আর,আর,এফ নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০১।	৭৪-আইন/২০১৫ ৩০/০৩/২০১৫	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২০২।	৭৫-আইন/২০১৫ ০৫/০৪/২০১৫	ICMAB-তে ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা পুন:নির্ধারণ প্রসঙ্গে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২০৩ ।	৭৬-আইন/২০১৫ ০৫/০৪/২০১৫	Income Tax Rules,1984 এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৪ ।	৭৭-আইন/২০১৫ ০৫/০৪/২০১৫	সার (ব্যবস্থপনা) বিধিমালা, ২০০৭ এর সংশোধন	কৃষি মন্ত্রণালয়
২০৫ ।	৭৮-আইন/২০১৫ ০৭/০৪/২০১৫	SAFTA চুক্তি অনুযায়ী আমদানি শুল্ক হ্রাস (Rules of Origin এ বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী) অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২০৬।	৭৯-আইন/২০১৫ ০৭/০৪/২০১৫	ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ এর কার্যকরকরণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

২০৭।	৮০-আইন/২০১৫ ১২/০৪/২০১৫	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের সকল শ্রেণির চাকরি অত্যাবশ্যক ঘোষণা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২০৮।	৮১-আইন/২০১৫ ১২/০৪/২০১৫	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ-এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর সংশোধন	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
২০৯।	৮২-আইন/২০১৫ ১৫/০৪/২০১৫	বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২১০।	৮৩-আইন/২০১৫ ২১/০৪/২০১৫	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২১১।	৮৪-আইন/২০১৫ ২১/০৪/২০১৫	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২১২।	৮৫-আইন/২০১৫ ২১/০৪/২০১৫	ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৫	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২১৩।	৮৬-আইন/২০১৫ ২১/০৪/২০১৫	মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ শিল্প সেক্টরের কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২১৪।	৮৭-আইন/২০১৫ ২১/০৪/২০১৫	বাংলাদেশ পোস্ট অফিস (গেজেটেড ও নন গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
২১৫।	৮৮-আইন/২০১৫ ০৪/০৫/২০১৫	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০১১ এর সংশোধন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২১৬।	৮৯-আইন/২০১৫ ০৪/০৫/২০১৫	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) গ্রাম পুলিশ বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও চাকরির শর্তাবলি সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৫	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২১৭।	৯০-আইন/২০১৫ ০৪/০৫/২০১৫	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (চেয়ারপার্সন ও সদস্য) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২১৮।	৯১-আইন/২০১৫ ০৭/০৫/২০১৫	Income-tex Ordinance,1984 এর section 44 এরsub- section(4) এর clause (b) এর ক্ষমতাবলে ১৮ জুন,২০১২ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ২০২-আইন/২০১২ এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২১৯।	৯২-আইন/২০১৫ ০৭/০৫/২০১৫	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২২০।	৯৩-আইন/২০১৫ ০৭/০৫/২০১৫	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২২১।	৯৪-আইন/২০১৫ ১০ /০৫/২০১৫	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ডেভেলপার নিয়োগ, ইত্যাদি) বিধিমালা, ২০১৪ এর সংশোধন	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২২২।	৯৫-আইন/২০১৫ ১১/০৫/২০১৫	চালের আমদানি বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় বাজারে মূল্য হ্রাস পাওয়ায় চাল আমদানি নিরুৎসাহিত করার বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২২৩।	৯৬-আইন/২০১৫ ১১/০৫/২০১৫	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২২৪।	৯৭-আইন/২০১৫ ১৭/০৫/২০১৫	Marine Fisheries Rules, 1983 এর সংশোধন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
২২৫।	৯৮-আইন/২০১৫ ১৭/০৫/২০১৫	মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ভূমি নির্বাচন এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২২৬।	৯৯-আইন/২০১৫ ১৭/০৫/২০১৫	যে সকল করদাতা মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের মালিক, তাহাদের মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

		মালিকানাজনিত অনুমিত আয়কে, অগ্রিম আয়কর প্রদান সাপেক্ষে, কর প্রদান করা হইতে অব্যাহতি প্রদান	
২২৭।	১০০-আইন/১৫ ১৭/০৫/২০১৫	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ১৯৯১ এর সংশোধন	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
২২৮।	১০১-আইন/১৫ ২০/০৫/২০১৫	লক্ষীপুর জেলার লক্ষীপুর পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২২৯।	১০২-আইন/১৫ ২১/০৫/২০১৫	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২৩০।	১০৩-আইন/১৫ ২১/০৫/২০১৫	চিংড়ি শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২৩১।	১০৪-আইন/১৫ ২১/০৫/২০১৫	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া কামালপুর স্থলশুল্ক স্টেশনকে স্থল বন্দর হিসাবে ঘোষণা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৩২।	১০৫-আইন/১৫ ২৫/০৫/২০১৫	জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সুবিধাদি প্রদান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৩৩।	১০৬-আইন/১৫ ২৭/০৫/২০১৫	হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৩৪।	১০৭-আইন/১৫ ২৭/০৫/২০১৫	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
২৩৫।	১০৮-আইন/১৫ ২৭/০৫/২০১৫	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯১ এর তফসিল সংশোধন	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
২৩৬।	১০৯-আইন/১৫ ২৭/০৫/২০১৫	Customs Act, 1969 এর section 18 এর sub-section (2) এর ক্ষমতাবলে এ বিভাগের ১১ মে,২০১৫ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ৯৫-আইন/২০১৫/০৮.০১.০০০০. ৫৩. ০৮.০০২.১৪/কাস্টমস্ এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৩৭।	১১০-আইন/১৫ ২৭/০৫/২০১৫	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
২৩৮।	১১১-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-কে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২৩৯।	১১২-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) বিধিমালা, ২০১৫	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২৪০।	১১৩-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৪১।	১১৪-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (নন-ক্যাডার গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কমীচারী) নিয়োগ বিধিমালা,২০১৫	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
২৪২।	১১৫-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	Society for Assistance to Hearing Impaired Children (SAHIC)-কে উহার আয়ের উপর আরোপনীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

২৪৩।	১১৬-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	প্রবীণ কল্যাণ সংস্থা এর অনুকূলে করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত দান/অনুদানকে করদাতার হতে আয়কর মুক্ত ঘোষণা	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৪৪।	১১৭-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল এর আয়ের উপর আরোপনীয় কর হতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৪৫।	১১৮-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৪৬।	১১৯-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৪৭।	১২০-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (খ) এর ক্ষমতাবলে ০৬ জুন,২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আরও নং ১৬৮-আইন/২০১৩/৬৭২-মূসক এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৪৮।	১২১-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেটে বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক প্রণীত প্রজ্ঞাপন সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৪৯।	১২২-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী এ বিভাগের ০৫ জুন, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১০৯-আইন/২০১৪/৭০৪-মূসক এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৫০।	১২৩-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	নির্দিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে কর ধার্যকরণ বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৫১।	১২৪-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	বাণিজ্যিক আমদানিকারক, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের উপর আরোপনীয় মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা, ২০১৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৫২।	১২৫-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	চলচ্চিত্র প্রদর্শক (প্রেক্ষাগৃহ) শুল্কায়ন বিশেষ কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ১৯৯৬ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৫৩।	১২৬-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	মৌসুমী ইটভাটা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা,২০০৪ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৫৪।	১২৭-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অত্র বিভাগের ১০ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ২১৪-আইন/২০১০/৫৬৩-মূসক এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৫৫।	১২৮-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ফি এর উপর প্রযোজ্য উৎসে মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৫৬।	১২৯-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	Excises and Salt Act, 1944 এর section 12A (1) অনুযায়ী অত্র বিভাগের ৩০ জুন, ২০১০ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ২৫৬-আইন/২০১০/৩০৫-আবগারি শুল্ক মওকুফ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৫৭।	১৩০-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	Excises and Salt Act, 1944 এর section 12A (1) অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং মুবিম/প্র:৩/ মুক্তিযোদ্ধা/গেজেট/২০০৩/৪৭৯ অনুসারে গেজেটভূক্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

		যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের শর্ত সাপেক্ষে আবগারি শুল্ক মওকুফ	
২৫৮।	১৩১-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৫৯।	১৩২-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৬০।	১৩৩-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৬১।	১৩৪-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৬২।	১৩৫-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৬৩।	১৩৬-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৬৪।	১৩৭-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৬৫।	১৩৮-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৬৬।	১৩৯-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৬৭।	১৪০-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৬৮।	১৪১-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৬৯।	১৪২-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৭০।	১৪৩-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৭১।	১৪৪-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৭২।	১৪৫-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৭৩।	১৪৬-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৭৪।	১৪৭-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৭৫।	১৪৮-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৭৬।	১৪৯-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

২৭৭।	১৫০-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৭৮।	১৫১-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৭৯।	১৫২-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৮০।	১৫৩-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৮১।	১৫৪-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৮২।	১৫৫-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৮৩।	১৫৬-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৮৪।	১৫৭-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৮৫।	১৫৮-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৮৬।	১৫৯-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৮৭।	১৬০-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	কিডনী ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর কেবল চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম পরিচালনা হইতে অর্জিত আয়ের উপর আরোপনীয় আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৮৮।	১৬১-আইন/১৫ ০৪/০৬/২০১৫	আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫ এর সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২৮৯।	১৬২-আইন/১৫ ০৭/০৬/২০১৫	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত Collective Investment Scheme/ Mutual Funds এর Trust Deed নিবন্ধনের উপর আরোপনীয় সমুদয় স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৯০।	১৬৩-আইন/১৫ ১১/০৬/২০১৫	রিভিউ এর (সময়, ফরম ও ফি) প্রবিধানমালা,২০১৫	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
২৯১।	১৬৪-আইন/১৫ ১১/০৬/২০১৫	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অন্তর্ভুক্তকরণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৯২।	১৬৫-আইন/১৫ ১৫/০৬/২০১৫	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিল সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৯৩।	১৬৫-আইন/১৫ ১৫/০৬/২০১৫	আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৫	আইন ও বিচার বিভাগ

২৯৪।	১৬৭-আইন/১৫ ১৮/০৬/২০১৫	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২৯৫।	১৬৮-আইন/১৫ ২২/০৬/২০১৫	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যাহা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৯৬।	১৬৯-আইন/১৫ ২২/০৬/২০১৫	Privileged Persons (Customs Procedures) Rules, 2003 এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৯৭।	১৭০-আইন/১৫ ২২/০৬/২০১৫	Protection and Conservation of Fish Rules,1985 এর অধিকতর সংশোধন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
২৯৮।	১৭১-আইন/১৫ ২২/০৬/২০১৫	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৯৯।	১৭২-আইন/১৫ ২২/০৬/২০১৫	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩০০।	১৭৩-আইন/১৫ ২৪/০৬/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন 'সীতাকুন্ডু ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ-এ প্রাকটিস পরিচালনা'	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩০১।	১৭৪-আইন/১৫ ২৪/০৬/২০১৫	চট্রগ্রাম জেলার আওতাধীন 'হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ-এ প্রাকটিস পরিচালনা'	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩০২।	১৭৫-আইন/১৫ ২৪/০৬/২০১৫	সিলেট জেলার আওতাধীন 'সিলেট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ-এ প্রাকটিস পরিচালনা'	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩০৩।	১৭৬-আইন/১৫ ২৪/০৬/২০১৫	চট্টগ্রাম ও বান্দরবান জেলার আওতাধীন 'দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ-এ প্রাকটিস পরিচালনা'	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩০৪।	১৭৭-আইন/১৫ ২৪/০৬/২০১৫	কক্সবাজার জেলার আওতাধীন 'মোনাখালী এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ-এ প্রাকটিস পরিচালনা'	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩০৫।	১৭৮-আইন/১৫ ২৪/০৬/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলা ও বান্দরবান জেলার আওতাধীন দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ-এ প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩০৬।	১৭৯-আইন/১৫ ২৪/০৬/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন ফৌজদারহাট এবং হালিশহর এডি ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ-এ আর্টিলারী ও প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩০৭।	১৮০-আইন/১৫ ২৪/০৬/২০১৫	SUMMIT Bibiyana II Power Company Ltd এর অনুকূলে স্ট্যাম্প ডিউটি মওকূফ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৩০৮।	১৮১-আইন/১৫ ২৪/০৬/২০১৫	SUMMIT Bibiyana II Power Company Ltd এর অনুকূলে স্ট্যাম্প ডিউটি মওকূফ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৩০৯।	১৮২-আইন/১৫ ২৪/০৬/২০১৫	বাংলাদেশ-ভূটান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে ভূটানকে প্রদেয় শুল্ক মুক্ত সুবিধার পণ্য তালিকায় Wood and Timber (H.S Heading No.44.03,44.04 & 44.05) এর পরিবর্তে Bolder Stone (H.S Heading No.2516.90.10) প্রতিস্থাপন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৩১০।	১৮৩-আইন/১৫ ২৯/০৬/২০১৫	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (তদন্ত, প্রসিকিউশন ও বিচার) বিধিমালা, ২০১৫	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩১১।	১৮৪-আইন/১৫ ২৯/০৬/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডু থানার অন্তর্ভুক্ত অলিনগর গ্রামের বিএম এনার্জী (বিডি) লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠান এর তফসিলভূক্ত এলাকাকে এলপিজি আমদানির জন্য শুল্ক স্টেশন হিসেবে ঘোষণা সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩১২।	১৮৫-আইন/১৫ ২৯/০৬/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডু থানার অন্তর্ভুক্ত অলিনগর গ্রামের বিএম এনার্জী (বিডি) লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠান এর তফসিলভূক্ত কতিপয় এলাকাকে এলপিজি আমদানির জন্য শুল্ক স্টেশন এবং উক্ত Act এর section 10এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উক্ত শুল্ক স্টেশনের সীমানা নির্ধারণসহ আমদানি ও খালাসের জন্য যথাযথ স্থান হিসেবে ঘোষণা সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩১৩।	১৮৬-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	আখ মাড়াই মৌসুম নির্ধারণ	শিল্প মন্ত্রণালয়
৩১৪।	১৮৭-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	দিনাজপুর জেলার সেতাবগঞ্জ পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩১৫।	১৮৮-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩১৬।	১৮৯-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (পরিচালক নির্বাচন) বিধিমালা, ২০১৫	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৩১৭।	১৯০-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৬৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রতিটি জেলা এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল মেট্রোপলিটন এলকার জন্য একটি করে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত স্থাপন	আইন ও বিচার বিভাগ
৩১৮।	১৯১-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার উপজেলাধীন শেওলা স্থল শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা	নৌ- পরিবহন মন্ত্রণালয়
৩১৯।	১৯২-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	Income Tax Rules, 1984 এর অধিকতর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩২০।	১৯৩-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	Income Tax Ordinance, 1984 এর section 44 এর sub-section(4) এর clause(b) অনুযায়ী কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত বস্ত্র উৎপাদনের সহিত জড়িত কোন সূতা উৎপাদন, সুতা ডাইয়িং, ফিনিশিং, কোনিং, কাপড় তৈরী, কাপড় ডাইয়িং, ফিনিশিং প্রিন্টিং বা প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোন কোম্পানী উক্ত শিল্প হইতে অর্জিত আয়কে ১লা জুলাই,২০১৫ হইতে ৩০শে জুন,২০১৯ পর্যন্ত সময়কালের জন্য প্রদেয় আয়করের হার হ্রাস করিয়া ১৫% নির্ধারণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩২১।	১৯৪-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	Income Tax Ordinance, 1984 এর section 44 এরsub-section(4) এর clause(b) অনুযায়ী পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত শিল্প হইতে অর্জিত আয়কে ১লা জুলাই, ২০১৫ হইতে ৩০শে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সময়কালের জন্য প্রদেয় আয়করের হার হ্রাস করিয়া ১৫% নির্ধারণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩২২।	১৯৫-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	Income Tax Ordinance, 1984 এর section 44 এরsub-section(4) এর clause(b) অনুযায়ী বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আয়কর হইতে	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		অব্যাহতি প্রদান	
৩২৩।	১৯৬-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	Income-tax Ordinance, 1984 এর section 44 এরsub-section (4) এর clause (b) অনুযায়ী এ বিভাগের ১৮ আগস্ট,২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং২১৭-আইন/আয়কর/২০১৪ রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩২৪।	১৯৭-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	Income-tax Ordinance, 1984 এর section 44 এরsub-section (4) এর clause (b) অনুযায়ী এ বিভাগের ২৬ জুন,২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং১৫৮-আইন/আয়কর/২০১৪ রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩২৫।	১৯৮-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	Income-tax Ordinance, 1984 এর section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) অনুযায়ী এ বিভাগের বিগত ০৪ জুলাই, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ২২৮-আইন/আয়কর/২০১১ রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩২৬।	১৯৯-আইন/১৫ ৩০/০৬/২০১৫	Pelleted poultry feed উৎপাদন, গবাদি পশু, চিংড়ি ও মাছের Pelleted feed উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প, তুঁত গাছের চাষ, মৌমাছির চাষ প্রকল্প, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার ছত্রাক উৎপাদন খামার এবং ফুল ও লতাপাতার চাষ হইতে অর্জিত আয়ের উপর আয়কর ধার্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

২। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রণীত এস.আর.ও. এর তালিকা

ক্রমিক নং	এস.আর.ও নম্বর এবং তারিখ	বিষয়বস্তু	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
১।	২০০-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	Customs Act, 1969 এর section 25 এর sub-section (3) এ ক্ষমতাবলে এই বিভাগের ০৬ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৪৮-আইন/ ২০১৩/২৪৩৫/কাস্টমস বাতিল সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২।	২০১-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	Customs Act, 1969 এর section 19 এর sub-section (1) এর ক্ষমতাবলে এই বিভাগের ০৪ জুন, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৩৬-আইন/ ২০১৫/১৬/ কাস্টমস বাতিল সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩।	২০২-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন এস.আর.ও/প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪।	২০৩-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন এস.আর.ও/প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫।	২০৪-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন এস.আর.ও/প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬।	২০৫-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন এস.আর.ও/প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭।	২০৬-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স (লাইসেন্সিং ও কার্য-পরিচালনা) বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৮।	২০৭-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	সরকারি পাওনা অবলোপন বিধিমালা, ২০১৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৯।	২০৮-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন এস.আর.ও/প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০।	২০৯-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন এস.আর.ও/প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১।	২১০-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন এস.আর.ও/প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২।	২১১-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল ওয়্যারহাউজিং স্টেশন বিধিমালা, ২০১৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩।	২১২-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন এস.আর.ও/প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪।	২১৩-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন এস.আর.ও/প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫।	২১৪-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক ওয়্যারহাউজিং স্টেশন বিধিমালা, ২০১৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬।	২১৫-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন এস.আর.ও/প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭।	২১৬-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এর কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৮।	২১৭-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) ক্ষমতাবলে এই বিভাগের ০৪ জুন, ২০১৫ খ্রি: তারিখেরে প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১১৯-আইন/২০১৫/৭২৫-মূসক সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯।	২১৮-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (খ) ক্ষমতাবলে ০৬ জুন,২০১৩ খ্রি: তারিখেরে প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৬৮-আইন/২০১৩/৬৭২-মূসক সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০।	২১৯-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪ক) ক্ষমতাবলে ০৪ জুন, ২০১৫ খ্রি: তারিখেরে প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১২১-আইন/২০১৫/৭২৭-মূসক এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১।	২২০-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) ক্ষমতাবলে ০৫ জুন, ২০১৪ খ্রি: তারিখেরে প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১০৯-আইন/২০১৪/৭০৪-মূসক এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২।	২২১-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	নির্দিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে কর ধার্যকরণ বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৩।	২২২-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	বাণিজ্যিক আমদানিকারক, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের উপর আরোপনীয় মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা, ২০১৫ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৪।	২২৩-আইন/১৫ ০১/০৭/২০১৫	Excises and Salt Act, 1944 এর section 12A (1) ক্ষমতাবলে এ বিভাগের ৪ জুন, ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১২৯-আইন/২০১৫/৩১৪-	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		আবগারি এর সংশোধন	
২৫।	২২৪-আইন/১৫ ০২/০৭/২০১৫	বাজেট কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬ সম্পর্কিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৬।	২২৫-আইন/১৫ ০৭/০৭/২০১৫	বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধন	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
২৭।	২২৬-আইন/১৫ ০৮/০৭/২০১৫	অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার এবং উক্ত অঞ্চলে বিনিয়োগকারী কোম্পানির জন্য Income tax ordinance, 1984 এর আওতায় কর অবকাশ ডিভিডেন্ড আয়ের উপর কর অব্যাহতি ও সার্ভিস চার্জ খাতে অর্জিত আয়ের উপর কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৮।	২২৭-আইন/১৫ ০৮/০৭/২০১৫	অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার এবং উক্ত অঞ্চলে বিনিয়োগকারী কোম্পানির জন্য Income tax ordinance, 1984 এর আওতায় কর অবকাশ ডিভিডেন্ড আয়ের উপর কর অব্যাহতি ও সার্ভিস চার্জ খাতে অর্জিত আয়ের উপর কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৯।	২২৮-আইন/১৫ ০৮/০৭/২০১৫	হাই-টেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত ডেভেলপার প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট ফার্ম এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩০।	২২৯-আইন/১৫ ০৮/০৭/২০১৫	হাই-টেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত ডেভেলপার প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট ফার্ম এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩১।	২৩০-আইন/১৫ ০৯/০৭/২০১৫	The Mailing Operator and Courier Service Rules, 2013	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৩২।	২৩১-আইন/১৫ ২১/০৭/২০১৫	মংলা ইপিজেট সংলগ্ন আনুমানিক ৬২.০০ একর জায়গা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরন অঞ্চল (জোন) ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩৩।	২৩২-আইন/১৫ ২১/০৭/২০১৫	ঝিনাইদহ পৌরসভা এলাকা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩৪।	২৩৩-আইন/১৫ ২১/০৭/২০১৫	পটুয়াখালী পৌরসভা এলাকা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩৫।	২৩৪-আইন/১৫ ২৩/০৭/২০১৫	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিধিমালা, ২০১৫	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৩৬।	২৩৫-আইন/১৫ ২৭/০৭/২০১৫	ICMAB-তে ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা পুনঃ নির্ধারণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৩৭।	২৩৬-আইন/১৫ ২৭/০৭/২০১৫	Army Regulations Volume-1(Rules) এর সংশোধন	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৩৮।	২৩৭-আইন/১৫ ২৭/০৭/২০১৫	Army Equipmemt Regulations volume-1(Rules) এর সংশোধন	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৩৯।	২৩৮-আইন/১৫ ৩০/০৭/২০১৫	হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে আর্টিলারি প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪০।	২৩৯-আইন/১৫ ৩০/০৭/২০১৫	দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টলারি প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪১।	২৪০-আইন/১৫ ৩০/০৭/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন সীতাকুন্ডু ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এ প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪২।	২৪১-আইন/১৫ ৩০/০৭/২০১৫	কক্সবাজার জেলার আওতাধীন মোনাখালী এডি ফায়ারিং রেঞ্জ এ প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪৩।	২৪২-আইন/১৫ ৩০/০৭/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলা ও বান্দরবান জেলার আওতাধীন দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ (হালিমপুর) এ প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪৪।	২৪৩-আইন/১৫ ৩০/০৭/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন ফৌজদারহাট এবং হালিশহর এডি ফায়ারিং রেঞ্জ এ প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪৫।	২৪৪-আইন/১৫ ৩০/০৭/২০১৫	সিলেট জেলার আওতাধীন সিলেট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এ প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪৬।	২৪৫-আইন/১৫ ০২/০৮/২০১৫	ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৫	শিল্প মন্ত্রণালয়
৪৭।	২৪৬-আইন/১৫ ০৫/০৮/২০১৫	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিল সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪৮।	২৪৭-আইন/১৫ ০৫/০৮/২০১৫	পুলিশ বাহিনীতে 'বিশেষায়িত সিকিউরিটি ও প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন' নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪৯।	২৪৮-আইন/১৫ ০৫/০৮/২০১৫	পুলিশ বাহিনীতে 'ট্যুরিস্ট পুলিশ, নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫০।	২৪৯-আইন/১৫ ০৫/০৮/২০১৫	পুলিশ বাহিনীতে 'নৌপুলিশ' নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫১।	২৫০-আইন/১৫ ০৫/০৮/২০১৫	Bangladesh Standards and Testing Institution ordinance, 1985 এর অধীন কতিপয় পণ্যের বাংলাদেশ মান নির্ধারণ এবং উক্ত মানের সমমানের নয় এরূপ পণ্য নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৫২।	২৫১-আইন/১৫ ০৫/০৮/২০১৫	Bangladesh Standards and Testing Institution ordinance, 1985 এর অধীন কতিপয় পণ্যের বাংলাদেশ মান নির্ধারণ এবং উক্ত মানের সমমানের নয় এরূপ পণ্য নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৫৩।	২৫২-আইন/১৫ ১০/০৮/২০১৫	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলা সদরে পৌরসভায় গঠন প্রসঙ্গে	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫৪।	২৫৩-আইন/১৫ ১১/০৮/২০১৫	পটুয়াখালী জেলার বাউফল পৌরসভা গঠন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫৫।	২৫৪-আইন/১৫ ১৬/০৮/২০১৫	হাঁস-মুরগীর খামার হইতে অর্জিত আয়ের উপর আয়কর ধার্যকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫৬।	২৫৫-আইন/১৫ ১৬/০৮/২০১৫	হাঁস-মুরগী, চিংড়ী ও মাছের হ্যাচারী এবং মৎস্য চাষ হইতে অর্জিত আয়ের উপর আয়কর ধার্যকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫৭।	২৫৬-আইন/১৫ ১৬/০৮/২০১৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (গেজেটেড ও নন-গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৫৮।	২৫৭-আইন/১৫ ১৬/০৮/২০১৫	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫ কার্যকরকরণ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৫৯।	২৫৮-আইন/১৫ ১৬/০৮/২০১৫	ঘোড়াশাল নদী বন্দর এর সীমানা নির্ধারণ	নৌ-পরিবহন

			মন্ত্রণালয়
৬০।	২৫৯-আইন/১৫ ১৬/০৮/২০১৫	Bangladesh Inland Water Transport Authority কে ঘোড়াশাল নদী বন্দর এর সংরক্ষক নিযুক্ত	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬১।	২৬০-আইন/১৫ ১৬/০৮/২০১৫	ফরিদপুর নদী বন্দর এর সীমানা নির্ধারণ	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬২।	২৬১-আইন/১৫ ১৬/০৮/২০১৫	Bangladesh Inland Water Transport Authority কে ফরিদপুর নদী বন্দর এর সংরক্ষক নিযুক্ত	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬৩।	২৬২-আইন/১৫ ১৬/০৮/২০১৫	Bangladesh Civil Service Recruitment Rules,1981 এর সংশোধন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৬৪।	২৬৩-আইন/১৫ ২৪/০৮/২০১৫	মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬৫।	২৬৪-আইন/১৫ ২৪/০৮/২০১৫	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
৬৬।	২৬৫-আইন/১৫ ২৪/০৮/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন দোহাজারী পৌরসভা গঠনের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৬৭।	২৬৬-আইন/১৫ ২৪/০৮/২০১৫	চিংড়ি শিল্প সেক্টরে কর্মরত বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সংশোধন	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৬৮।	২৬৭-আইন/১৫ ২৪/০৮/২০১৫	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন জমির মূল্য পুনঃ নির্ধারণ	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৬৯।	২৬৮-আইন/১৫ ২৪/০৮/২০১৫	নাটোর জেলার বনপাড়া পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭০।	২৬৯-আইন/১৫ ২৫/০৮/২০১৫	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠনের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭১।	২৭০-আইন/১৫ ২৫/০৮/২০১৫	Bangladesh Standards of weights and Measures Rules, 1982 এর সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৭২।	২৭১-আইন/১৫ ২৫/০৮/২০১৫	Imports and Exports Act,1950 এর section 3 এর sub-section (1) এ ক্ষমতাবলে ১৫ জুন, ২০১৪ খ্রি: তারিখে জারিকৃত এস,আর,ও নং-১৪৯-আইন/২০১৪ এর সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৭৩।	২৭২-আইন/১৫ ২৫/০৮/২০১৫	ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১৫	শিল্প মন্ত্রণালয়
৭৪।	২৭৩-আইন/১৫ ২৫/০৮/২০১৫	জয়পুরহাট জেলাধীন পাঁচবিবি পৌরসভার এলাকা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭৫।	২৭৪-আইন/১৫ ২৫/০৮/২০১৫	জয়পুরহাট জেলাধীন পাঁচবিবি পৌরসভার এলাকা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭৬।	২৭৫-আইন/১৫ ২৬/০৮/২০১৫	Customs Act,1969 এর section 25 এর sub-section (3) অনুযায়ী এই বিভাগের ০৬ জুন, ২০১৩ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৪৬-আইন/২০১৩/২৪৩৩/কাস্টমস্ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭৭।	২৭৬-আইন/১৫ ২৬/০৮/২০১৫	অপরিশোধিত এবং পরিশোধিত চিনি আমদানির ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩২০ ইউ এস ডলার এবং ৪০০ ইউএস ডলার ট্যারিফ মূল্য নিধারণ পূর্বক উভয় ক্ষেত্রে ২০% হারে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৭৮।	২৭৭-আইন/১৫ ২৬/০৮/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী এই বিভাগের ০৪ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১১৯-আইন/২০১৫/৭২৫/এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭৯।	২৭৮-আইন/১৫ ২৬/০৮/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১ এর ধারা ৭২, ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী এই বিভাগের ০৪ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১২৩-আইন/২০১৫/ ৭২৯/এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮০।	২৭৯-আইন/১৫ ৩১/০৮/২০১৫	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৮১।	২৮০-আইন/১৫ ০১/০৯/২০১৫	নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১৫	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৮২।	২৮১-আইন/১৫ ০৩/০৯/২০১৫	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৮৩।	২৮২-আইন/১৫ ০৩/০৯/২০১৫	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৮৪।	২৮৩-আইন/১৫ ০৩/০৯/২০১৫	Philanthropic institution HOPE worldwide Bangladesh এ কোন করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদানকে আয়কর রেয়াত প্রদান সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৮৫।	২৮৪-আইন/১৫ ০৩/০৯/২০১৫	গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন হাইটেক পার্ক এলাকাকে ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৮৬।	২৮৫-আইন/১৫ ০৯/০৯/২০১৫	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর সংশোধন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৮৭।	২৮৬-আইন/১৫ ০৯/০৯/২০১৫	বেসরকারী খাতে Lakdhanavi Bangla Power Ltd. কর্তৃক জাঙ্গালিয়া কুমিল্লা ৫২.মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত Lakdhanavi Bangla power Ltd, এর অনুকুলে কোম্পানির Financial Documents এ অন্তর্ভুক্ত স্বত্ব হস্থান্তর দলিল সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমুদয় স্ট্যাম ডিউটি মওকুফ সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৮৮।	২৮৭-আইন/১৫ ০৯/০৯/২০১৫	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (গণপূর্ত অধিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধন	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৮৯।	২৮৮-আইন/১৫ ১৫/০৯/২০১৫	United States Agency for International Development (USAID) এর অর্থায়নে পরিচালিত চলমান প্রকল্পসমূহের ব্যাংক ডিপোজিটের উপর প্রযোজ্য আবগারী শুল্ক প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৯০।	২৮৯-আইন/১৫ ১৫/০৯/২০১৫	Regent Energy & power Ltd. কর্তৃক ঘোড়াশাল ১০৮ মেঃওঃ গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত স্বাক্ষরিত Implementation Agreement (IA) অনুয়ায়ী সংশ্লিষ্ট কোম্পানির Financial Documents এর অন্তর্ভুক্ত বন্ধক ও স্বত্ব হস্তান্তর সংক্রান্ত আর্থিক দলিলাদি রেজিস্ট্রেশনের উপর আরোপণীয় স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ ১২,৮৭,৩০,০০০ টাকা মওকুফ সংক্রান্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

৯১।	২৯০-আইন/১৫ ১৫/০৯/২০১৫	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ইংরেজী অনুবাদ	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৯২।	২৯১-আইন/১৫ ১৫/০৯/২০১৫	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৯৩।	২৯২-আইন/১৫ ২১/০৯/২০১৫	সিটি কর্পোরেশন (কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব, কার্যাবলি ও সুযোগ-সুবিধা) বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯৪।	২৯৩-আইন/১৫ ২২/০৯/২০১৫	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯৫।	২৯৪-আইন/১৫ ০৬/১০/২০১৫	The Bangladesh Economic Zone (Appointment of Developers, etc.) Rules, 2014	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৯৬।	২৯৫-আইন, ১৫ ০৬/১০/২০১৫	Protection and Conservation of Fish Rules, 1985 এর অধিকতর সংশোধন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৯৭।	২৯৬-আইন, ১৫ ০৬/১০/২০১৫	কুমিল্লা জেলার হোমরা পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯৮।	২৯৭-আইন, ১৫ ০৬/১০/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার লোহগড়া উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠনের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত এ বিভাগের বিগত ২২ভাদ্র, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৭ আগস্ট, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ওনং-২০৭-আইন/২০০৬ বাতিল	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯৯।	২৯৮-আইন, ১৫ ০৮/১০/২০১৫	অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোম্পানিসমূহের প্রাপ্ত লভ্যাংশ মূলধনী মুনাফা এবং Royalties, Technical know how and Technical assistance fees সংশ্লিষ্ট কর অব্যাহতি এবং কোম্পানিতে নিয়োগকৃত বিদেশি পকর্মীদের জন্য কর অব্যাহতি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০০।	২৯৯-আইন, ১৫ ০৮/১০/২০১৫	অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোম্পানিসমূহের প্রাপ্ত লভ্যাংশ মূলধনী মুনাফা এবং Royalties, Technical know how and Technical assistance fees সংশ্লিষ্ট কর অব্যাহতি এবং কোম্পানিতে নিয়োগকৃত বিদেশি প্রকর্মীদের জন্য কর অব্যাহতি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০১।	৩০০-আইন, ১৫ ০৮/১০/২০১৫	হাই-টেক পার্কের ডেভেলপার বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, বিদেশী প্রকর্মী এবং প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট ফার্মের জন্য আয়কর অব্যাহতি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০২।	৩০১-আইন, ১৫ ০৮/১০/২০১৫	হাই-টেক পার্কের ডেভেলপার বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, বিদেশী প্রকর্মী এবং প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট ফার্মের জন্য আয়কর অব্যাহতি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০৩।	৩০২-আইন, ১৫ ০৮/১০/২০১৫	হাই-টেক পার্কের ডেভেলপার বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, বিদেশী প্রকর্মী এবং প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট ফার্মের জন্য আয়কর অব্যাহতি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

১০৪।	৩০৩-আইন, ১৫ ০৮/১০/২০১৫	হাই-টেক পার্ক/ সফটওয়্যার টেকনোলজী পার্কে বিনিয়োগ কারীদের প্রণোদনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১০৫।	৩০৪-আইন, ১৫ ১২/১০/২০১৫	ময়মনসিংহ বিভাগ সৃষ্টি	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১০৬।	৩০৫-আইন, ১৫ ১২/১০/২০১৫	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ এর সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১০৭।	৩০৬-আইন, ১৫ ২১/১০/২০১৫	Customs Act, 1969 এর FIRST SCHEDULE এর এইচ এস কোড ১১০৮.১৪.০০ এ উল্লিখিত ট্যাপিওকা/ মেয়োনিক (ক্যাসাভা) স্টার্চ [Manioc (cassava) Starch] এবং এইচ এস কোড ১১০৮.১৯.০০ এ উল্লিখিত অন্যান্য স্টার্চ আমদানির ক্ষেত্রে ৫% এর অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১০৮।	৩০৭-আইন, ১৫ ২১/১০/২০১৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ পৌরসভা গঠন প্রসঙ্গে	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১০৯।	৩০৮-আইন, ১৫ ২১/১০/২০১৫	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫ কার্যকর করার তারিখ নির্ধারণ সংক্রান্ত	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
১১০।	৩০৯-আইন, ১৫ ২১/১০/২০১৫	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ এর সংশোধন	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১১১।	৩১০-আইন, ১৫ ২১/১০/২০১৫	নেদারল্যান্ডস এর রাণী Her Majesty Queen Maxima কে আগামী ১৬-১৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর কালীন সময়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১১২।	৩১১-আইন, ১৫ ২১/১০/২০১৫	পাবনা জেলাধীন বেড়া পৌরসভার সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১১৩।	৩১২-আইন, ১৫ ২৮/১০/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) ক্ষমতাবলে এ বিভাগের বিগত ০১ জুলাই, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং- ২১০-আইন/২০১৫/৪৭/কাস্টমস এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১৪।	৩১৩-আইন, ১৫ ২৮/১০/২০১৫	বিড়ি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরী ঘোষণা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১১৫।	৩১৪-আইন, ১৫ ২৮/১০/২০১৫	General provident Fund Rules, 1979 এর সংশোধন	অর্থ বিভাগ
১১৬।	৩১৫-আইন, ১৫ ২৮/১০/২০১৫	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে অবস্থিত ৫টি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ আদালত (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩৫ নং আইন) এর অধীন বিশেষ দায়রা আদালত হিসাবে ঘোষণা	আইন ও বিচার বিভাগ
১১৭।	৩১৬-আইন, ১৫ ২৮/১০/২০১৫	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর সংশোধন ক্রমিক (৭০) এর এন্ট্রির সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১১৮।	৩১৭-আইন, ১৫ ০১/১১/২০১৫	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগার (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১১৯।	৩১৮-আইন, ১৫ ০১/১১/২০১৫	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর কর্মকর্তা, জুনিয়র কর্মকর্তা, পদবিধারী বর্ডার গার্ড সদস্য এবং তালিকাভূক্ত বর্ডার গার্ড	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

		সদস্য (বরখাস্ত, অপসারণ, অব্যাহতি ও অবসর) বিধিমালা, ২০১৫	
১২০।	৩১৯-আইন, ১৫ ০১/১১/২০১৫	Bangladesh Service (Recreation Allowances) Rules, 1979 এর সংশোধন	অর্থ মন্ত্রণালয়
১২১।	৩২০-আইন, ১৫ ০১/১১/২০১৫	THE ENT & HEAD-NECK CANCER HOSPITAL & INSTITUTE এর কেবল চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম হতে অর্জিত আয়ের উপর আরোপনীয় আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১২২।	৩২১-আইন, ১৫ ০১/১১/২০১৫	২০১৫-২০১৬ মাড়াই মৌসুমে চিনিকলসমূহে আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন শুরুর তারিখ ঘোষণা	শিল্প মন্ত্রণালয়
১২৩।	৩২২-আইন, ১৫ ০১/১১/২০১৫	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ সকল শ্রেণির চাকরি অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১২৪।	৩২৩-আইন, ১৫ ০২/১১/২০১৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন রহনপুর পৌরসভার বিদ্যমান এলাকা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্ত সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাতিলকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১২৫।	৩২৪-আইন, ১৫ ০৪/১১/২০১৫	বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্থল সীমানা চুক্তি ১৯৭৪ এবং এর আওতায় ২০১১ সালে প্রণীত প্রটোকল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে স্থায়ীভাবে ভারত গমনকারী ছিটমহলের বাসিন্দাদের প্রদেয় ভ্রমণ কর হতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১২৬।	৩২৫-আইন, ১৫ ০৪/১১/২০১৫	সম্পত্তির সর্বনিম্ন বাজার মূল্য নির্ধারণ বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	আইন ও বিচার বিভাগ
১২৭।	৩২৬-আইন, ১৫ ০৪/১১/২০১৫	টাঙ্গাইল জেলার আওতাধীন ঘাটাইল ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১২৮।	৩২৭-আইন, ১৫ ০৪/১১/২০১৫	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন ইটবাড়িয়া মৌজায় অবস্থিত পায়রা বন্দর এলাকাকে মালামাল আমদানি-রপ্তানির উদ্দেশ্যে স্থল শুল্ক স্টেশন হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২৯।	৩২৮-আইন, ১৫ ০৪/১১/২০১৫	বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে Baseline পুনঃনির্ধারণ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৩০।	৩২৯-আইন, ১৫ ০৪/১১/২০১৫	এস,আর,ও নং-৩১১-আইন/২০১৫, তারিখ-২১/১০/ ২০১৫ শীর্ষক প্রজ্ঞাপন সংশোধন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৩১।	৩৩০-আইন, ১৫ ১২/১১/২০১৫	ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১০ নং আইন) এর কার্যকরতা প্রদান	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৩২।	৩৩১-আইন, ১৫ ১২/১১/২০১৫	রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠনের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৩৩।	৩৩২-আইন, ১৫ ১২/১১/২০১৫	ভোজ্যতেলে ভিটামিন "এ" সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা,২০১৫	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৩৪।	৩৩৩-আইন, ১৫ ১২/১১/২০১৫	অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং উক্ত অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬৫ এর অধীন ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক কর, উপ-কর, রেইট, টোল,ফিস ইত্যাদি আরোপ সংক্রান্ত বিধান হতে অব্যাহতি প্রদান	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৩৫।	৩৩৪-আইন, ১৫ ১২/১১/২০১৫	দ্রুত বিচার ট্যাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৩৬।	৩৩৫-আইন, ১৫ ১২/১১/২০১৫	দ্রুত বিচার ট্যাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৩৭।	৩৩৬-আইন, ১৫ ১২/১১/২০১৫	দ্রুত বিচার ট্যাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৩৮।	৩৩৭-আইন, ১৫ ১২/১১/২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার চান্দনাইশ উপজেলাধীন দোহাজারী পৌরসভা গঠনের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৩৯।	৩৩৮-আইন, ১৫ ১২/১১/২০১৫	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠনের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৪০।	৩৩৯-আইন, ১৫ ১২/১১/২০১৫	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা-২০১৫	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
১৪১।	৩৪০-আইন, ১৫ ১৭/১১/২০১৫	পটুয়াখালী জেলার বাউফল পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৪২।	৩৪১-আইন, ১৫ ২২/১১/২০১৫	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লি: এর মাধ্যমে উত্তোলিত কয়লা স্থানীয়ভাবে বিক্রয় বা সররাহের ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ী পর্যায়ে, প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৩।	৩৪২-আইন, ১৫ ২২/১১/২০১৫	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০১৫	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
১৪৪।	৩৪৩-আইন, ১৫ ২২/১১/২০১৫	নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৪৫।	৩৪৪-আইন, ১৫ ২২/১১/২০১৫	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৪৬।	৩৪৫-আইন, ১৫ ২৩/১১/২০১৫	নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৪৭।	৩৪৬-আইন, ১৫ ২৩/১১/২০১৫	পৌরসভা (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৫	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৪৮।	৩৪৭-আইন, ১৫ ২৯/১১/২০১৫	বঙ্গবন্ধু সেনানিবাস (বিবিএস) নামকরণ	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১৪৯।	৩৪৮-আইন, ১৫ ২৯/১১/২০১৫	পুলিশ বিভাগ (নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৬ এর সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৫০।	৩৪৯-আইন/১৫ ২৯/১১/২০১৫	লাইফ ইন্স্যুরেন্স পুনঃবীমা (শর্তাদি নির্ধারণ) প্রবিধানমালা, ২০১৫	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
১৫১।	৩৫০-আইন/১৫ ২৯/১১/২০১৫	ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলাধীন কতিপয় এলাকা সমূহকে শহর এলাকা ঘোষণা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৫২।	৩৫১-আইন/১৫ ২৯/১১/২০১৫	চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটের পদে নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১৫৩।	৩৫২-আইন, ১৫ ২৯/১১/২০১৫	হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত ডেভেলপারকে হাই-টেক পার্ক উন্নয়ন কাজে ব্যবহার্য পণ্য আমদানিতে উহার উপর আরোপণীয় সমুদয় আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরী ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১৫৪।	৩৫৩-আইন/১৫ ২৯/১১/২০১৫	কপারটিউব, কপার বার ও কপারপ্লেট আমদানিতে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৫।	৩৫৪-আইন/১৫ ২৯/১১/২০১৫	The Bangladesh Private Economic Zones Policy, 2015	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৫৬।	৩৫৫-আইন/১৫ ৩০/১১/২০১৫	সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর তফসিলে নিষিদ্ধ ঘোষিত আনসাররুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি), নামক জঙ্গীদল/ সংগঠনটিকে তফসিলভুক্তকরণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৫৭।	৩৫৬-আইন/১৫ ০১/১২/২০১৫	International Fertilizer Development center (IFDC) এর Asia Division কে International Organization হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৮।	৩৫৭-আইন/১৫ ০১/১২/২০১৫	ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর কার্যকরতা প্রদান	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৫৯।	৩৫৮-আইন/১৫ ০৩/১২/২০১৫	গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা,২০১৫	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১৬০।	৩৫৯-আইন/১৫ ০৩/১২/২০১৫	বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) লাইসেন্সের আওতাভূক্ত ৩ (তিনটি) পণ্যমানের অনুকূলে জারিকৃত এস, আর,ও সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৬১।	৩৬০-আইন/১৫ ০৩/১২/২০১৫	বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) লাইসেন্সের আওতাভূক্ত ৩ (তিনটি) পণ্যমানের অনুকূলে জারিকৃত এস, আর,ও সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৬২।	৩৬১-আইন/১৫ ০৩/১২/২০১৫	বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) লাইসেন্সের আওতাভূক্ত ৩ (তিনটি) পণ্যমানের অনুকূলে জারিকৃত এস, আর,ও সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৬৩।	৩৬২-আইন/১৫ ০৭/১২/২০১৫	চাউলের আমদানি হ্রাস করার জন্য চাউল আমদানিতে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬৪।	৩৬৩-আইন/১৫ ০৯/১২/২০১৫	Imports and Exports (Control)Act, 1950 (Act No.XXXIX of 1950) এর Section ও এর Sub-Section (I) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে অতি প্রয়োজনীয় বিধায় ১০টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মোট ১১২ ইউনিট যন্ত্রপাতি সংযুক্ত গাড়ী কতিপয় শর্তে কন্ট্রাভেশন পদ্ধতিতে ছাড়করণের সম্মতি প্রদান	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৬৫।	৩৬৪-আইন/১৫ ০৯/১২/২০১৫	Nevy Rules, 1961 এর সংশোধন	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১৬৬।	৩৬৫-আইন/১৫ ০৯/১২/২০১৫	বিএসটিআই'র পণ্যমানের অনুকূলে জারিকৃত এস আর ও সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৬৭।	৩৬৬-আইন/১৫ ১৩/১২/২০১৫	পরিকল্পনা বিভাগ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১৬৮।	৩৬৭-আইন/১৫ ১৩/১২/২০১৫	Rules of Business,1996 এর সংশোধন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১৬৯।	৩৬৮-আইন/১৫ ১৩/১২/২০১৫	নরসিংদী ১০০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল নির্মাণ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিত করণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

১৭০।	৩৬৯-আইন/১৫ ১৫/১২/২০১৫	চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫	অর্থ মন্ত্রণালয়
১৭১।	৩৭০-আইন/১৫ ১৫/১২/২০১৫	চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রয়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫	অর্থ মন্ত্রণালয়
১৭২।	৩৭১-আইন/১৫ ১৫/১২/২০১৫	চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫	অর্থ মন্ত্রণালয়
১৭৩।	৩৭২-আইন/১৫ ১৫/১২/২০১৫	চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫	অর্থ মন্ত্রণালয়
১৭৪।	৩৭৩-আইন/১৫ ১৫/১২/২০১৫	চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫	অর্থ মন্ত্রণালয়
১৭৫।	৩৭৪-আইন/১৫ ১৭/১২/২০১৫	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯১ তফসিল সংশোধন	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১৭৬।	৩৭৫-আইন/১৫ ২০/১২/২০১৫	বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধন	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১৭৭।	৩৭৬-আইন/১৫ ২১/১২/২০১৫	General Provident Fund Rules, 1979 এর সংশোধন ৩১৪-আইন/২০১৫ তাং ২৮/১০/২০১৫ রহিতকরণ	অর্থ বিভাগ
১৭৮।	৩৭৭-আইন/১৫ ২১/১২/২০১৫	General Provident Fund Rules, 1979 এর সংশোধন ৩১৪-আইন/২০১৫ তাং ২৮/১০/২০১৫ রহিতকরণ minimum 5% of basic pay maximum 25% basic pay 01/01/2016 তারিখ কার্যকর	অর্থ বিভাগ
১৭৯।	৩৭৮-আইন/১৫ ২২/১২/২০১৫	অপরিশোধিত এবং পরিশোধিত চিনি আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক কর কাঠামো যৌক্তিকীকরণ কর আরোপ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮০।	৩৭৯-আইন/১৫ ২২/১২/২০১৫	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) ক্ষমতাবলে এ বিভাগের ০৪ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ১১৯-আইন/২০১৫/৭২৫-মূসক সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮১।	৩৮০-আইন/১৫ ২৮/১২/২০১৫	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
১৮২।	৩৮১-আইন/১৫ ২৮/১২/২০১৫	Motor Vehicles Regulations, 1984 এর সংশোধন	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
১৮৩।	৩৮২-আইন/১৫ ২৮/১২/২০১৫	তালিকাভুক্ত কর্মচারী (বিশেষ সুবিধাদি) বিধিমালা, ২০১৫	পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৮৪।	৩৮৩-আইন/১৫ ২৮/১২/২০১৫	ফরমালিন (আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন,মজুদ,বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৮৫।	৩৮৪-আইন/১৫ ৩০/১২/২০১৫	ছিটমহল সমূহে বসবাসকারীদের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১৮৬।	৩৮৫-আইন/১৫ ৩০/১২/২০১৫	ভুটান থেকে আমদানিকৃত জিপসাম এর শুল্কায়নের ক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে এস,আর,ও নং ৫৬-আইন/২০১৩/ ২৪২৩/ শুল্ক সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১৮৭।	৩৮৬-আইন/১৫ ৩১/১২/২০১৫	উপজেলা পরিষদ (সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে কর্মকর্তা ও কর্মচারী আচরণ) বিধিমালা, ২০১৫	স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৮৮।	৩৮৭-আইন/১৫ ৩১/১২/২০১৫	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন ইটবাড়িয়া মৌজায় অবস্থিত পায়রা বন্দরের অধিক্ষেত্র/সীমানা নির্ধারণ এবং মালামাল অবতরণের যথাযথ স্থান হিসেবে এবং ওয়ারহাউজিং স্টেশন ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮৯।	৩৮৮আইন/১৫ ৩১/১২/২০১৫	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন ইটবাড়িয়া মৌজায় অবস্থিত পায়রা বন্দরের অধিক্ষেত্র/সীমানা নির্ধারণ এবং মালামাল অবতরণের যথাযথ স্থান হিসেবে এবং ওয়ারহাউজিং স্টেশন ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯০।	০১-আইন/২০১৬ ০৪/০১/২০১৬	পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন বিধিমালা, ২০১৬	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৯১।	০২-আইন/২০১৬ ০৫/০১/২০১৬	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩১ ও ৩৬ এর কার্যকরতা প্রদান	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৯২।	০৩-আইন/২০১৬ ১১/০১/২০১৬	টাংগাইল জেলার আওতাধীন ঘাটাইল ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় আগামী ০১ মার্চ, ২০১৬ তারিখ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৯৩।	০৪-আইন/২০১৬ ১১/০১/২০১৬	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যমান পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের নিমিত্ত শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৯৪।	০৫-আইন/২০১৬ ১১/০১/২০১৬	অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত এলাকাকে ভূমি উন্নয়ন করের আওতামুক্তকরণ	ভূমি মন্ত্রণালয়
১৯৫।	০৬-আইন/২০১৬ ১২/০১/২০১৬	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত/লাইসেন্স প্রাপ্ত ডেভেলপারগণের অনুকূলে অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি প্রথমবার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি, অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের নিমিত্ত লোন/ ক্রেডিট ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল ব্যবহারকারী/বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে জমি/ফ্যাক্টরি স্পেস লীজ নেয়ার সময় সম্পাদিতব্য লীজ দলিলের রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) মওকুফ	অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ
১৯৬।	০৭-আইন/২০১৬ ১২/০১/২০১৬	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত/লাইসেন্স প্রাপ্ত ডেভেলপারগণের অনুকূলে অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি প্রথমবার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি, অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের নিমিত্ত লোন/ ক্রেডিট ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল ব্যবহারকারী/বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে জমি/ফ্যাক্টরি স্পেস লীজ নেয়ার সময় সম্পাদিতব্য লীজ দলিলের রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) মওকুফ	অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ
১৯৭।	০৮-আইন/২০১৬ ১২/০১/২০১৬	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত/লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডেভেলপারগণের অনুকূলে অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি প্রথমবার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি, অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের নিমিত্ত	অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ

		লোন/ক্রেডিট ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল ব্যবহারকারী/বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে জমি/ফ্যাক্টরি স্পেস লীজ নেয়ার সময় সম্পাদিতব্য লীজ দলিলের রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) মওকুফ	
১৯৮।	০৯-আইন/২০১৬ ১৪/০১/২০১৬	Dangerous Cargoes Act, 1953 এর অধীন নৌবাহিনী প্রধানের ক্ষমতা Commander Chittagong Naval Area কে প্রদান	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১৯৯।	১০-আইন/২০১৬ ১৪/০১/২০১৬	Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর section 89A এবং Section 89C-কে সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকরতা প্রদান	আইন ও বিচার বিভাগ
২০০।	১১-আইন/২০১৬ ২১/০১/২০১৬	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২০১।	১২-আইন/২০১৬ ২১/০১/২০১৬	ললিত মোহন-ধনবতী মেমোরিয়্যাল ফাউন্ডেশন এর উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২০২।	১৩-আইন/২০১৬ ২৮/০১/২০১৬	সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২০৩।	১৪-আইন/২০১৬ ২৮/০১/২০১৬	নাটোর জেলার বনপাড়া পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের নিমিত্ত শহর এলাকা ঘোষণা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২০৪।	১৫-আইন/২০১৬ ২৮/০১/২০১৬	পটুয়াখালী পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ সংক্রান্ত ইতঃপূর্বে জারিকৃত ২১ জুলাই, ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ২৩৩-আইন/২০১৫ বাতিলকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২০৫।	১৬-আইন/২০১৬ ২৮/০১/২০১৬	পটুয়াখালী পৌরসভার পৌর এরাকার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পটুয়াখালী সদর উপজেলাধীন কতিপয় পল্লী এলাকাকে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২০৬।	১৭-আইন/২০১৬ ২৮/০১/২০১৬	ছায়ানটকে [নিবন্ধন নম্বর-ঝ-২৫৫৮(১৫১) ২০০১], উহার জনকল্যাণমুখী সেবামূলক কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত আয়ের উপর আরোপনীয় আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২০৭।	১৮-আইন/২০১৬ ২৮/০১/২০১৬	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭নং আইন) এর তফসিল সংশোধন	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২০৮।	১৯-আইন/২০১৬ ২৮/০১/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০৯।	২০-আইন/২০১৬ ৩১/০১/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২১০।	২১-আইন/২০১৬ ০৩/০২/২০১৬	বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা,১৯৯৪ এর বিধি ২২ এর উপ বিধি (৩) ও (৪) এর অধিকতর সংশোধন সংক্রান্ত	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২১১।	২২-আইন/২০১৬ ০৩/০২/২০১৬	বেসরকারী খাতে নাটোর জেলায় BOO ভিত্তিতে ৫২.২ মেঃ ওঃ HFO ভিত্তিক আইপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত Raj Lanka power Ltd. এর অনুকূলে হস্তান্ত রিত সম্পত্তির হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রদেয়	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

		সমুদয় স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফ সংক্রান্ত এবং কোম্পানির Financing Documents এর অন্তর্ভুক্ত ২টি বন্ধকী দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফ	
২১২।	২৩-আইন/২০১৬ ০৩/০২/২০১৬	বেসরকারি খাতে নাটোর জেলায় BOO ভিত্তিতে ৫২.২ মেঃ ওঃ HFO ভিত্তিক আইপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত Raj Lanka power Ltd. এর অনুকূলে হস্তান্ত রিত সম্পত্তির হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রদেয় সমুদয় স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফ সংক্রান্ত এবং কোম্পানির Financing Documents এর অন্তর্ভুক্ত ২টি বন্ধকী দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২১৩।	২৪-আইন/২০১৬ ০৩/০২/২০১৬	সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলাধীন কতিপয় এলাকাকে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২১৪।	২৫-আইন/২০১৬ ০৩/০২/২০১৬	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ সংক্রান্ত ইতোপূর্বে জারিকৃত ৩০ জুলাই, ২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ২৬২-আইন/২০১৩ বাতিল	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২১৫।	২৬-আইন/২০১৬ ০৩/০২/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২১৬।	২৭-আইন/২০১৬ ১০/০২/২০১৬	সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলাধীন শেওলা শুল্ক স্টেশন দিয়ে মোটরসাইকেল যন্ত্রাংশ (টায়ার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ) এবং গার্মেন্টস সামগ্রী আমদানির সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ০১ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ০১-আইন/২০১৫/ ২৫২৬/শুল্ক সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১৭।	২৮-আইন/২০১৬ ১০/০২/২০১৬	আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২১৮।	২৯-আইন/২০১৬ ১০/০২/২০১৬	গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২১৯।	৩০-আইন/২০১৬ ১০/০২/২০১৬	ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২২০।	৩১-আইন/২০১৬ ১০/০২/২০১৬	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২২১।	৩২-আইন/২০১৬ ১৫/০২/২০১৬	কম্পিউটার সামগ্রীকে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রন্ত এসআরও নং-১৫৭-আইন/২০১১/২৩৪৩/শুল্ক তারিখ-০৯/০৬/২০১১ বাতিলক্রমে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২২।	৩৩-আইন/২০১৬ ১৫/০২/২০১৬	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (চৌকি আদালতের বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলি, ইত্যাদি) এবং (শ্রম আদালতের বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলি, ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১৬	আইন ও বিচার বিভাগ
২২৩।	৩৪-আইন,২০১৬ ১৫/০২/২০১৬	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭ সংশোধন	আইন ও বিচার বিভাগ

২২৪।	৩৫-আইন/২০১৬ ১৫/০২/২০১৬	Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance,1985 এর অধীন একটি পণ্যের [পাইপস্ এন্ড ফিটিংস মেড অন আন-প্লাস্টিসাইজড পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি-ইউ) ইউজড ফর পোটেবল ওয়াটার সাপ্লাই] বাংলাদেশ মান পুনঃনির্ধারণ এবং উক্ত মানের নয় এরূপ পণ্য নিষিদ্ধকরণ	শিল্প মন্ত্রণালয়
২২৫।	৩৬-আইন/২০১৬ ১৫/০২/২০১৬	Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 এর অধীন একটি পণ্যের [পাইপস্ এন্ড ফিটিংস মেড অন আন-প্লাস্টিসাইজড পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি-ইউ) ইউজড ফর পোটেবল ওয়াটার সাপ্লাই] বাংলাদেশ মান পুনঃনির্ধারণ এবং উক্ত মানের নয় এরূপ পণ্য নিষিদ্ধকরণ	শিল্প মন্ত্রণালয়
২২৬।	৩৭-আইন/২০১৬ ১৫/০২/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২২৭।	৩৮-আইন/২০১৬ ১৫/০২/২০১৬	Bangladesh Standards and Testing Institution এর অধীন ১৩ ই জুলাই ২০০২ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং১৯০-আইন/২০০২ এর সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
২২৮।	৩৯-আইন/২০১৬ ১৫/০২/২০১৬	Bangladesh Standards and Testing Institution এর অধীন ১৩ ই জুলাই ২০০২ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং১৮৯-আইন/২০০২ এর সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
২২৯।	৪০-আইন/২০১৬ ১৫/০২/২০১৬	সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস অধিদপ্তর (মাতৃমঙ্গল, শিশুকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা শাখা) এবং উহার আওতাধীন আন্তঃবাহিনী মেডিক্যাল ইউনিট (এএফএমআই, এএফআইপি, এএফএমএসডি এবং এএফএফএন্ডডি ল্যাব:) এর বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৬	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
২৩০।	৪১-আইন/২০১৬ ১৫/০২/২০১৬	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (চৌকি আদালতের বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী, ইত্যাদি) এবং (শ্রম আদালতের বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলি, ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১৬	আইন ও বিচার বিভাগ
২৩১।	৪২-আইন/২০১৬ ২৮/০২/২০১৬	ICC U19 Cricket World Cup 2016 টুর্ণামেন্ট উপলক্ষ্যে কতিপয় শ্রেণির আয়ের এবং বিসিবি, বাংলাদেশস্থ এলওসি,আইসিসি, আইসিসি এর সহযোগী ও অঙ্গ-সংগঠন ও অংশগ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল কর্তৃক আমদাতিব্য পণ্যের উপর প্রদেয় আয়কর ও প্রযোজ্য উৎসে আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৩২।	৪৩-আইন/২০১৬ ২৮/০২/২০১৬	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাধীন শহর এলাকা সমন্বয়ে নাজিরহাট পৌরসভা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে জারিকৃত ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ২৩৬-আইন/২০১৪ এর সংশোধন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৩৩।	৪৪-আইন/২০১৬ ২৮/০২/২০১৬	The Bangladesh Economic Zones (The Procedure of Appointment of Developer) Rules, 2016	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়
২৩৪।	৪৫-আইন/২০১৬ ২৮/০২/২০১৬	Police Regulations Bengal, 1943 এর (Volume I) regulation 612 এর সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৩৫।	৪৬-আইন/২০১৬ ০১/০৩/২০১৬	দেশীয় শিল্প প্রতিরক্ষণের স্বার্থে Ferro Manganese, Ferro Silicon এবং Ferro-Silico-Manganese আমদানিতে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৩৬।	৪৭-আইন/২০১৬ ০১/০৩/২০১৬	নিম্নতম মজুরী বোর্ডে 'হোসিয়ারী' শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিগণকে অন্তর্ভুক্তকরণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২৩৭।	৪৮-আইন/২০১৬ ০১/০৩/২০১৬	নিম্নতম মজুরী বোর্ডে 'হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট' শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিগণকে অন্তর্ভুক্তকরণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২৩৮।	৪৯-আইন/২০১৬ ০১/০৩/২০১৬	নিম্নতম মজুরী বোর্ডে 'বাংলাদেশ স্থল বন্দর' শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিগণকে অন্তর্ভুক্তকরণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২৩৯।	৫০-আইন/২০১৬ ০২/০৩/২০১৬	গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ এর সংশোধন	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৪০।	৫১-আইন/২০১৬ ০২/০৩/২০১৬	গ্যাসাধার (Pressure Vessel) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর সংশোধন	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৪১।	৫২-আইন/২০১৬ ০২/০৩/২০১৬	এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধন	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৪২।	৫৩-আইন/২০১৬ ০২/০৩/২০১৬	সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫ এর সংশোধন	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৪৩।	৫৪-আইন/২০১৬ ০২/০৩/২০১৬	Petroleum Rules, 1937 এর সংশোধন	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৪৪।	৫৫-আইন/২০১৬ ০২/০৩/২০১৬	ফরমালিন (আমদানি,উৎপাদন, পরিবহণ, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১৫ সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২৪৫।	৫৬-আইন/২০১৬ ০৮/০৩/২০১৬	হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৪৬।	৫৭-আইন/২০১৬ ০৮/০৩/২০১৬	সীতাকুন্ডু ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৪৭।	৫৮-আইন/২০১৬ ০৮/০৩/২০১৬	মোনাখালী এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৪৮।	৫৯-আইন/২০১৬ ০৮/০৩/২০১৬	উপজেলা পরিষদ (হিসাব ও নিরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৪৯।	৬০-আইন/২০১৬ ০৮/০৩/২০১৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে সৃজনকৃত কারিগরি পদের পদধারীদের নিয়োগ/নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০০৫ এর সংশোধন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২৫০।	৬১-আইন/২০১৬ ০৮/০৩/২০১৬	উন্নয়ন সারচার্জ (আরোপ ও আদায়) বিধিমালা, ২০১৬	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৫১।	৬২-আইন/২০১৬ ১৩/০৩/২০১৬	ভূটানের রাণী মাতা Her Majesty Queen Mother Tshering Pem Wangchuck-কে আগামী ১৪-১৮ মার্চ, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফরকালীন সময়ে অতীব গুরু ত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

২৫২।	৬৩-আইন/২০১৬ ১৪/০৩/২০১৬	সিলেট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় আগামী ০৫ জুলাই, ২০১৬ হইতে ০৪ জুলাই, ২০১৭ইং পর্যন্ত ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৫৩।	৬৪-আইন/২০১৬ ১৪/০৩/২০১৬	ফৌজদারহাট এবং হালিশহর ফিল্ড ফায়ারিং এলাকায় বিভিন্ন ইউনিটসমূহের বাৎসরিক গোলাবর্ষণ অনুশীলন পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৫৪।	৬৫-আইন/২০১৬ ১৪/০৩/২০১৬	কক্সবাজার জেলার আওতাধীন নিদানীয়া ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৫৫।	৬৬-আইন/২০১৬ ১৪/০৩/২০১৬	চট্টগ্রাম ও বান্দরবান জেলার আওতাধীন দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৫৬।	৬৭-আইন/২০১৬ ১৪/০৩/২০১৬	দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ (হাশিমপুর) এলাকায় আগামী ০৫ জুলাই, ২০১৬ হইতে ০৪ জুলাই, ২০১৭ইং পর্যন্ত ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্রাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৫৭।	৬৮-আইন/২০১৬ ১৪/০৩/২০১৬	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৬	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
২৫৮।	৬৯-আইন/২০১৬ ২৩/০৩/২০১৬	হবিগঞ্জ জেলার চুনারু ঘাট উপজেলাধীন বাল্লা শূল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
২৫৯।	৭০-আইন/২০১৬ ২৩/০৩/২০১৬	শিমুলিয়া নদী বন্দর নামক একটি নদী বন্দর ঘোষণা	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
২৬০।	৭১-আইন/২০১৬ ২৩/০৩/২০১৬	ব্যাটালিয়ান আনসার প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ এর সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৬১।	৭২-আইন/২০১৬ ২৩/০৩/২০১৬	পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা পরিবর্তন (সম্প্রসারণ ও সংকোচন) বিধিমালা, ২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৬২।	৭৩-আইন/২০১৬ ২৩/০৩/২০১৬	Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 অধীন পণ্য নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন এবং বাংলাদেশ মান নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
২৬৩।	৭৪-আইন/২০১৬ ২৩/০৩/২০১৬	Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance,1985 অধীন পণ্য নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন এবং বাংলাদেশ মান নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
২৬৪।	৭৫-আইন/২০১৬ ৩০/০৩/২০১৬	The Climate Change Trust Act, 2010	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
২৬৫।	৭৬-আইন/২০১৬ ৩০/০৩/২০১৬	Private Sector power Generation Policy of Bangladesh এর আওতায় বেসরকারি খাতে Lakdhanavi Bangla Power Ltd. কর্তৃক জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা জেলায় ৫২.২ মেঃ ওঃ ডুয়েল-ফুয়েল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত স্বাক্ষরিত Implementation Agreement (1A) এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কোম্পানির Land Lease Agreement এবং ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের নিমিত্ত প্রকল্পের সম্পত্তির Deed of Mortgage রেজিস্ট্রেশনের উপর স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ পরিশোধিত টাকা মওকুফ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

২৬৬।	৭৭-আইন/২০১৬ ৩০/০৩/২০১৬	ভোজ্য তেলে ভিটামিন'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ কে মোবাইল কোর্ট আইনের তফসিলে অন্তর্ভূক্তকরণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৬৭।	৭৮-আইন/২০১৬ ৩০/০৩/২০১৬	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিল সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৬৮।	৭৯-আইন/২০১৬ ৩০/০৩/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৬৯।	৮০-আইন/২০১৬ ৩০/০৩/২০১৬	বাংলাবান্ধা শুল্ক স্টেশন দিয়ে কতিপয় মালামাল বা পণ্য আমদানির সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে গত ০১ জানুয়ারি,২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং-০১-আইন/২০১৫/২৫২৬/শুল্ক সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৭০।	৮১-আইন/২০১৬ ৩০/০৩/২০১৬	চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ সংশোধন	অর্থ মন্ত্রণালয়
২৭১।	৮২-আইন/২০১৬ ৩০/০৩/২০১৬	চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ সংশোধন	অর্থ মন্ত্রণালয়
২৭২।	৮৩-আইন/২০১৬ ৩০/০৩/২০১৬	চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ সংশোধন	অর্থ মন্ত্রণালয়
২৭৩।	৮৪-আইন/২০১৬ ৩০/০৩/২০১৬	চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ সংশোধন	অর্থ মন্ত্রণালয়
২৭৪।	৮৫-আইন/২০১৬ ৩০/০৩/২০১৬	চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ সংশোধন	অর্থ মন্ত্রণালয়
২৭৫।	৮৬-আইন/২০১৬ ০৪/০৪/২০১৬	নির্বাচন কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২৭৬।	৮৭-আইন/২০১৬ ০৪/০৪/২০১৬	সূচনা ফাউন্ডেশন এর অনুকূলে প্রদত্ত দান ও অনুদান, দানকারীর হাতে আয়কর অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৭৭।	৮৮-আইন/২০১৬ ০৪/০৪/২০১৬	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৭৮।	৮৯-আইন/২০১৬ ০৪/০৪/২০১৬	ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলাধীন আলফাডাঙ্গা পৌরসভা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৭৯।	৯০-আইন/২০১৬ ০৪/০৪/২০১৬	তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধন	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
২৮০।	৯১-আইন/২০১৬ ১১/০৪/২০১৬	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা সংক্রান্ত বিয়য়ে প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২৮১।	৯২-আইন/২০১৬ ১১/০৪/২০১৬	বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১৬	তথ্য মন্ত্রণালয়
২৮২।	৯৩-আইন/২০১৬ ১২/০৪/২০১৬	মুন্সিগঞ্জ জেলার মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পশ্চিম মুক্তারপুর এলাকাকে মালামাল আমদানি রপ্তানির উদ্দেশ্যে Land Customs-Station হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৮৩।	৯৪-আইন/২০১৬ ১২/০৪/২০১৬	মুক্তারপুর স্থল শুল্কস্টেশন এর সীমানা নির্ধারণ এবং মালামাল বোঝাইকরণ ও খালাসের জন্য যথাযথ স্থান হিসাবে অনুমোদন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৮৪।	৯৫-আইন/২০১৬ ১২/০৪/২০১৬	প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান পদে (নিয়োগদান ও মেয়াদ) আদেশ, ২০১৬	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

২৮৫।	৯৬-আইন/২০১৬ ১২/০৪/২০১৬	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিল সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৮৬।	৯৭-আইন/২০১৬ ১৩/০৪/২০১৬	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬	অর্থ বিভাগ
২৮৭।	৯৮-আইন/২০১৬ ১৭/০৪/২০১৬	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ইংরেজি পাঠ সংক্রান্ত	খাদ্য মন্ত্রণালয়
২৮৮।	৯৯-আইন/২০১৬ ১৯/০৪/২০১৬	বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ সংশোধন	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
২৮৯।	১০০-আইন/১৬ ১৯/০৪/২০১৬	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা	অর্থ বিভাগ
২৯০।	১০১-আইন/১৬ ১৯/০৪/২০১৬	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি বাছাই কমিটি গঠন	অর্থ বিভাগ
২৯১।	১০২-আইন/১৬ ১৯/০৪/২০১৬	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাছাই কমিটি গঠন	অর্থ বিভাগ
২৯২।	১০৩-আইন/১৬ ১৯/০৪/২০১৬	নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণী প্রবিধানমালা, ২০১৬	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
২৯৩।	১০৪-আইন/১৬ ২০/০৪/২০১৬	চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ সংশোধন	অর্থ বিভাগ
২৯৪।	১০৫-আইন/১৬ ২০/০৪/২০১৬	চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ সংশোধন	অর্থ বিভাগ
২৯৫।	১০৬-আইন/১৬ ২০/০৪/২০১৬	চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ সংশোধন	অর্থ বিভাগ
২৯৬।	১০৭-আইন/১৬ ২০/০৪/২০১৬	চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ সংশোধন	অর্থ বিভাগ
২৯৭।	১০৮-আইন/১৬ ২১/০৪/২০১৬	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে বিনিয়োগ বোর্ড আইন, ১৯৮৯ এর প্রয়োগ হতে অব্যাহতি প্রদান	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২৯৮।	১০৯-আইন/১৬ ২১/০৪/২০১৬	Income Tax Ordinance,1984 এর section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের (ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড) আয়ের উপর ৮০% এর পরিবর্তে ১০০% কর অব্যাহতি প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ২৬ জুন, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৫৭-আইন/ আয়কর/ ২০১৪ এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২৯৯।	১১০-আইন/১৬ ২১/০৪/২০১৬	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং উক্ত অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন,২০০৯ এর ধারা ৯৮ এর অধীন পৌরসভা কর্তৃক কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস ইত্যাদি আরোপ সংক্রান্ত বিধান হতে অব্যাহতি প্রদান	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩০০।	১১১-আইন/১৬ ২৫/০৪/২০১৬	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ কার্যকরকরণ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৩০১।	১১২-আইন/১৬ ২৫/০৪/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৩০২।	১১৩-আইন/১৬ ২৬/০৪/২০১৬	কক্সবাজার জেলার আওতাধীন মোনাখালী এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩০৩।	১১৪-আইন/১৬ ২৬/০৪/২০১৬	হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩০৪।	১১৫-আইন/১৬ ২৬/০৪/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩০৫।	১১৬-আইন/১৬ ২৬/০৪/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩০৬।	১১৭-আইন/১৬ ২৮/০৪/২০১৬	চীফ অব আর্মি স্টাফ, বাংলাদেশ আর্মি, Provisional Recruitment Rules for the Non-Gazetted (Civilians) Class II and Class III of Bangladesh Army এবং Recruitment Rules, 1981 for Civilian Non-Gazetted Class II, III and IV Posts in the lower formations of the Army এর সংশোধন	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৩০৭।	১১৮-আইন/১৬ ২৮/০৪/২০১৬	চীফ অব আর্মি স্টাফ, বাংলাদেশ আর্মি, Provisional Recruitment Rules for the Non-Gazetted (Civilians) Class II and Class III of Bangladesh Army এবং Recruitment Rules,1981 for Civilian Non-Gazetted Class II, III and IV Posts in the lower formations of the Army এর সংশোধন	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৩০৮।	১১৯-আইন/১৬ ২৮/০৪/২০১৬	ঢাকাস্থ রাজকীয় ভুটান দূতাবাসের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সম্পত্তির লীজ দলিল রেজিস্ট্রেশনের উপর প্রদেয় সমুদয় স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৩০৯।	১২০-আইন/১৬ ০৪/০৫/২০১৬	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ এর সংশোধন	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৩১০।	১২১-আইন/১৬ ০৪/০৫/২০১৬	গ্রামীণ ব্যাংক এর উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হইতে ০১/০১/২০১৬ ইং তারিখ হইতে ৩১/১২/ ২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৩১১।	১২২-আইন/১৬ ০৪/০৫/২০১৬	সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩১২।	১২৩-আইন/১৬ ০৪/০৫/২০১৬	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সকল শ্রেণির চাকরি অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণার মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩১৩।	১২৪-আইন/১৬ ০৪/০৫/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩১৪।	১২৫-আইন/১৬ ০৪/০৫/২০১৬	Asian Cricket Council (ACC) এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত Asia Cop T20,2016 ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট আয়োজনের জন্য Income-tax Ordinance, 1984 অনুযায়ী আয়ের কতিপয় ক্ষেত্রে শুল্ক, আমদানি কর, উৎসে আয়কর, মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

৩১৫।	১২৬-আইন/১৬ ০৪/০৫/২০১৬	ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী পুন:নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিতব্য নিম্নতম মজুরী বোর্ডে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩১৬।	১২৭-আইন/১৬ ০৪/০৫/২০১৬	সীতাকুন্ড ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩১৭।	১২৮-আইন/১৬ ০৪/০৫/২০১৬	দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩১৮।	১২৯-আইন/১৬ ০৪/০৫/২০১৬	ফৌজদারহাট এবং হালিশহর এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় এডি ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩১৯।	১৩০-আইন/১৬ ০৪/০৫/২০১৬	সিলেট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩২০।	১৩১-আইন/১৬ ০৪/০৫/২০১৬	দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ (হাশিমপুর) এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩২১।	১৩২-আইন/১৬ ০৪/০৫/২০১৬	নিদানিয়া এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় এডি ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩২২।	১৩৩-আইন/১৬ ১৫/০৫/২০১৬	ময়মনসিংহ পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ সংক্রান্ত ইতোপূর্বে জারিকৃত ১১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ০৪-আইন/২০১৬ বাতলিকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩২৩।	১৩৩(ক)-আইন/১৬ ১৫/০৫/২০১৬	ময়মনসিংহ পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩২৪।	১৩৪-আইন, ১৬ ১৫/০৫/২০১৬	২০১৬-২০১৭ মাড়াই মৌসুমে দেশের সকল চিনিকলের জন্য ইক্ষু মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের মেয়াদ নির্ধারণ	শিল্প মন্ত্রণালয়
৩২৫।	১৩৫-আইন/১৬ ১৫/০৫/২০১৬	সোপ এন্ড কসমেটিকস শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী পুন:নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিতব্য নিম্নতম মজুরী বোর্ডে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩২৬।	১৩৬-আইন/১৬ ১৭/০৫/২০১৬	কোম্পানী আইন,১৯৯৪ এর তফসিল-২ এর অধীন রেজিস্ট্রারকে প্রদেয় ফিসের তালিকা পুনঃনির্ধারণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৩২৭।	১৩৭-আইন/১৬ ১৯/০৫/২০১৬	Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh (OGSB) প্রতিষ্ঠানের জনকল্যাণ এবং সেবামূলক কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত আয়কে আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৩২৮।	১৩৮-আইন/১৬ ১৯/০৫/২০১৬	ফরিদপুর পৌর এলাকা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত এলাকাকে শহর এলাকা ঘোষণা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩২৯।	১৩৯-আইন/১৬ ২৬/০৫/২০১৬	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৩৩০।	১৪০-আইন/১৬ ২৬/০৫/২০১৬	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৩৩১।	১৪১-আইন/১৬ ২৬/০৫/২০১৬	মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর সংশোধন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩৩২।	১৪২-আইন/১৬ ২৯/০৫/২০১৬	Attorney General (Terms and Conditions of	আইন ও বিচার

		Service) Rules,1973 এর সংশোধন	বিভাগ
৩৩৩।	১৪৩-আইন/১৬ ২৯/০৫/২০১৬	Bangladesh Law Officers (Terms and Conditions of Service) Rules, 1973 এর সংশোধন	আইন ও বিচার বিভাগ
৩৩৪।	১৪৪-আইন/১৬ ০১/০৬/২০১৬	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক এবং উহার অধীনস্থ কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৬	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৩৩৫।	১৪৫-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৩৬।	১৪৬-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৩৭।	১৪৭-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৩৮।	১৪৮-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৩৯।	১৪৯-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৪০।	১৫০-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৪১।	১৫১-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৪২।	১৫২-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৪৩।	১৫৩-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৪৪।	১৫৪-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৪৫।	১৫৫-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৪৬।	১৫৬-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৪৭।	১৫৭-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৪৮।	১৫৮-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৪৯।	১৫৯-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৫০।	১৬০-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৫১।	১৬১-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৫২।	১৬২-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৩৫৩।	১৬৩-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৫৪।	১৬৪-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৫৫।	১৬৫-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৫৬।	১৬৬-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৫৭।	১৬৭-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৫৮।	১৬৮-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের (কাস্টমস নীতি) বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৫৯।	১৬৯-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের (কাস্টমস নীতি) বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৬০।	১৭০-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের (কাস্টমস নীতি) বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৬১।	১৭১-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের (কাস্টমস নীতি) বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৬২।	১৭২-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের (কাস্টমস নীতি) বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৬৩।	১৭৩-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের (কাস্টমস নীতি) বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৬৪।	১৭৪-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা,২০১৬	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৬৫।	১৭৫-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৬৬।	১৭৬-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি ও রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৬৭।	১৭৭-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি ও রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৬৮।	১৭৮-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি ও রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৬৯।	১৭৯-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		সংশোধনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি ও রহিতকরণ	
৩৭০।	১৮০-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি ও রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৭১।	১৮১-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা,১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি ও রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৭২।	১৮২-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা,১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি ও রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
	১৮৩-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি ও রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৭৪।	১৮৪-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি ও রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৭৫।	১৮৫-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি ও রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৭৬।	১৮৬-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি ও রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৭৭।	১৮৭-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি ও রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৭৮।	১৮৮-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	কাস্টমস রুলিং (অগ্রিম) বিধিমালা, ২০১৬	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৩৭৯।	১৮৯-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৬	বিদ্যুৎ বিভাগ
৩৮০।	১৯০-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	ঢাকাস্থ ভুটার দূতাবাসের অনুকূলে বারিধারা দূতাবাস এলাকায় বরাদ্দকৃত প্লট (নম্বর-৮, প্রগতি সরণী, ব্লক-আই) এর লীজ দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর অধীন রেজিস্ট্রেশন ফি এর উপর প্রদেয় ৩% হারে মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৮১।	১৯১-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলায় একটি যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ আদলত স্থাপন এবং সমগ্র শাহজাদপুর উপজেলাকে উক্ত যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্র হিসাবে নির্ধারণকরণ	আইন ও বিচার বিভাগ
৩৮২।	১৯২-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	Customs Act, 1969 (Act No. Iv of 1969) অনুযায়ী পাবনা জেলার রূপপুরে অবস্থিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এলাকাকে মালামাল আমদানি-রপ্তানির উদ্দেশ্যে স্থল শুল্ক স্টেশন হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৮৩।	১৯৩-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিতব্য নিম্নতম মজুরী বোর্ডে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
৩৮৪।	১৯৪-আইন/১৬ ০২/০৬/২০১৬	জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার) এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৬	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩৮৫।	১৯৫-আইন/১৬ ১৩/০৬/২০১৬	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৬	কৃষি মন্ত্রণালয়
৩৮৬।	১৯৬-আইন/১৬ ১৩/০৬/২০১৬	সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২- এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Bangladesh Agricultural Development corporation কর্তৃক আমদানিকৃত কতিপয় সারের সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহন বা বিক্রয় করিবার ক্ষেত্রে ১ জুলাই ২০১৬ খ্রি: হইতে ৩০ জুন, ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত উক্ত আইনের ধারা ৮ এর প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান	কৃষি মন্ত্রণালয়
৩৮৭।	১৯৭-আইন/১৬ ১৩/০৬/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩৮৮।	১৯৮-আইন/১৬ ১৬/০৬/২০১৬	আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন বিধিমালা, ১৯৯১ এর সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩৮৯।	১৯৯-আইন/১৬ ১৬/০৬/২০১৬	উপজেলা পরিষদ সদস্য ও মহিলা সদস্যদের (অপসারণ, অনাস্থা ও পদ-শূন্যতা) বিধিমালা, ২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩৯০।	২০০-আইন/১৬ ১৯/০৬/২০১৬	কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ এর সংশোধন	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৩৯১।	২০১-আইন/১৬ ২৮/০৬/২০১৬	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে, উক্ত কর্পোরেশনের এলাকা সংলগ্ন কতিপয় এলাকাসমূহকে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সহিত অন্তর্ভুক্তকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ

৩৯২।	২০২-আইন/১৬ ২৮/০৬/২০১৬	পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ এর তফসিল সংশোধন	পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩৯৩।	২০৩-আইন/১৬ ২৯/০৬/২০১৬	Income Tax Rules,1984 এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৯৪।	২০৪-আইন/১৬ ২৯/০৬/২০১৬	আয়কর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (পদ্ধতি) বিধিমালা,২০১২ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৯৫।	২০৫-আইন/১৬ ২৯/০৬/২০১৬	পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত করদাতার উক্ত পণ্য রপ্তানি হইতে উদ্ভূত আয়ের ক্ষেত্রে ২০১৬-১৭,২০১৭-১৮,২০১৮-১৯,এবং ২০১৯-২০ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার ১০% হ্রাস নির্ধারণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৯৬।	২০৬-আইন/১৬ ২৯/০৬/২০১৬	অত্র বিভাগের ০৩ জৈষ্ঠ্য, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/ ১৭ মে, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং-৯৯-আইন/আয়কর/২০১৫ রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৯৭।	২০৭-আইন/১৬ ২৯/০৬/২০১৬	পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত করদাতার উক্ত পণ্য রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার হ্রাসপূর্বক ০.৬০% এ নির্ধারণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৯৮।	২০৮-আইন/১৬ ২৯/০৬/২০১৬	নীটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস উৎপাদন ও রপ্তানিতে নিয়োজিত করদাতার উক্ত পণ্য রপ্তানি হইতে উদ্ভূত আয়ের উপর ২০১৬-১৭ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার ২০% হ্রাস নির্ধারণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৯৯।	২০৯-আইন/১৬ ২৯/০৬/২০১৬	Income Tax Rules,1984 এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪০০।	২১০-আইন/১৬ ৩০/০৬/২০১৬	অত্র বিভাগের ১৯ জ্যৈষ্ঠ,১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০২ জুন,২০১৬ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং১৭৬-আইন/২০১৬/৭৫২-মূসক এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৪০১।	২১১-আইন/১৬ ৩০/০৬/২০১৬	অত্র বিভাগের ১৯ জ্যৈষ্ঠ,১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০২ জুন,২০১৬ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৮৭-আইন/২০১৬/৭৬৩-মূসক এর রহিতকরণ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৪০২।	২১২-আইন/১৬ ৩০/০৬/২০১৬	অত্র বিভাগের ২২ জ্যৈষ্ঠ,১৪২১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০৫ জুন, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১০৯-আইন/২০১৪/৭০৪-মূসক এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ